সাত লাখ বৈদ্যুতিক গাড়ি ফেরত নিচ্ছে ইলন মাস্কের টেসলা পৃষ্ঠা ২৪

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

Thursday, 26 December 2024, 8th Year, Issue 406, 40 Pages

সিনেটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না লারা ট্রাম্প পৃষ্ঠা ২৬

বৃহস্পতিবার, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪, ১১ পৌষ ১৪৩১, ২৪ জমাদিউস সানি ১৪৪৬, ৮ম বর্ষ, সংখ্যা ৪০৬, পৃষ্ঠা: ৪০

ভারত চিঠির জবাব না দিলে কী করবে সরকার?

হাসিনাকে ফেরানো

হাসিনাকে দেশে ফেরাতে ভারতকে চিঠি দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। কিন্তু এখন পর্যন্ত চিঠির জবাব দেয়নি নয়াদিল্লি।

- উত্তর না পেলে তাগাদাপত্র পাঠানোর কথা ভাবছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
- ভারতে অবস্থান করে বিভিন্ন দেশে শেখ হাসিনার ভার্চুয়াল বক্তব্য বাংলাদেশ ভালোভাবে নিচ্ছে না।

ঢাকা ডেস্ক

প্রবল গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরাতে ভারতকে চিঠি দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। কিন্তু এখন পর্যন্ত চিঠির জবাব দেয়নি নয়াদিল্লি। স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠছে যে, ভারত যদি ঢাকার পাঠানো চিঠির জবাব না দেয় সেক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ নিবে সরকার?

এ বিষয়ে ২৪ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বিকালে সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে কথা বলেছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মোহাম্মদ রফিকুল আলম।

এ সময় তিনি বলেন, শেখ হাসিনাকে ফেরাতে দিল্লিকে ২৩ ডিসেম্বর সোমবার কূটনৈতিকপত্র হস্তান্তর করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত আমরা সরকারি চ্যানেলে কোনো উত্তর পাইনি। ভারত সরকারের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করব। সে উত্তরের পর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

উত্তর না পেলে তাগাদাপত্র পাঠানোর কথা জানিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, নোট ভারবাল পুরো প্রক্রিয়ার অংশ। প্রত্যর্পণ

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

অভিবাসীদের কারণেই যুক্তরাষ্ট্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে

বিশেষ প্রতিনিধি

বিশ্বের বহু দেশে এখন জনসংখ্যা সংকুচিত হয়ে আসছে। এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ছে সে দেশগুলো। গত কয়েক দশক থেকে যুক্তরাষ্ট্রেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি সংকুচিত হয়ে আসছিল। ২০২৪ সালে অভিবাসনের প্রবাহ দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে গত ২৩ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা ৩৪ কোটি ছাড়িয়ে গেছে, যা মার্কিন জনগণনা ব্যুরোর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ ঊর্ধ্বগতির জন্য অভিবাসীদের অবদানই বেশি বলে সাম্প্রতিক তথ্যে দেখা গেছে। ২০২৩ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে দেশের জনসংখ্যা প্রায় ১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ২০০১ সালের পর সর্বোচ্চ।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক কেমন হতে পারে?

মন্তব্য প্রতিবেদন

ইব্রাহীম চৌধুরী

২০ জানুয়ারি ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বারের মতো মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করছেন। দক্ষিণ এশিয়ার উদীয়মান অর্থনীতির দেশ এবং বাণিজ্য, আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সাথে ট্রাম্পের আমেরিকার সম্পর্ক কেমন হতে পারে, এ নিয়ে সচেতন স্বদেশিদের মধ্যে আলোচনা প্রাধান্য পাচ্ছে। ট্রাম্পের 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতি এবং বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভিন্ন অবস্থান দুই দেশের সম্পর্ককে

ডোনাল্ড ট্রাম্প

কতটা প্রভাবান্বিত করবে, এ নিয়েও চলছে বিস্তর আলোচনা।

ট্রাম্প তার নির্বাচনি প্রচারণাই বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করা সহ আমেরিকার অভ্যন্তরে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন খাতে মার্কিন সাহায্যের খাত সংকুচিত করার কথা

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

দুর্ঘটনা না নাশকতা?

সচিবালয়ে ভয়াবহ আগুন

ঢাকা ডেস্ক

বুধবার মধ্যরাতে ভয়াবহ আগুনে প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনের চারটি তলা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসব তলায় অন্তত চারটি মন্ত্রণালয়ের দপ্তর আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে। ঘটনাটিকে রহস্যজনক বলছেন অনেকেই। আগুনে ছাই হয়ে গেছে নথিপত্র-কম্পিউটার ও আসবাবপত্র। বড়দিনের ছুটির পর মধ্য রাতের এই অগ্নিকাণ্ড নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। অনেকে ধারণা করছেন অগ্নিকাণ্ডের

ঘটনাটি নাশকতা হতে পারে। ঠিক কীভাবে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত তা পরিষ্কার হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের কেউ কেউ এই ঘটনা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ঘটনা তদন্তে একাধিক

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

ভারতকে জামায়াতের আমির

আপনাদের সম্মান করি, আপনারাও করুন

ঢাকা ডেস্ক

ভারতকে সম্মান করেন জানিয়ে তাদের কাছ থেকেও সম্মান আশা করেন বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। বৃহস্পতিবার সকালে খুলনার পাইকগাছায় গদাইপুর ফুটবল ময়দানে অনুষ্ঠিত পথসভায় প্রধান অতিথির

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

দলগুলোর আস্থা হারাচ্ছে ইউনূস সরকার?

জাতীয় নির্বাচন

জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সরকারের কথায় আস্থা কমছে বলে মনে হচ্ছে।

বিশেষ প্রতিনিধি

জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে সংশয় কাটছে না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সরকারের কথায় আস্থা কমছে বলেই বোঝা যাচ্ছে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ইতিমধ্যে আগামী নির্বাচনের

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

ব্যাপারে একটা ধারনা দিয়েছেন। তিনি ২০২৫-এর ডিসেম্বর অথবা ২০২৬-এর জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচনের কথা বলেছেন। তার প্রেস সেক্রেটারি অবশ্য

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

যে কারণে দ্রুত নির্বাচন চায় বিএনপি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবিতে একাট্টা হচ্ছে বিএনপিসহ মিত্ররা। আগামী বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন চায় দলগুলো। এজন্য দ্রুত সময়ের মধ্যে অগ্রাধিকার

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

আপনি যদি অসুস্থ ও শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি আপনার সেবার জন্য বাসায় সেবাদানকারী পেতে পারেন

আমরা CDPAP-এর নতুন গ্রাহক এবং এজেন্সি ট্রান্সফার সাদরে গ্রহণ করছি

এসেনসিয়াল হোম কেয়ার

ESSENTIAL HOME CARE

MOHAMMAD HOSSAIN ISTIAQUE, CEO

CDPAP প্রোগ্রাম এর অধীনে সেবাদানকারী হিসেবে আপনি আপনার সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশিসহ আপনার পছন্দের যে কাউকে নিয়োগ দিতে পারেন

- সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই
- CDPAP প্রোগ্রাম আপনার প্রিয়জনের বেতনভার বহন করবে
- আপনার পছন্দের মানুষ দিয়ে সেবা গ্রহণ করুন

Jamaica Office
170-10 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Tel : 917-300-6463, 516-744-7544
Fax : 517-744-7111
E-mail : support@essentialcareny.com

Jackson Heights Office
37-18, 73 Street, Suite # 202
Jackson Heights, NY 11373
Phone: 516-744-7544, 516-605-8123, 917-300-6463, Fax : 516-744-7111
E-mail: support@essentialcareny.com

Bronx Office
2165 Starling Ave
Bronx, NY 10462
Tel: 917-970-0056
Fax: 917-970-0058
E-mail : support@essentialcareny.com

Presidential & National Healthcare Champion Awardee

Home Care Agency and run by CIP Muhammad A Kader Bhuiyan (Shishir)

ALL COUNTY HOME CARE

CDPAP HHA PCA

allcountyhc@gmail.com
www.allcountyhealthny.com
718-593-0932

QUEENS • BRONX • BROOKLYN • SUFFOLK • NASSAU • MANHATTAN • STATEN ISLAND

Muhammad A Kader Bhuiyan (Shishir)
President & CEO

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US

চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস

Trusted Accounting and Tax Services

Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ
- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিসনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

ইনকাম ট্যাক্স
- INDIVIDUAL TAX RETURN
- CORPORATE TAX RETURN
- SMALL BUSINESSES TAX RETURN
- SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAD DRIVER)

একাউন্টিং ও বুককিপিং
- PAYROLL
- W2S, 1099S
- FINANCIAL STATEMENT
- SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com
73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

LIBERTY TRAVELS & TECH
AIR TICKET, WORLDWIDE MONEY TRANSFER

Our Other Services:
- PHOTOCOPY
- E-MAIL PRINT
- BANNER
- MONEY TRANSFER
- BUSINESS CARDS
- CUSTOM T-SHIRT
- FLYER
- A-SIGN
- CARGO
- FEDEX/UPS
- CELL PHONE
- MUG PRINTING

Mohammad K. Chishti, CPA

72-30 Roosevelt Ave, Jackson Hts, NY 11372. Cell: 347-448-6092, 518-699-2499

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস্ করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

৭ জানুয়ারি লন্ডন যাচ্ছেন খালেদা জিয়া

ঢাকা ডেস্ক

বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া উন্নত চিকিৎসার জন্যে আগামী ৭ জানুয়ারি লন্ডন যাচ্ছেন। ওইদিন রাত ১১টায় লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করার কথা রয়েছে তার।

ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী শর্মিলা রহমান, বিএনপি চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক, নার্স ও সহকারিসহ ১৫ জন খালেদা জিয়ার সফরসঙ্গী হিসাবে থাকছেন। বিএনপির দলীয় সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

বিএনপি নেত্রীর বিদেশে চিকিৎসার ব্যাপারে দীর্ঘদিনের আলোচনার পর অবশেষে সফরের এ তারিখ ঠিক করা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাঁর সফরকে নির্বিঘ্ন করতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নিয়েছে। বিগত সরকারের আমলে বিদেশে চিকিৎসার জন্য বারবার আবেদন করা হলেও নানা অজুহাতে সে আবেদন নাকচ করা হয়।

এর আগে গত ২৭ নভেম্বর আমেরিকান ভিসার জন্য দূতাবাসে ফিঙ্গার প্রিন্ট দেন বিএনপি চেয়ারপরসন খালেদা জিয়া। জানা যায়, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার চিকিৎসার জন্য ডিসেম্বরে যুক্তরাজ্য ও তারপর যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার কথা ছিল। ঢাকা থেকে লন্ডন হয়ে তিনি আমেরিকার হাসপাতালে চিকিৎসা নেবেন।

চিকিৎসকরা জানান, খালেদা জিয়াকে এমন এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে বিদেশে নেওয়া হবে, সেখানে সব ধরনের চিকিৎসা সহায়তার ব্যবস্থা থাকতে হবে। বর্তমান শর্ট ডিসেটেন্সে চার ঘণ্টায় যাওয়ার এয়ার অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে যা সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ডে রোগী নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু লন্ডন যেতে ১৪ ঘণ্টার লং ডিসটেন্স এয়ার অ্যাম্বুলেন্স পৃথিবীর কয়েকটি দেশে রয়েছে সেসব দেশের সাথে চিকিৎসকরা আলোচনাও করেছেন।

যুক্তরাজ্যে জিজ্ঞাসাবাদ টিউলিপ সিদ্দিককে

ঢাকা ডেস্ক

বাংলাদেশের অবকাঠামো প্রকল্প থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার পরিবার ও শেখ হাসিনার বোনের মেয়ে যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির মিনিস্টার টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় যুক্তরাজ্যে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন দেশটির কর্মকর্তারা।

মূলত দেশটির মন্ত্রিপরিষদ অফিসের ন্যায় এবং নৈতিকতা দল তাকে এই জিজ্ঞাসাবাদ করে।

২২ ডিসেম্বর রোববার রাতে এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে যুক্তরাজ্যের সংবাদপত্র সানডে টাইমস।

ব্রিটিশ এই সংবাদমাধ্যমটি বলছে, বাংলাদেশে একটি পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প থেকে নিজের পরিবারকে প্রায় ৪ বিলিয়ন পাউন্ড আত্মসাৎ করতে সহায়তা করার অভিযোগে মন্ত্রিপরিষদ অফিসের ন্যায় ও নৈতিকতা দল মন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

টিউলিপ সিদ্দিক ব্রিটেনের ক্ষমতাসীন লেবার মন্ত্রিসভার সদস্য। তিনি ইকনোমিক সেক্রেটারি টু দি ট্রেজারি অ্যান্ড সিটি মিনিস্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তার কাজ যুক্তরাজ্যের অর্থবাজারের ভেতরের দুর্নীতি সামাল দেওয়া। তবে টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে তার খালা ও বাংলাদেশের সদ্য ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য রাশিয়ার সঙ্গে একটি দুর্নীতির চুক্তিতে সাহায্য করার অভিযোগ রয়েছে।

অবশ্য টিউলিপ সিদ্দিককে ১৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তবে এই খবরটি সামনে আসে রোববার। অভিযোগ অনুযায়ী, রূপপুরের এই প্রকল্প থেকে ৩.৯ বিলিয়ন (৩৯০ কোটি) পাউন্ড সরিয়ে নেয় শেখ হাসিনার পরিবার ও তার মন্ত্রীরা।

সানডে টাইমস রোববার তাদের প্রতিবেদনে জানায়, টিউলিপ সিদ্দিক যুক্তরাজ্যের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমারের বন্ধু এবং তার নির্বাচনী এলাকার পাশের আসন হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড হাইগেইট আসনের প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি।

সংবাদমাধ্যমটি বলছে, দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ সামনে আসার পর টিউলিপ সিদ্দিক দেশটির মন্ত্রিপরিষদ অফিসের ন্যায় এবং নৈতিকতা দলের (পিইটি) প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠকে যোগ দিতে সম্মত হন। গত বৃহস্পতিবার পিইটি'র ঐ কর্মকর্তা টিউলিপ সিদ্দিকের অফিসে যান। পরে ঐ কর্মকর্তার কাছে ১০ বিলিয়ন পাউন্ডের রূপপুর প্রকল্পের দুর্নীতির সঙ্গে তার জড়িত থাকার অভিযোগের বিষয়ে জবাব দেন টিউলিপ।

টিউলিপ সিদ্দিক

প্রসঙ্গত, টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তিনি ২০১৩ সালে বাংলাদেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে রাশিয়ার সঙ্গে একটি চুক্তিতে মধ্যস্থতা করেছিলেন, যেখানে প্রকল্পের ব্যয় বাড়িয়ে ধরা হয়েছিল। মূলত টিউলিপ সিদ্দিকের খালা ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশন যে ব্যাপক তদন্ত শুরু করেছে তারই আওতায় পড়েছেন টিউলিপ সিদ্দিক।

দুদক শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানাসহ তাদের পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য এবং আওয়ামী লীগ সরকারের জ্যেষ্ঠ বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে। বাংলাদেশে মোট ২০ বছরের বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা শেখ হাসিনাকে স্বৈরশাসক হিসেবে দেখা হয়, তার সরকার কঠোরভাবে ভিন্নমত দমন করত।

ক্ষমতাচ্যুত হয়ে দেশ ছাড়ার পর থেকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অপরাধের অভিযোগ তুলছে। জুলাই-অগাস্টে আন্দোলন চলাকালে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধে' জড়িত থাকার অভিযোগে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে।

যাত্রা শুরু করেছে ওয়েবসাইট 'মাইবেস্টফ্লাইডটকম'

নিউইয়র্ক

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্কে প্রবাসীদের উন্নত মানের ট্রাভেল সেবা দেওয়ার অঙ্গীকারে প্রবাসের আলোচিত ট্রাভেল এজেন্ট গ্লোবাল ট্যুরের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করলো ওয়েবসাইট 'মাইবেস্টফ্লাইডটকম'। বৃহস্পতিবার (১৯ ডিসেম্বর) জ্যাকসন হাইটসের মামা'স পার্টি হলে ওয়েবসাইটির উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের সফলতা কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন ব্রঙ্কস মুসলিম সেন্টারের ইমাম মাওলানা আব্দুর রহমান খান। এসময় প্রজেক্টরের মাধ্যমে ওয়েবসাইটে গিয়ে সহজভাবে টিকেট কেনার পদ্ধতি প্রদর্শন করা হয়।

সাংবাদিক আশরাফুল হাসান বুলবুলের উপস্থাপনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আমিরাত এয়ারলাইন্সের ম্যানেজার মোহাম্মদ এন নোমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কাতার এয়ারওয়েজ বাংলাদেশের কমার্শিয়াল ম্যানেজার বাকসী মোহাম্মদ তৈয়ব ও ইথিউপিয়া এয়ারলাইন্সের সিনিয়র অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার এ্যানি খান।

প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী আলহাজ মোঃ শামসুদ্দীন বশির বলেন, আমাদের প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে গ্রাহক সেবা। সবসময় চেষ্টা করে আসছি যাতে গ্রাহকরা সঠিক সময়ে সঠিক সেবাটি নিতে পারেন। এই পদ্ধতিকে আরও সহজলভ্য ও নিশ্চিত করতে আমরা অনলাইন পোর্টাল 'মাইবেস্টফ্লাইডটকম'র আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করতে পেয়েছি। এখন ঘরে বসেই পৃথিবীর যেকোন প্রান্ত থেকেই আপনি আপনার টিকেট অনলাইনে খুব সহজেই ক্রয় ম করতে পারবেন।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান বিশ্ব পুরোপুরি ডিজিটালাইজড। আধুনিকত্বের ছোঁয়া এভিয়েশন শিল্পেও পড়েছে। আমরাও সেই আধুনিকতার ছোঁয়া আমাদের ব্যবসায়ী কার্যক্রমে নিয়ে আসতে পেরেছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশে ট্রাভেল এজেন্ট ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে আমাদের সেবাকে এগিয়ে নিচ্ছি।

তিনি জানান, যারা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে টিকেট কিনবেন তাদের জন্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিজয়ের মাস উপলক্ষে বিশেষ উপহার হিসেবে ১টি নিউইয়র্কের ডোমেস্টিক ফ্লাইটের টিকিটও আমরা প্রদান করছি।

অনুষ্ঠানে জ্যাকসন হাইটসের বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্টস ব্যবসায়ী, মিডিয়া কর্মী ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচন নিয়ে অধৈর্য হয়ে যাওয়া সরকারের কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করছে

ঢাকা ডেস্ক

আসিফ মাহমুদ

রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচন নিয়ে অধৈর্য হয়ে যাওয়ার কারণে সরকারের সংস্কার কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

মঙ্গলবার দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এই মন্তব্য করেন। এ সময় তিনি রাজনৈতিক দলগুলোকে সংস্কার কার্যক্রমে মতামত দিয়ে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, 'আমাদের আন্দোলনের এক দফা ছিল ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন ও ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ। সেই এক দফা বাস্তবায়নের জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে যে ধরনের সংস্কার প্রয়োজন, সরকার সেই এজেন্ডা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

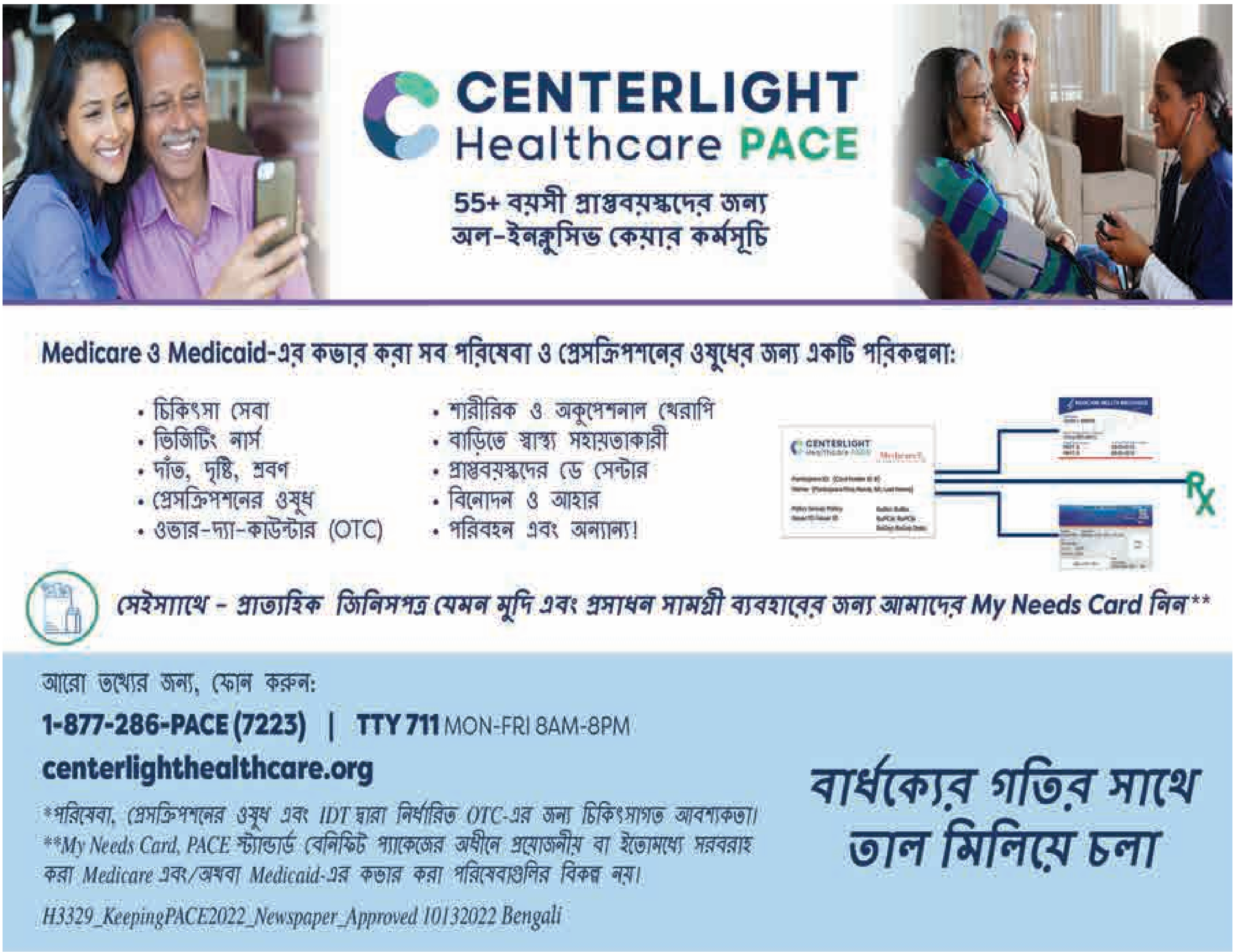

ভারতের ‘কিং শেফ’ অ্যাওয়ার্ড পেলেন খলিলুর

উত্তর আমেরিকা অফিস

ভারতের ‘দ্য কিং শেফ’ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের খলিল বিরিয়ানি হাউসের স্বত্বাধিকারী শেফ খলিলুর রহমান।

শুক্রবার (২০ ডিসেম্বর) রাতের ভারতের গুজরাটের গান্ধীনগর হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাকে এ অ্যাওয়ার্ড তুলে দেয়া হয়। ইন্টারন্যাশনাল প্লাটফর্মে তার সাথে আরো পুরস্কার পেয়েছেন জার্কাতার রয় লেসমানা ও বৈরুতের শেফ আম্মার মক্কি।

ইন্ডিয়ান ফেভারেট শো ‘খাদ্য খোরাক’ প্রতি বছর এই অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি ১৯-২২ ডিসেম্বর ফুড এক্সিবিশনের আয়োজন করে। ২০ ডিসেম্বর ছিল অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন শেফ অনিরুদ্ধ শেটি (দিল্লী), শেফ বিনোদ ভাট্টি (বেঙ্গালুর), শেফ ব্রিজেস পান্ডে (আহমেদাবাদ), শেফ সাইরিল ক্লিমেন্ট (হায়দ্ররাবাদ), মাস্টার শেফ লরেন্স গোমেজ (পুনে), শেফ অর্পন সিং (মধ্য প্রদেশ), শেফ হেমন্ত হান্দোরি (মুম্বাই)।

প্রসঙ্গত, খলিলুর রহমান এর আগে প্রেসিডেন্ট বাইডেন অ্যাওয়ার্ড, বৃটিশ কারী অ্যাওয়ার্ডসহ আরো অনেক আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তিনিই প্রথম বাংলাদেশি যিনি যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী ফুড হিসাবে ‘খলিল বিরিয়ানী হাউস’-এর ফ্রান্চাইজ পরিচালনার অনুমতি পেয়েছেন। সম্প্রতি তিনি ঢাকার মতিঝিলে ছয় হাজার বর্গফুট জায়গা নিয়ে চালু করেছেন খলিল কুলিনারী আর্টস সেন্টার।

হজ্বসেবা সহজ করতে জমজম ট্রাভেলের অনন্য উদ্যোগ

উত্তর আমেরিকা অফিস

দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়া থেকে হজ্বযাত্রা প্রত্যাশীদের নানা বিড়ম্বনার শিকার হতে হলেও হজ্ব সেবা সহজ করার অঙ্গীকার নিয়ে হজ্বযাত্রী রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরু করেছে নিউইয়র্কের জনপ্রিয় ট্রাভেল প্রতিষ্ঠান জমজম ট্রাভেল ইউএস। যে কোন দেশের নাগরিক, আমেরিকান পাসপোর্টধারী কিংবা আমেরিকার স্থায়ী বাসিন্দা হজ্বযাত্রার জন্য বিনা খরচে প্রাথমিক রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন বলে জানান জমজম ট্রাভেল কর্তৃপক্ষ। জমজম ট্রাভেলসের ওয়েবসাইটে থেকে যে কেউ প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সাবমিট করে সহজে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন।

প্রাথমিক রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শেষে আগামী জানুয়ারির ১০ তারিখ থেকে তিন বা চার ক্যাটাগরির হজ্বপ্যাকেজ লঞ্চ করবে প্রতিষ্ঠানটি। সেখান থেকে পছন্দমত ও সামর্থ অনুযায়ী একটা প্যাকেজ বেছে নেয়ার সুযোগ পাবেন হজ্বযাত্রা প্রত্যাশীরা। এছাড়াও বাংলাদেশ থেকে যদি কেউ হজে যেতে চায় তারাও জমজম ট্রাভেলের ঢাকাস্থ জিপিও ও মিডল বাড্ডার অফিসে গিয়ে সরাসরি রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন বলে জানান প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ।

জমজম ট্রাভেলসের চেয়ারম্যান মাহবুব আলম বলেন, কোভিড পরবর্তী সময় থেকে হজ্বযাত্রা প্রত্যাশীরা অনলাইনের মাধ্যমে সকল তথ্য দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে ও ওয়ালেটে রিচার্জ করেও অনেকে হজে যেতে পারেননি। সে ভোগান্তি থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে আমরা নুসুক এনলিস্টেড যে দেশগুলো আছে সে দেশগুলোর মানুষদের হজযাত্রা সহজ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। নুসুক অনুমোদিত ৩টা কোম্পানীর সাথে আমরা পার্টনারশিপ চুক্তি করেছি। ৩টা কোম্পানী থেকে আমাদের জন্য বরাদ্ধ রাখা নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষের হজযাত্রা আমরা নিশ্চিত করতে পারব।

তিনি আরও বলেন, হজ্বযাত্রা সহজ ও সাবলীল করতে আমাদের নুসুক থেকে এবং মিনিস্ট্রি অব হজ্ব থেকে অনলাইনের মাধ্যমে তারা গাইড করেছেন এবং ট্রেনিং করিয়েছেন। আশা করছি প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে মানুষের হজযাত্রা সহজ করতে পারব।

নিউইয়র্কবাসীকে সেবা প্রদানের রেকর্ড বছর ২০২৪: এরিক অ্যাডামস

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটির ১১০তম মেয়র হিসেবে এরিক অ্যাডামস্ তার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই শহরকে একটি অপরাধমুক্ত, নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন ও সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। ২০২৪ সালও তার ব্যতিক্রম ছিল না। এ বছর অপরাধের হার কমেছে, কর্মজীবী নিউইয়র্কবাসীর পকেটে তাদের প্রাপ্য ডলার ফিরে এসেছে, চাকরির বাজারে স্বাচ্ছন্দ ফিরে এসেছে এবং শহরের ছোট ব্যবসায়সহ সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন নির্মাণের রেকর্ড গড়েছে।

বছরের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) কমিউনিটি অপ:এড-এ এসব বিষয়ই তুলে ধরেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস্।

শহরের পুলিশ কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে অ্যাডামস্ বলেন, ‘নিউইয়র্ক এখনও আমেরিকার সবচেয়ে নিরাপদ শহর হিসেবে রয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, এ শহরে অপরাধের হার কমেছে; এই বছরে গুলিবর্ষণ, হত্যাকাণ্ড ও ট্রানজিট অপরাধের হার ছয় শতাংশেরও বেশি কমেছে। আমরা আমাদের রাস্তায় আরও পুলিশ কর্মকর্তা মোতায়েন করতে সক্ষম হয়েছি।

হিমাঙ্কের নিচে কবিতার উষ্ণতায় উনবাঙালের সভা

উত্তর আমেরিকা অফিস

‘মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত কবিতা’ - এই থিমের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে উনবাঙালের ৪৬তম সাহিত্যসভা। নির্ধারিত বিষয়ের ওপর বক্তব্য দেন সমকালীন বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ কবি কাজী জহিরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ। এ ছাড়াও ঢাকা থেকে আসা মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক বিজয় দিবসের মাসে অনুষ্ঠিত এই সভায় বাড়তি মাত্রা যোগ করেন। অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন নাট্যজন মুজিব বিন হক, সাহিত্যানুরাগী মুশফিক চৌধুরী, পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট রওশন হক।

উনবাঙালের প্রথা অনুযায়ী এ মাসের জন্য নির্বাচিত আবৃত্তি শিল্পী আহসান হাবিব, জিএম ফারুক খান ও দিমা নেফারতিতি মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত কবিতা আবৃত্তি করেন। এ মাসের নির্বাচিত কবি সুমন শামসুদ্দিন পড়ে শোনান তার রচিত তিনটি মুক্তিযুদ্ধের কবিতা। এ ছাড়া, স্বরচিত কবিতা পড়েন সোহেল হামিদ, এসএম মোজাম্মেল হক, মো. নজরুল ইসলাম, ইশরাত মিতা, রেণু রোজা, সৈয়দ রাব্বী। নিজেদের লেখা গল্প ও মুক্ত গদ্যাংশ পাঠ করেন কাওসার পারভীন চৌধুরী ও ইমাম চৌধুরী। আবৃত্তি করেন আদিত্য শাহীন, মুন্না চৌধুরী, ফরিদা ইয়াসমিন।

অনুষ্ঠানের শেষাংশে মো. নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে দুটি দেশের গান করেন উনবাঙালের সদস্যরা। এতে অংশ নেন সোহানা নাজনীন, ফরিদা ইয়াসমিন, চমক ইসলাম, ইশরাত মিতা, মোজাম্মেল হক, সৈয়দ রাব্বী, সুমন শামসুদ্দিন, কাওসার পারভীন চৌধুরী।

কাজী জহিরুল ইসলাম তার থিমেটিক বক্তব্যে অ্যালান গিন্সবার্গ, জর্জ হ্যারিসন, জোয়ান বায়েজের নাম উল্লেখ করেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর রচিত গান ও কবিতার জন্য।

তিনি বলেন গিন্সবার্গের কবিতা ‘সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড’ এবং জর্জ ও জোয়ানের ‘বাংলাদেশ’ গান আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আন্তর্জাতিক কমিউনিটির সমর্থম জুগিয়েছে। বাংলাদেশী কবিদের প্রায় সকলেই মুক্তিযুদ্ধের ওপর কবিতা লিখেছেন।’

জহিরুল ইসলাম আরো বলেন, ‘এখন আমরা যারা কবিতা লিখছি এবং শিল্প-সাহিত্যের চর্চা করছি, আমাদের আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানুষ হতে হবে, বিজয়ের মাসে এটিই হোক আমাদের অঙ্গীকার।’

আবু জাফর মাহমুদ জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন।

তিনি বলেন, ‘সুনির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশের শত্রুকে তা চিহ্নিত করে বাকী পৃথিবীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিশ্চিত করতে হবে।’

উনবাঙালের ঐক্য ও প্রত্যয়ের প্রশংসা করেন আবু জাফর।

মুজিব বিন হক বলেন, ‘আমরা সব সময় একজন বীরের প্রতীক্ষায় থাকি, এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, সবাইকেই বীর হয়ে উঠতে হবে।’

অতিথি ও সদস্যরা হিমাঙ্কের নিচে নেমে যাওয়া তাপমাত্রাকে তুচ্ছ করে নিজ হাতে তৈরি করা সুস্বাদু খাবারের পশরা নিয়ে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন উনবাঙাল সভার এই কাব্যিক মিলনমেলায়। শুদ্ধ শিল্পের নিবিড় চর্চা - উনবাঙালের এই স্লোগানে মোড়া কাব্যিক উষ্ণতা বিকাল চারটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত উষ্ণ রাখে অভ্যাগত সবাইকে। এখন থেকে উনবাঙাল সভা ব্যবস্থাপনা কমিটি সভা আয়োজনের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পালন করবেন মর্মে একটি কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করবেন মো. নজরুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক ইমাম চৌধুরী, সদস্য সচিব সুমন শামসুদ্দিন, সদস্য হিসেবে থাকবেন সৈয়দ ফজলুর রহমান, রওশন হক, সৈয়দ রাব্বী ও কাওসার পারভীন চৌধুরী।

সম্পাদকীয়

সড়ক দুর্ঘটনা ও তার প্রতিকার

বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা বর্তমানে একটি ভয়াবহ জাতীয় সংকটে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন পত্রিকা কিংবা সংবাদমাধ্যমে যে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর আমরা পাই, তা কেবল ক্ষুদ্র অংশ। বাস্তবতায় এর পরিমাণ আরও বেশি। প্রাণহানি, আহতদের দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক ক্ষতি এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মানসিক ও আর্থিক বিপর্যয়—এসব মিলে সড়ক দুর্ঘটনা আমাদের সমাজের জন্য এক ভয়ানক বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনার প্রকৃতি ও এর কারণ বিশ্লেষণ করে প্রতিকারের পথ খুঁজে বের করাই এখন সময়ের দাবি।

বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ফিটনেসবিহীন যানবাহন এবং অদক্ষ চালক। এমন বহু যানবাহন প্রতিদিন রাস্তায় চলছে, যেগুলো কোনোভাবেই নিরাপদ নয়। তদুপরি, অনেক চালকেরই প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নেই এবং তাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকার পরও সেগুলো বৈধ কিনা তা প্রশ্নবিদ্ধ। ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের ঘাটতি এবং লাইসেন্স ইস্যুতে অব্যবস্থাপনার ফলে সড়কে প্রতিদিন দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন অসংখ্য মানুষ।

দ্বিতীয়ত, বেপরোয়া গতি এবং ট্রাফিক আইন না মানার প্রবণতা সড়ক দুর্ঘটনার একটি বড় কারণ। চালকদের মধ্যে ট্রাফিক আইনের প্রতি অজ্ঞতা কিংবা ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞার কারণে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে। মহাসড়কে গতি নিয়ন্ত্রণে আধুনিক প্রযুক্তির অভাবও এ ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে।

তৃতীয়ত, দেশের সড়ক অবকাঠামোর মান অত্যন্ত নিম্ন। অধিকাংশ রাস্তাই নিয়মিত মেরামত করা হয় না, ফলে সেগুলো চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। তদুপরি, ট্রাফিক সিগন্যাল, রোড সাইন ও পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা না থাকায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি আরও বাড়ে। বিশেষত শহরাঞ্চলে যানজট এবং গ্রামীণ অঞ্চলে রাস্তার সরু ও খারাপ অবস্থার কারণে দুর্ঘটনা সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই সমস্যাগুলোর পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো প্রশাসনিক দুর্নীতি এবং তদারকির অভাব। ট্রাফিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে জবাবদিহিতার ঘাটতি এবং ঘুষের বিনিময়ে নিয়ম ভঙ্গকারীদের ছাড় দেওয়া—এসব প্রভাব সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ সমস্যার সমাধানে দীর্ঘমেয়াদী এবং কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। প্রথমত, অদক্ষ চালক এবং ফিটনেসবিহীন যানবাহন রোধে প্রশাসনিক উদ্যোগ নিতে হবে। ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে কঠোর নিয়মাবলী মেনে চলা এবং লাইসেন্স প্রাপ্তির আগে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ট্রাফিক আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করতে হবে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করতে হবে।

সড়ক দুর্ঘটনা কেবল প্রশাসনিক সমস্যাই নয়; এটি আমাদের সামগ্রিক সামাজিক ব্যবস্থার একটি বড় ঘাটতি। প্রতিকার নিশ্চিত করতে হলে প্রশাসন, জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিটি পক্ষের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে যে ক্ষতি আমরা এখন সহ্য করছি, তা প্রতিরোধযোগ্য।

দ্বিতীয়ত, সড়ক অবকাঠামো উন্নত করার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। রাস্তার মেরামত এবং সংস্কার নিয়মিত করতে হবে। পাশাপাশি, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা এবং ট্রাফিক সিগন্যাল, রোড সাইন, এবং পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি খাতের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, জনগণের মধ্যে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা অপরিহার্য। চালক, যাত্রী এবং পথচারীদের ট্রাফিক আইন মেনে চলার জন্য প্রশিক্ষণ ও প্রচারণা চালানো যেতে পারে। গণমাধ্যম, সামাজিক সংগঠন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এ বিষয়ে দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলা সম্ভব।

এ ছাড়া, সড়ক দুর্ঘটনার শিকারদের জন্য জরুরি চিকিৎসা সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি বড় সড়কে এম্বুলেন্স ব্যবস্থা চালু করা এবং দুর্ঘটনাস্থলে দ্রুত সেবা দেওয়ার জন্য বিশেষ দল গঠন করা প্রয়োজন।

সড়ক দুর্ঘটনা কেবল প্রশাসনিক সমস্যাই নয়; এটি আমাদের সামগ্রিক সামাজিক ব্যবস্থার একটি বড় ঘাটতি। প্রতিকার নিশ্চিত করতে হলে প্রশাসন, জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিটি পক্ষের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে যে ক্ষতি আমরা এখন সহ্য করছি, তা প্রতিরোধযোগ্য। যথাযথ পরিকল্পনা, কঠোর আইন প্রয়োগ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা একটি নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি। নিরাপদ সড়ক কেবল উন্নয়নের প্রতীক নয়, এটি একটি সভ্য ও মানবিক জাতির পরিচায়ক।

সংখ্যালঘুরা কেন রাজনৈতিক দলের দাবার ঘুঁটি হবে?

সুতপা বেদজ্ঞ

‘সংখ্যালঘু’ শব্দটি যেকোনো দেশের নাগরিকদের জন্য অবমাননাকর ও বেদনার। একই দেশে জন্মগ্রহণ করে একই জল-হাওয়ায় বড় হয়ে কখনও ধর্মীয় বিশ্বাস কখনোবা ত্বকের রং বা চেহারা বিবেচনায় মানুষকে যখন সংখ্যালঘু তকমা দেওয়া হয়, তা মানুষের মনোজগতে গভীর ক্ষত তৈরি করে। তা সত্ত্বেও পৃথিবীর দেশে দেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু নির্যাতন ও নিপীড়নের ঘটনা ঘটেই চলেছে। প্রায় সকল দেশেই সংখ্যালঘু ইস্যুকে রাজনৈতিক দল এবং যারা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন, তাঁরা তাঁদের স্বার্থে নানা কায়দায় ব্যবহার করে থাকেন। যদিও সকল দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণের ধরন ও প্রকৃতি এক নয়।

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার বেশির ভাগ উৎস হচ্ছে পুরোনো ঐতিহ্য, অর্থাৎ; বাপ-দাদা যে দল করেছে, সন্তানেরাও সেই দল করে, দলের আদর্শ-লক্ষ্য-কর্মসূচি তাদের কাছে বিবেচ্য বিষয় নয়। বাংলাদেশে বড় দুটি দলে গণতন্ত্র ও জবাবদিহির চর্চা কম থাকায় সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয় ব্যক্তিকে সামনে রেখে। মুক্তিযুদ্ধের পর আওয়ামী লীগ ছাড়া বিকল্প কোনো শক্তিশালী রাজনৈতিক দল না থাকায় সংখ্যালঘুরা এই দলের মধ্যেই তাদের মুক্তি খুঁজেছে।

পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি বা জাতীয় পার্টিকে দেশের জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কাছে টানার ক্ষেত্রে খুব একটা উদ্যোগী হতে কখনোই দেখা যায়নি। এর বাইরে এ ভূখণ্ডে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে, মানুষের অধিকার আদায়ে সবসময় সোচ্চার থাকার পরও বামদলগুলো সাধারণ মানুষের মনোযোগ আকর্ষণে ব্যর্থ হয়েছে। আওয়ামী শাসনের শেষ এক দশকে দেশে গণতন্ত্র চর্চার সংস্কৃতি সংকুচিত হওয়ায় এবং ভিন্নমত দমনের সুযোগে উগ্র ধর্মীয় রাজনীতি বিস্তার পেয়েছে। বড় দলগুলো জাতিগত ও সম্প্রদায়গত হিংসা প্রতিরোধে ভূমিকা নেওয়ার বদলে কখনো কখনো নিজেরাই হিংসা ছড়ানোর কারণ হয়েছে।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পূর্ববাংলা অঞ্চলের সনাতন ধর্মাবলম্বীরা ভয়-আতঙ্ক ও কিছু ক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হয়ে দেশত্যাগ করতে থাকে। এভাবে তারা সংখ্যালঘু হতে থাকে। স্বাধীনতার পর পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়–এমন কথা দেশের সর্বত্র প্রচারিত আছে। এর সত্যতাও আছে। আওয়ামী ও বিএনপি–এই দুই মেরুর বাইরে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনাকে অগ্রসর করে নিয়ে যাওয়ার মতো বিশ্বাসযোগ্য দৃশ্যমান কোনো রাজনৈতিক দল না থাকা এর অন্যতম কারণ। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আওয়ামী লীগ কথার মারপ্যাঁচে ভুলিয়ে দিনের পর দিন সংখ্যালঘুদের ভোটব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করেছে এবং সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ও মন্দের ভালো হিসেবে আওয়ামী লীগের বিকল্প বিএনপিকে ভরসা করতে পারেনি।

২০১৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন ও সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। একই সাথে বলা হয়েছিল ‘সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক সকল প্রকার আইন ও অন্যান্য অন্যায় ব্যবস্থার অবসান করা হবে। একইসাথে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি ও জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ ও তাদের সুষম উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।’ এসবই আসলে কথার কথা ছিল।

অন্যদিকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি তাদের ঘোষণাপত্রের ২নং পয়েন্টে ‘বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিষ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছে। ধর্ম, গোত্র, গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশি নাগরিকই তাই জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ও সমৃদ্ধি অর্জনের প্রয়াসে শরীক হয়ে এক মহান জাতীয়তাভিত্তিক শিলাদৃঢ় গণঐক্যের পত্তন করতে পেরেছেন। এই ঐক্যবোধকে আরও মজবুত করে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুরক্ষিত করা পার্টির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য’–এই কয়েকটি বাক্যের মধ্যে তাদের দায়িত্ব সেরেছে বলেই মনে হয়। যেহেতু বিএনপি তার গঠনতন্ত্র বা ঘোষণাপত্রে সংখ্যালঘু ইস্যুতে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলেনি, ফলে আওয়ামী লীগ যত জোরেশোরে বিএনপি সম্পর্কে নেতিবাচক প্রচারণা নিয়ে মাঠে থেকেছে, সংখ্যালঘুরা ততই ভয়ে বিএনপি থেকে দূরে সরে গেছে।

আওয়ামী শাসনের শেষ এক দশকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে আগুন দেওয়া কিংবা হামলার বেশ কিছু ঘটনা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনায় এসেছিল। ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর মধ্যরাতে ১৯টি বৌদ্ধবিহার ও প্রায় ৩০টি বসত ঘরে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে লুটপাটকারীরা। ২০১৩ সালে পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার বনগ্রাম বাজারে ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার পোস্টের অভিযোগে অর্ধশত হিন্দু বাড়িঘর ও মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ব্রাক্ষণবাড়িয়ার নাসিরনগরে ২০১৬ সালের ৩০ অক্টোবর ইসলামবিদ্বেষী ছবি পোস্ট করার অভিযোগে হিন্দুদের অন্তত ৫টি মন্দির ও বহু বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছিল।

২০২১ সালের আগস্টে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে খুলনার রূপসায় হিন্দু অধ্যুষিত শিয়ালি গ্রামে হামলা করে মন্দির ভাংচুরসহ নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল। ওই বছরেরই অক্টোবরে কুমিল্লার একটি পূজামণ্ডপে পবিত্র কোরআন পাওয়া এবং সেটিকে কেন্দ্র করে সহিংসতার জেরে চাঁদপুর, ফেনীসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় মন্দিরে হামলা ও পুলিশের সাথে হামলাকারীদের সংঘর্ষ হয়। ২০২২ সালের জুলাই মাসে নড়াইলের লোহাগড়ায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগ এনে হিন্দুদের দোকান-বাড়ি লুট করা হয়েছিল।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানিদের নির্যাতন নিপীড়নের প্রধান লক্ষ্য ছিল এ দেশের সনাতন ধর্মের জনগোষ্ঠী। স্বাধীন বাংলাদেশে স্বাধীনতার অর্ধ শতাব্দী পরেও আক্রমণ-নির্যাতনের প্রধান লক্ষ্য হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ। ১৯৯২-এ ভারতে বাবরি মসজিদ ভাঙার জেরে বাংলাদেশে খুন-ধর্ষণের শিকার হলো হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের হিসাব অনুযায়ী, ২০০১ থেকে ২০০২ এর মার্চ পর্যন্ত বহু হিন্দু পরিবারকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়। ১২৮টি উপজেলায় লুটপাটের ঘটনা ঘটে।

শুধু সনাতন ধর্মাবলম্বী নয় পাহাড়ের আদিবাসীরা নানাভাবে অধিকার বঞ্চিত। তাদের ভাষা-সংস্কৃতি হুমকির মুখে। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকায় এখন পর্যন্ত সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়নি। থেমে থেমে সংঘর্ষের ঘটনা চলমান।

এই যে বছরের পর বছর ঘটে যাওয়া এসব ঘটনার একটিরও বিচার প্রক্রিয়া অগ্রসর হয়নি। আগের কোনো সরকার যেমন করেনি, তেমনি টানা গত পনেরো বছর প্রচণ্ড দাপটে টিকে থাকা আওয়ামী লীগ সরকার তো করেইনি, বরং এসব ঘটনা আওয়ামী লীগের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া ঘটানো সম্ভব নয় বলেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করেন। বিচারহীনতা সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে তৎপর হতে সাহস জুগিয়েছে। তারা নিজস্ব স্বার্থে ধর্মীয় বা জাতিগত ইস্যুটিকে বারবার ব্যবহার করে সমাজে অস্থিরতা তৈরি করেছে।

পৃথিবীর দেশে দেশে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে নির্যাতন নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তি দিতে ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে জাতিসংঘ তার ঘোষণাপত্রে জাতীয় বা জাতিগত, ধর্মীয় বা ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার জন্য রেজ্যুলেশন গ্রহণ করে এবং মানবাধিকারের পরবর্তী সংস্করণে তা প্রচারের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৯৩ সালে ভারত ‘জাতীয় মাইনরিটি কমিশন’ গঠন করে। কিন্তু বাংলাদেশ সে পথে হাঁটেনি।

বাংলাদেশে স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল প্রায় শতকরা ২৯ জন। বর্তমানে তা শতকরা আট থেকে নয়জনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই যে ব্যাপকসংখ্যক মানুষের দেশত্যাগ, যা একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে হতাশার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। যারা কখনো দেশত্যাগ করতে চায়নি, তারাও অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দেশত্যাগ করেছে।

এ দেশের অধিকাংশ সনাতন ধর্মাবলম্বী এতকাল যে রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করেছেন, তাঁরা ভেবে দেখেছেন কী সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার স্বার্থে ওই রাজনৈতিক দল কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন? সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করতে যতটা তৎপর দেখা গেছে, নিজেদের জন্য সুরক্ষা কমিশন গঠনের ব্যাপারে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে কখনোই তেমন তৎপর দেখা যায়নি। কোনো সরকারের আমলেই সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ থেমে থাকেনি। সম্প্রদায়গত হামলার প্রতিকার কেন তারা গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা না করে প্রতিবেশী দেশে চলে যাচ্ছে, সেই মনস্তত্ত্ব খুঁজে বের করা বিশেষ প্রয়োজন।

আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে প্রতিবেশী ভারত ক্রমাগত অসহযোগিতা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে যাচ্ছে। তাদের কথাবার্তায় মনে হচ্ছে শেখ হাসিনা ও তাঁর দলই একমাত্র অসাম্প্রদায়িক ও শান্তিপ্রিয় দল। এ দেশের মানুষের কথা তারা বিবেচনায়ই নিচ্ছে না। তারা এটা বুঝতে চাইছে না, হাসিনার আমলে যে দম বন্ধ করা অগণতান্ত্রিক পরিবেশে আমরা বসবাস করছিলাম, সেখান থেকে বের হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না। ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানে নতুন বন্দোবস্তের একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই বন্দোবস্তে সংখ্যালঘু নয়, বরং এ দেশের নাগরিক হিসেবে অধিকার বুঝে নেওয়ার সময় হয়েছে। এখনই সময় ইতিবাচক মন নিয়ে এ সম্ভাবনা কাজে লাগানোর। দেশ থেকে চলে যাওয়া কোনো সমাধান নয়।

রাষ্ট্র সংস্কারের কাজ চলছে। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য প্রত্যেকটি সচেতন নাগরিকের অধিকার আছে এই সংস্কারের ভুল অংশ ধরিয়ে দেওয়ার। হাসিনার পতন ভারত কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। অন্তর্বর্তী সরকারকে অস্থির করতে একের পর এক চেষ্টা করে যাচ্ছে। সর্বশেষ ইসকন কাণ্ড নিয়ে দেশে যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে এবং সে ক্ষেত্রে ভারতের যে অবস্থান, তা মোটেই সুখকর নয়। এখনো যারা সামাজিক মাধ্যমে নেতিবাচক প্রচারে ব্যস্ত সময় পার করছেন, উসকানিতে কান পাতছেন, তাঁদের বুঝতে হবে–এসব করে দিন শেষে একরাশ হতাশা ছাড়া আর কোনো ফল হবে না। এ দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে হলে মিলেমিশে বসবাস করতে হলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ভারত নামক আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতে হবে।

জন্মভিটা মানুষের প্রাণের চেয়ে প্রিয়। সেই জন্মভিটা ছেড়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা দিনের পর দিন চোখের জল মুছতে মুছতে কেন দেশত্যাগ করবেন? সংখ্যালঘুরা কেন রাজনৈতিক দলের দাবার ঘুটি হবেন? সরকারি হিসাব অনুযায়ী, এখনো বাংলাদেশে ২ কোটি বা ততোধিক সনাতন ধর্মাবলম্বী বাস করছেন। সময় এসেছে তাদের ঘুরে দাঁড়াবার। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় ‘সংখ্যালঘু’ নামে যে সংস্কৃতি জাতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা থেকে বেরিয়ে আসতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ইতিবাচক মানুষদের এবং তরুণ প্রজন্মকে অবশ্যই সোচ্চার হতে হবে। সংখ্যালঘু পরিচয়ে নয়, জন্মসূত্রে এ দেশের নাগরিক হিসেবে পূর্ণ মর্যাদা ও গণতান্ত্রিকভাবে অধিকার আদায় করার এখনই সময়। যদি তা করা যায়, তবে আগামীর বাংলাদেশ হবে বৈষম্যমুক্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক মানবিক মর্যাদার।

লেখক: সাংস্কৃতিক কর্মী

বড়দিনের আনন্দ

রেভারেন্ড ফাদার স্ট্যানলী গমেজ

২৫ ডিসেম্বর খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীরা যারা ইংরেজীভাষী তারা পরস্পরকে “মেরি ক্রীসমাস”, স্প্যানিশ ভাষাভাষীরা “ফেলিস নাভিদাদ”, ইতালীয়রা “বন নাতাল”, ফরাসীরা “জয়ে নোয়েল” ও বাঙালিরা “শুভ বড়দিন” বলে সম্ভাষন করেন। সবাই যার যার ভাষা ও কৃষ্টি অনুযায়ী আনন্দ প্রকাশ করেন ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে কি কারণে ঐ দিনটিতে এত আনন্দ, এত উৎসব, এত শুভেচ্ছা বিনিময়। বাঙালির মনেও কৌতুহল জাগতে পারে শীত ঋতুর জন্য সূর্য্যের স্বল্পকালীন উপস্থিতিতে ২৫ ডিসেম্বর নিতান্তই ছোট্ট একটা দিন, কিন্তু ঐ দিনটিকে বলা হয় “বড়দিন”। এই আনন্দের কারণ কিন্তু ইদানীং কালের নয়, বরং দুই হাজার বৎসরের পুরানো একটা ঐতিহাসিক, আধ্যাত্মিক ও ঐশ্বতাত্মিক ঘটনার জন্য। ঐ দিন খৃষ্ট ধর্মের প্রবর্তক যিশু খৃষ্টের জন্মদিন। তার সব অনুসারীর জন্য ঐ দিন যেমন মহা আনন্দের দিন, তেমনি অন্যদের জন্যও আনন্দের কমতি নেই। বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ যেমন বাইবেল, কোরআন শরীফ, বেশ কিছু প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের ভবিষ্যত বাণী দুই হাজার পূর্বে উদিত একটি বিশেষ নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে এবং প্রবক্তা-পয়গম্বরদের উপদেশ বাণীতে এই আনন্দ বার্তা প্রচারিত হয়েছিল।

বাইবেলের নতুন নিয়মের (যা ঈঞ্জীল শরীফ নামেও পরিচিত) সাধু লুক রচিত মঙ্গল সমাচারে লিখিত আছে যীশু খ্রীষ্টের পুণ্যময় জন্ম সম্বন্ধে: স্বর্গদূত রাখালদের বললেন, ‘ভয় পেয়ো না। আমি এক মহা আনন্দের সংবাদ তোমাদের জানাতে এসেছি; এই আনন্দ জাতির সব মানুষের জন্যেই সঞ্চিত হয়ে আছে। আজ দাউদ নগরীতে তোমাদের ত্রাণকর্তা জন্মেছেন - তিনি সেই খ্রীষ্ট, স্বয়ং প্রভু। এই চিহ্নে তোমরা তাঁকে চিনতে পারবে: দেখতে পাবে কাপড়ে জড়ানো, জাবপাত্রে শোয়ানো এক শিশুকে।’ (লুক ২:১০-১২)

সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর তারই সৃষ্ট মানবের প্রতি তার পূর্ণ ভালবাসা দেখাতে এই পৃথিবীতে আগমন করলেন এক শিশুর বেশে, সর্বশক্তিমান এলেন শক্তিহীনভাবে, আঁধারের মাঝে আবির্ভূত হলেন আলো হিসেবে, দুঃখময় জীবনের মাঝে উপনীত হলেন মহা আনন্দের সংবাদ হয়ে। এই মহা আগমনের মাধ্যমে ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে দূরত্ব ঘুঁচে গেল, প্রবক্তা নবীদের ভবিষ্যত বাণী পূর্ণ হল, এমনকি মানুষের মাঝে ধূঁধূঁ তেপান্তর জনমন্ডলীতে রূপ নিল। এ জন্যই আধ্যাত্মিক শুদ্ধিকরণ, গির্জায় উপাসনায় অংশগ্রহণ, গৃহসজ্জ্যা, পারিবারিক মিলনমেলা, মুখরোচক নানা রকমের খাবার, নবান্নের পিঠা-পুলী, নতুন পোষাক, ক্যারল বা কীর্তনের সুরেলা মূর্ছনায় যীশু খ্রীষ্টের জন্মবার্তা ঘোষণা ইত্যাদির মাঝে শীত ঋতুর এই ছোট দিনটি হয়ে উঠেছে সকলের কাছে “বড়দিন”।

একটা শিশুর আগমনে যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে সমাজে, জনপদে, পরিবারে, ব্যক্তিগত জীবনে। শিশু অসহায়, মা-বাবার প্রতি নির্ভরশীল, তার ভবিষ্যত কেউ জানে না। কিন্তু বড়দিনের এই শিশু ভিন্ন, সে আনন্দ আননয়নকারী, যার আগমনের কথা মহর্ষিগণ প্রচার করেছিলেন বহুকাল আগে।

“কারণ এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য, এক পুত্র সন্তানকে দেওয়া হয়েছে আমাদের, তাঁর কাঁধে রয়েছে আধিপত্য ভার, তার নাম রাখা হল ‘আশ্চর্য মণ্ত্রণাদাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ।” (ইসাইয়া ৯:৫)

সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় প্রবক্তা ইসাইয়া ঘোষণা করেছিলেন, এই মহা আনন্দের বার্তা - যখন সময় পূর্ণ হবে তখন শান্তিরাজ আগমন করবেন এই মাটির পৃথিবীতে সকলের মাঝে শান্তি দিতে, পাপের অন্ধকার থেকে সকলকে আলোর জগতে আনতে এবং ঈশ্বর ও তার সৃষ্ট মানুষের মাঝে এক অবিচ্ছেদ্ধ বন্ধন তৈরী করতে। সেই বন্ধন বিস্তৃত থাকবে স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝে। প্রবক্তার সেই ভবিষ্যত বাণী পূর্ণ হয়েছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পুণ্যময় জন্মের মধ্য দিয়েই। কারণ যীশুই হলেন সকলের ‘আশ্চর্য মণ্ত্রণাদাতা’ ও তার কাঁধেই রয়েছে ’আধিপত্যভার’। এ জন্যই তার পূণ্য জন্মতিথিতে এত আনন্দ, এত মহোৎসব। রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, এমনকি হাড় কাঁপানো শীত কিংবা তুষারপাত সে আনন্দকে একটুও ম্রিয়মান করতে পারে না। বাঙালিদের মাঝে সেই আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটে নতুন ফসল ঘরে তোলার পর বহু প্রকার পিঠা-পুলীর আয়োজনে ও তা আত্মীয়-পরিজনসহ পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সহভাগিতার মাধ্যমে। এই দিনটিকে কেন্দ্র করে চলে আধ্যাত্মিক শুদ্ধিকরণ, গৃহসজ্জ্যা, নতুন পোষাক, রকমারী সুস্বাদু খাবার, পারিবারিক মিলন, কীর্তনের সুরেলা ঝংকার, ধর্মপল্লীতে বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি, স্মরণিকা বা ম্যাগাজিন প্রকাশ ইত্যাদি।

শান্তিরাজ খ্রীষ্ট যীশু সকলকে ঈশ্বরপ্রেমী হতে শিক্ষা দেন এবং শান্তি প্রচারে ও স্থাপনে প্রেরণা যোগান। তাই, সব ঈশ্বর-ভক্ত খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা এই শুভদিন পালন করেন শুধুই আনন্দ নিয়ে নয়, তারা এই দিন পালন করেন শান্তির দূত হিসাবে কাজ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে, দরিদ্র-অসহায়দের কাছে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এবং সকলের মাঝে মিলন বন্ধন স্থাপনের অনুপ্রেরণা নিয়ে। এ বছরের বড়দিনে আমাদের সবিনয় প্রার্থনা যেন আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশে যে সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে, তা যেন সফল হয় ও দেশ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে চলে এবং ক্ষুদ্র খ্রীষ্ট মন্ডলী যেন নিরাপদে থাকে; মার্কীণ যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিসহ সব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি যেন তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সুষ্ঠভাবে পালনে অবিচল থাকেন, ইউক্রেণ ও রাশিয়া এবং ইসরায়েল ও প্যালেষ্টাইনের মাঝে যুদ্ধের যেন অবসান হয়, সারা পৃথিবীতেই যেন শান্তি ও দেশে দেশে মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয়; ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যেন সুখময়তা সর্বদা বিরাজ করে এবং সর্বোপরি আমরা যেন শিশু যীশুর মতই নির্মল হৃদয় নিয়ে জীবন যাপন করি। মঙ্গলময় ঈশ্বর আমাদের সর্বদা তাঁর মঙ্গলাশীষে ঘিরে রাখুন। প্রথম আলো নিউ ইয়র্কের প্রকাশক, সম্পাদক মন্ডলী, সব লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপন দাতাসহ সকলকে জানাই “শুভ বড়দিন”।

লেখক : ঢাকায় জন্মগ্রহণকারী, হলি ক্রশ ও সেইন্ট যোসেফ স্কুল, নটরডেম কলেজ ও সিটন হল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, নিউ জার্সিবাসী, একজন রোমান ক্যাথলিক যাজক ও ধর্মবিষয়ক কলামিস্ট

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

NYS Department of Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতের ‘উদ্বেগ’

শামীম এ. জাহেদী

কল্পনা করুন, যদি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০২৪ সালের নভেম্বরে ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করত, যেখানে একটি শতাব্দী প্রাচীন মসজিদের আদালত নির্দেশিত জরিপকে কেন্দ্র করে সহিংসতায় কমপক্ষে চারজন সংখ্যালঘু মুসলিম পুলিশের গুলিতে নিহত হন। কিছু হিন্দু গোষ্ঠীর দাবি, মসজিদটি একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের স্থানে নির্মিত। এই বিষয়ে বাংলাদেশ উদ্বেগ প্রকাশ করলে, নয়াদিল্লি সম্ভবত সবচেয়ে কঠোর ভাষায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ঢাকাকে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অভিযোগ করত।

না, বাংলাদেশ তার নিকট প্রতিবেশী ভারতে ঘটে যাওয়া এ ধরনের উদ্বেগজনক ঘটনার প্রতি কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। হয়তো এই ঘটনাকে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবেই বিবেচনায় নেওয়া হয়। এর বাইরে, অন্তত গত ১০ বছরে ভারতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর দমন-পীড়ন থেকে হত্যার মতো অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে, তবুও সম্ভবত বাংলাদেশ কূটনৈতিকভাবে কোনো উদ্বেগ প্রকাশ করেনি।

২০২৪ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশের এক হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারের বিষয়ে ভারত ‘গভীর উদ্বেগ’ প্রকাশ করে প্রতিক্রিয়া জানায়। ভারত দাবি করে, এটি বাংলাদেশের হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের একটি বৃহত্তর প্রবণতার অংশ। তবে বাংলাদেশ এই গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে ভারতের বিবৃতির বিষয়ে চরম হতাশা প্রকাশ করে জানায়, এটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়।

বাংলাদেশি হিন্দু সন্ন্যাসীকে নিয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি আসলে একটি ধারাবাহিকতারই প্রতিফলন, যা ভারতীয় প্রশাসন শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী শাসনের পতনের পর থেকে গ্রহণ করেছে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ হাসিনার পতন হয়। তাঁর ১৫ বছরের শাসনকালে তিনি বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা ভেঙে ফেলেন, নিরাপত্তা বাহিনী ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে গুম করার প্রথা চালু করেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠদের ব্যাংক থেকে অর্থপাচারের সুযোগ করে দেন। এই শেখ হাসিনাই ভারতীয় প্রশাসনের সর্বদা বিশ্বস্ত মিত্র হিসেবে বিবেচিত। তাঁর স্বৈরাচারী শাসন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ার পর শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় চান, যা নয়াদিল্লি মঞ্জুর করে। তারপর থেকে তিনি সেখানেই অবস্থান করছেন।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শুধু উদ্বেগ প্রকাশ করেই থেমে থাকেনি; প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও বাংলাদেশের হিন্দুদের প্রতি তথাকথিত সহানুভূতি দেখানোর প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন।

উদাহরণ স্বরূপ, এ বছরের আগস্টের শেষ দিকে মোদি এক টুইটে বলেন, তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, যেখানে ইউক্রেন নিয়ে কথা হয়েছে এবং ‘বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, বিশেষ করে সেখানে সংখ্যালঘুদের, বিশেষত হিন্দুদের, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।’ তবে একই আলোচনার বিষয়ে হোয়াইট হাউসের বিবৃতিতে বাংলাদেশের কোনো উল্লেখ ছিল না।

হ্যাঁ, সংখ্যালঘুরা যা ধর্ম, ভাষা বা জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতেই বিবেচিত হোক না কেন, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মাত্রায় চাপে থাকে। এটি শুধু বাংলাদেশ বা ভারতের সমস্যা নয়।

২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারতের হিন্দুত্ববাদী দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) কি তাদের হিন্দু এজেন্ডা ছড়ানোর অভিযোগের মুখে পড়েনি? ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কি ১১০টি নির্বাচনী প্রচারে ইসলামবিদ্বেষী মন্তব্য করার জন্য সমালোচিত হননি?

সংখ্যাগুরুর দায়িত্ব হলো সংখ্যালঘুর সুরক্ষা দেওয়া। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা ও যত্নের ক্ষেত্রে ভারত ও বাংলাদেশ উচিত একসঙ্গে কাজ করা। তাদের অপ্রয়োজনীয় প্রকাশ্য বিবাদে জড়ানো উচিত নয়। এই দুই দেশের মধ্যে রয়েছে প্রায় চার হাজার কিলোমিটার সীমান্ত। আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে, দুই দেশের অনেক মানুষেরই সীমান্তের উভয় পাশে পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে। রয়েছে তাদের আত্মীয়-স্বজন।

প্রায়শই দেখা যায়, প্রতিটি দেশের চরমপন্থী রাজনীতিবিদরা জনসমর্থন পাওয়ার আশায় সংখ্যাগুরুদের খুশি করতে সংখ্যালঘুদের হেয় করে প্রকাশ্যে বিবৃতি ও ভাষণ দিয়ে থাকেন।

রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার নিয়ে সামাজিক পরিসরে আলোচনা জরুরিরাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার নিয়ে সামাজিক পরিসরে

বাংলাদেশের সঙ্গে একটি দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলতে, ভারতের উচিত সমতা ও পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে বন্ধুত্ব স্থাপন করা। এই নীতিই ঢাকা বারবার চেয়ে এসেছে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে।

আলোচনা জরুরি

মানবাধিকার মূলত একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় হলেও এটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্যও উদ্বেগের বিষয়, বিশেষ করে যেসব দেশ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বা সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে।

যেসব দেশ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে, তারা মানবাধিকার রক্ষা, সংরক্ষণ এবং তা বাস্তবায়নের দায়িত্বে আবদ্ধ। তাদের দায়িত্ব হলো ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলোকে অধিকার লঙ্ঘনের হাত থেকে সুরক্ষা দেওয়া এবং এমন নির্যাতন প্রতিরোধ ও মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যদি জাতীয় আইনগত ব্যবস্থাগুলো এই সমস্যাগুলোর সমাধান করতে ব্যর্থ হয়, তবে ব্যক্তিরা আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ পান।

প্রতিটি দেশ নজরদারির মধ্যে রয়েছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তার ২০২৪ সালের প্রতিবেদন বলেছে, “ভারত সরকার ২০২৩ সালে ধর্মীয় ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক ও হেয় করার নীতিমালা ও কার্যক্রম চালিয়ে তার বৈশ্বিক নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষাকে ক্ষুণ্ন করেছে।”

ধর্মীয় ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের হেয় করার মতো কর্মকাণ্ড মোকাবিলায় উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়ক হতে পারে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের গণতন্ত্রের মান অনেকটাই নিম্নগামী হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা ফ্রিডম হাউস ২০২১ সালে ভারতের মান একটি ‘মুক্ত গণতন্ত্র’ থেকে ‘আংশিক মুক্ত গণতন্ত্রে’ অবনমিত করেছে, আর সুইডেনভিত্তিক ভি-ডেম ইনস্টিটিউট ভারতকে ‘নির্বাচনী স্বৈরাচার’ বলে চিহ্নিত করেছে। দ্য ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ২০২০ সালের গণতন্ত্র সূচকে ভারতকে ৫৩তম স্থানে রেখে ‘ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র’ আখ্যা দিয়েছিল, যেখানে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ), জাতীয় নাগরিক নিবন্ধন (এনআরসি) এবং ভারত-শাসিত কাশ্মিরের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহারের মতো বিষয়গুলোকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। দ্য ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের ২০২৩ সালের গণতন্ত্র সূচকে ভারত ৪১তম স্থানে রয়েছে এবং এটি এখনো ‘ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র’ হিসেবে চিহ্নিত।

গণ-আন্দোলনের পর শেখ হাসিনার ভারতে আশ্রয় নেওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের একটি সুবর্ণ সুযোগ এখন সামনে এসেছে। শেখ হাসিনার শাসনকাল ক্রমান্বয়ে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে, বিশেষত ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের গভীরভাবে ত্রুটিপূর্ণ জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে।

ভারত নিজেই গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং সামগ্রিক সুশাসন সংক্রান্ত অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। তাই এই বিষয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করা ভারতের জন্য উপকারী হতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে, সার্ককে পুনরুজ্জীবিত করা একটি কার্যকর সূচনা হতে পারে, যা এই অঞ্চলে সহযোগিতা বাড়াতে ও শত্রুতা দূর করতে সাহায্য করবে। বিভাজনমূলক ও বৈষম্যমূলক নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) এবং জাতীয় নাগরিক নিবন্ধন (এনআরসি) ভারতের জন্য সহায়ক হবে না।

২৭টি দেশের সমন্বয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এমন একটি সংস্থা, যা একটি অভিন্ন মুদ্রা, সমন্বিত পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তা নীতির মাধ্যমে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংহতি অর্জন করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন কি দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মডেল হতে পারে না?

বিএনপির সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ও ভবিষ্যৎবিএনপির সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ও ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশের সঙ্গে একটি দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলতে, ভারতের উচিত সমতা ও পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে বন্ধুত্ব স্থাপন করা। এই নীতিই ঢাকা বারবার চেয়ে এসেছে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে।

আগরতলায় অবস্থিত বাংলাদেশের উপ হাইকমিশনে উগ্রপন্থীদের দ্বারা নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনায় বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের তলবের পর ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা সাংবাদিকদের বলেন, “ভারত-বাংলাদেশের বিস্তৃত ও বহুমুখী সম্পর্ক একটি বিষয়েই আটকে থাকতে পারে না।”

এখন সময় এসেছে ঢাকার জন্য অপেক্ষা ও পর্যবেক্ষণের কৌশল গ্রহণ করার, কারণ প্রণয় ভার্মা বলেছেন, “আমরা বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে প্রস্তুত এবং একসঙ্গে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”

Law Offices
এক্সিডেন্ট কেইসেস
মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম
917-282-9256
(To schedule appointment only)
বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION
- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার
Law offices of Timothy Bompart
37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Immigration Petitions & Adjustment of Status.
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ
B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B | L1A VISA
EB5 | E2 VISA
POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

সোনা চোরাচালানের অভিযোগে চট্টগ্রামে উড়োজাহাজ জব্দ

ঢাকা ডেস্ক

সোনা চোরাচালানের অভিযোগে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজ জব্দ করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে কাস্টমস গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বিমানটি জব্দ করেন।

এর আগে সকালে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আসে বোয়িং-৭৭৭-৩ই৯ (ইআর) মডেলের উড়োজাহাজটি। এরপরই একটি আসনের নিচ থেকে ২ কেজি ৩২০ গ্রাম ওজনের ২০টি সোনার বার জব্দ করে কাস্টমস গোয়েন্দারা। এ ঘটনায় ওই আসনের যাত্রী আতিয়া সামিয়াকেও গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বাড়ি রাজশাহীর বোয়ালিয়া থানা এলাকায়। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

শুল্ক গোয়েন্দার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোনার দাম প্রায় দুই কোটি ৬০ লাখ টাকা। আর উড়োজাহাজটির মূল্য আনুমানিক প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা। সবমিলে আটককৃত ১ হাজার ২ কোটি ৬০ লাখ টাকার বিষয়ে ন্যায় নির্ণয়ের জন্য চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কমিশনার বরাবর চিঠি দিয়েছে শুল্ক গোয়েন্দা।

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মো. মিনহাজ উদ্দিন জানান, গ্রেপ্তার আতিয়া সামিয়া সংযুক্ত আরব আমিরাতে 'ওশেন গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড জুয়েলারি' নামের একটি দোকানে বিক্রয়কর্মী হিসেবে কাজ করেন। দেশেও তিনি অনলাইনে সোনা বিক্রি করেন।

যে কারণে দ্রুত নির্বাচন চায় বিএনপি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভিত্তিতে নির্বাচনমুখী সংস্কার চান। বাকি সংস্কারগুলো পরে নির্বাচিত সরকার সংসদে আলোচনা করে চূড়ান্ত করার পক্ষে দলগুলো। এজন্য সংস্কারে বেশি সময় না নিয়ে অবিলম্বে নির্বাচনের সুস্পষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণা চান নেতারা। জানুয়ারির মধ্যে এ ঘোষণা দেওয়া না হলে যুগপৎ আন্দোলনের কথা ভাবা হচ্ছে।

তবে বিএনপিসহ রাজনৈতিক দলগুলো ড. মুহাম্মদ ইউনূস সরকারের ব্যর্থতাও চায় না। বিএনপি নেতারা মনে করেন, অন্তর্বর্তী সরকার ব্যর্থ হলে দেশে এমন প্রেক্ষাপট তৈরি হবে, যা নির্বাচনকে বিলম্বিত করতে পারে। এ বিষয়ে কয়েকটি দল ও মহলের কর্মকাণ্ড বিএনপি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। বিএনপি মনে করছে, কোনো কোনো মহল সরকারকে বেকায়দায় ফেলে ভিন্ন পরিস্থিতি তৈরি করতে চাচ্ছে।

রাজনৈতিক দলের নেতারা বলেন, মাঠের কর্মসূচি দেওয়ার লক্ষ্য হবে ভোটের আবহ তৈরি এবং সরকারের ওপর নির্বাচনি চাপ বাড়ানো। নির্বাচন নিয়ে বিএনপিসহ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নানা সংশয়-সন্দেহ তৈরি হয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে গত কয়েকদিন ধরে ২৯টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করেছে বিএনপি। প্রয়োজনীয় সংস্কার করে ২০২৫ সালের মধ্যেই নির্বাচন চায় দলগুলোর নেতারা। এসব বৈঠকে অংশ নেওয়া বিএনপির লিয়াজোঁ কমিটির এক সদস্য যুগান্তরকে বলেন, সভা-সমাবেশে যে যা-ই বলুক না কেন, ভোটের অধিকারের প্রশ্নে সব রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ। দীর্ঘ ১৫ বছর ভোটের অধিকারের জন্য লড়াই করতে হয়েছে। এখন সেই ভোটের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এখনো যদি ভোটের জন্য রাস্তায় নামতে হয়, তবে তা খুবই দুঃখজনক হবে।

এমন প্রেক্ষাপটে সোমবার ঠাকুরগাঁওয়ে এক জনসভায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বক্তব্যেও আন্দোলনের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। তিনি সভায় উপস্থিত জনগণের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা কি সত্যি সত্যি পরিবর্তন চান নাকি আবার ওই আওয়ামী লীগের নৌকায় ফিরে যেতে চান। যদি পরিবর্তন চান তবে ৫ আগস্ট আপনারা যেমন রাস্তায় নেমেছিলেন, আবারও ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাস্তায় নামতে হবে। ভোটের অধিকার, ভাতের অধিকার আদায়ের জন্য এবং ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য রাস্তায় নামতে হবে।'

জানতে চাইলে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, মানুষ কখন ভোট দিয়ে তাদের নির্বাচিত সরকার ও সংসদ গঠন করতে পারবে-সেটি সরকার স্পষ্ট করেনি বলেই জনমনে এক ধরনের সংশয় তৈরি হয়েছে। কোনো কোনো মহল নির্বাচন বিলম্বিত করার চেষ্টা করছে বলেই বিএনপি বারবার সরকারকে সতর্ক করছে।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ ইতোমধ্যে দলের অবস্থান পরিষ্কার করে বলেছেন, 'নির্বাচনমুখী প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলো প্রধানতম সংস্কার বলে মনে করি। এই সরকারের প্রধান ও প্রথম দায়িত্ব হলো-একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দেওয়া। আর সেজন্য কিছু আইনি সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও মাঠের সংস্কার দরকার আছে। আমরা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে দেখেছি, এ ক্ষেত্রে সংস্কারে চার থেকে ছয় মাসের বেশি সময় লাগার কথা নয়। সুতরাং অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান, গণতন্ত্রের যাত্রাপথে আমরা যেন কোনো কৌশল প্রয়োগ না করি। ভোটের জন্য সবাই অপেক্ষা করছে। তাই যত দ্রুত সম্ভব, নির্বাচনমুখী প্রয়োজনীয় সংস্কার সেরে ভোটের আয়োজন করতে হবে।'

আপনাদের সম্মান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

ভারতের প্রতি স্পষ্ট বার্তা দিয়ে জামায়াতের আমির বলেন, 'আপনাদের প্রতিবেশী হিসেবে আমরা সম্মান করি। আপনারাও আমাদের প্রতি সম্মান করুন। বাংলাদেশকে ও বাংলাদেশের জনগণকে সম্মান করতে শিখুন। ভারত থেকে চোখ রাঙিয়ে আর বাংলাদেশ শাসনের চিন্তা করবেন না। বাংলাদেশের মানুষ চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহস সঞ্চয় করেছেন।'

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমালোচনা করে জামায়াতের আমির বলেন, 'তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না, তিনি ছিলেন সেবাদাসী। এ জন্য তিনি দাসত্বের শৃঙ্খলে জনগণকে বন্দি করতে চেয়েছিলেন। আমাদের সন্তানদের নেতৃত্বে সেই শৃঙ্খল জাতি ভেঙে ফেলেছে।'

শফিকুর রহমান বলেন, 'দিল্লি বসে ষড়যন্ত্র করছে স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ও তাদের দোসররা। সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে হবে।'

এ সময় তিনি বিডিআর হত্যাসহ সকল হত্যা ও গুমের বিচার দাবি করেন। সকল দুর্নীতি, অর্থপাচার, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডেরও বিচার দাবি করেন জামায়াতের আমির। আগামীর বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার নেতৃত্ব যুব সমাজের হাতে তুলে দেওয়ারও আহ্বান জানান তিনি।

পাইকগাছা উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে পথসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ারসহ কেন্দ্রীয় নেতারা।

অভিবাসীদের কারণেই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তুলনামূলকভাবে, ২০২১ সালে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে আন্তর্জাতিক ভ্রমণে সীমাবদ্ধতার ফলে বৃদ্ধি ছিল মাত্র শূন্য দশমিক দুই শতাংশ, যা রেকর্ড সর্বনিম্ন।

২০২৪ সালে প্রায় ২৮ লাখ মানুষ অভিবাসনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে। এর পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল মানবিক কারণে যুক্ত হওয়া নতুন অভিবাসন গণনার পদ্ধতি। মার্কিন জনগণনা ব্যুরোর মতে, নেট আন্তর্জাতিক অভিবাসন গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ৮৪ শতাংশ অংশীদার। আন্তর্জাতিক অভিবাসনের এই ঊর্ধ্বগতি ২০২২ সালে ১৭ লাখ এবং ২০২৩ সালে ২৩ লাখ মানুষ যুক্ত হওয়ার ধারাবাহিকতা।

জনগণনা ব্যুরোর এক কর্মকর্তা ক্রিস্টিন হার্টলি জানান, "সরকারি ডেটা উৎসের উন্নত সংযোজন আমাদের গণনার পদ্ধতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এটি আমাদের সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক অভিবাসনের প্রভাব সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করছে।"

২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে জন্মের সংখ্যা মৃত্যুর চেয়ে প্রায় ৫,১৯,০০০ বেশি ছিল। যদিও এটি ২০২১ সালের রেকর্ড নিম্ন ১,৪৬,০০০ এর তুলনায় বেশি, তা এখনও আগের দশকের উচ্চ পর্যায়ের চেয়ে অনেক কম। ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল ছিল সর্বোচ্চ বৃদ্ধি পাওয়া অঞ্চল, যেখানে ১৮ লাখ মানুষ অভিবাসী হিসেবে যুক্ত হয়েছে।

টেক্সাস রাজ্য নতুন ৫,৬২,৯৪১ জন বাসিন্দা নিয়ে শীর্ষস্থান দখল করেছে, আর ফ্লোরিডা যুক্ত করেছে ৪,৬৭,৩৪৭ জন নতুন বাসিন্দা। অন্যদিকে, মিসিসিপি, ভারমন্ট এবং ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ছোট আকারের জনসংখ্যা হ্রাসের মুখোমুখি হয়েছে।

> ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে জন্মের সংখ্যা মৃত্যুর চেয়ে প্রায় ৫,১৯,০০০ বেশি ছিল। যদিও এটি ২০২১ সালের রেকর্ড নিম্ন ১,৪৬,০০০ এর তুলনায় বেশি, তা এখনও আগের দশকের উচ্চ পর্যায়ের চেয়ে অনেক কম।

২০২৪ সালের অভিবাসন বৃদ্ধির একটি অংশ ছিল বাইডেন প্রশাসনের মানবিক পারোল নীতির মাধ্যমে যুক্ত হওয়া লোকজন। যদিও এই নীতি রিপাবলিকানদের কাছ থেকে কঠোর সমালোচনার মুখে পড়েছে। ওয়াশিংটন ডিসি ভিত্তিক মাইগ্রেশন পলিসি ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, ২০২১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন মানবিক নীতির আওতায় ৫.৮ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে। তবে, অভিবাসনের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। জনগণনা ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩ সালে ১১ লাখ অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে। কিন্তু কংগ্রেশনাল বাজেট অফিস এই সংখ্যা প্রায় ৩৩ লাখ বলে বলছে। নতুন পদ্ধতিতে সংশোধনের পর, গত বছরের অভিবাসনের সংখ্যা ২৩ লাখ বলে জানানো হয়েছে।

অভিবাসনের ঊর্ধ্বগতি দেশটির জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও রাজনৈতিক বিতর্ক এবং গণনার পার্থক্যের কারণে এই ইস্যুতে জাতীয় নীতি প্রণয়নে সঠিক সমাধান বের করা সময়ের দাবি। যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন ব্যবস্থা উন্নয়নে আরও স্বচ্ছতা এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা জরুরি বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

দলগুলোর আস্থা হারাচ্ছে ইউনূস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এই সময়কে ২০২৬-এর জুন পর্যন্ত নিয়ে গেছেন। এরপরেও উপদেষ্টাদের, বিশেষ করে ছাত্র আন্দোলনের সাথে যারা সরাসরি যুক্ত ছিলেন তাদের নির্বাচন নিয়ে নানা কথায় বিভ্রান্ত বিএনপিসহ রাজনৈতিক দলগুলো।

অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বুধবার বলেছেন, শুধু নির্বাচন বা ভোটের জন্য জুলাই অভ্যুত্থানে এত মানুষ জীবন দেয়নি। আমরা ধারণা করছি, দুই হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন এবং প্রায় ২০ হাজারেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। শহীদ পরিবার এবং আহতেরাও সংস্কারের কথা বলছেন। তাই আমরা মনে করছি সংস্কার জরুরি।

উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ এ কথা বলেছেন উত্তরের জেলা ঠাকুরগাঁওয়ে। সেখানেই একদিন আগে বিএনপির মহামচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, জনগণের নির্বাচিত পার্লামেন্ট দিয়ে দেশ পরিচালনা করতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় আছে বলে আমার জানা নেই। উপদেষ্টা ও বিএনপির মহাসচিবের কথায় নির্বাচন নিয়ে মতপার্থক্য ও দ্বন্দ্ব স্পষ্ট।

তাই অন্তর্বর্তী সরকার ঘোষিত সময় নয় দ্রুত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য একজোট হচ্ছে বিএনপি ও এর মিত্ররা। আগামী বছর যত দ্রুত যেন নির্বাচন হয় এবং তা যেন কোনোভাবেই ডিসেম্বর ছাড়িয়ে না যায়–এমনটাই চায় তারা। সংস্কারের কথা বলে নির্বাচন পেছানোর কোনো সুযোগ সরকারকে এই রাজনৈতিক দলগুলো দিতে চায় না। তারা চায় সুস্পষ্ট ঘোষণা। না হলে জানুয়ারি বা এরপর একসাথে আন্দোলনে নামতে পারে।

বিএনপি গত কয়েক দিনে দেশের প্রায় ৩০টি রাজনৈতিক দলের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে। বিএনপি নেতাদের দাবি, সভা-সমাবেশে যে যা-ই বলুক না কেন, ভোটের অধিকারের প্রশ্নে সব রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ। তবে এখনো বিএনপি ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো ইউনূস সরকারের ওপর থেকে সমর্থন তুলে নিতে চায় না। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোকে বেকায়দায় ফেললে সেটা তারা মেনে নেবে না।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্ররা নিজেদের রাজনৈতিক দল গঠন করতে চলেছে বলে শোনা যাচ্ছে। নতুন বছরের শুরুতে এই দল আসতে পারে। বিএনপি ও অন্যরা ছাত্রদের রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে না। কিন্তু সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার এই নতুন দল ক্ষমতার যাওয়ার চেষ্টা করলে তারা মেনে নেবে না। এখানেই সমস্যার সূত্রপাত। বৈষম্যবিরোধী ছাত্ররা দল গুছিয়ে নিতে পর্যাপ্ত সময় চায়। কিন্তু বিএনপিসহ অনেক দলই এই সময় দিতে রাজি না।

নাম না করে এই ছাত্রদের সতর্ক করে মির্জা ফখরুল বলেছেন, 'আপনারা কি সত্যি সত্যি পরিবর্তন চান নাকি আবার ওই আওয়ামী লীগের নৌকায় ফিরে যেতে চান। যদি পরিবর্তন চান তবে ৫ আগস্ট আপনারা যেমন রাস্তায় নেমেছিলেন, আবারও ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাস্তায় নামতে হবে। ভোটের অধিকার, ভাতের অধিকার আদায়ের জন্য এবং ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য রাস্তায় নামতে হবে।' এ ব্যাপারে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, কোনো কোনো মহল নির্বাচন বিলম্বিত করার চেষ্টা করছে বলেই বিএনপি বারবার সরকারকে সতর্ক করছে।

গণতন্ত্র মঞ্চের সমন্বয়ক সাইফুল হক বলছেন, অনেকে বলার চেষ্টা করে সংস্কার শেষ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন নয়। যা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। আমরা চাই না ভোটের অধিকারের জন্য আবার বিরোধী দলগুলো রাস্তায় নামুক।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ দলের অবস্থান পরিষ্কার করে বলেছেন, 'নির্বাচনমুখী প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলো প্রধানতম সংস্কার বলে মনে করি। এই সরকারের প্রধান ও প্রথম দায়িত্ব হলো-একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দেওয়া। আর সেজন্য কিছু আইনি সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও মাঠের সংস্কার দরকার আছে। আমরা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে দেখেছি, এ ক্ষেত্রে সংস্কারে চার থেকে ছয় মাসের বেশি সময় লাগার কথা নয়।'

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার নির্বাচন নিয়ে একটি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, রাষ্ট্রের সব বিভাগের সংস্কার এই সরকারের সময় হবে না। এটা করতে গেলে অনেক সময় এবং বছর লাগবে। আমরা চাচ্ছি নির্বাচন নিরপেক্ষ করতে ইলেকশন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরকারের যেসব বিভাগ জড়িত সেগুলো সংস্কার হোক। সে সংখ্যাটা কম এবং সেটা এর মধ্যে হওয়া সম্ভব। রাজনৈতিক এখন চাইছে নির্বাচন দ্রুত দেওয়া হোক এবং অন্তর্বর্তী সরকারের ছত্রছায়ায় যেন কোনো কিংস পার্টি গড়ে না ওঠে।

ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বলে আসছেন। বাংলাদেশের গার্মেন্ট খাতের অন্যতম প্রধান ক্রেতা আমেরিকা। এ খাতে শুল্ক বৃদ্ধিসহ বাণিজ্য ভারসাম্যের দরকষাকষিতে পড়লে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে।

দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন নীতির যে পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তার প্রভাব বাংলাদেশের উপর পড়বে। বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগিতা, স্বাস্থ্য , শিক্ষা এবং মার্কিন বৈদেশিক সাহায্যের বিরূপ প্রভাব বাংলাদেশে পরতে পারে বলেও আশঙ্কার কারণ রয়েছে।

জঙ্গিবাদ দমনে বাংলাদেশের সাথে অংশীদার হয়ে যুক্তরাষ্ট্র কাজ করছে দীর্ঘদিন থেকে। বাংলাদেশে গণতন্ত্র , মানবাধিকার - এসবের বাইরে জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় বাংলাদেশের সাথে মার্কিন সম্পর্ক আরও দৃঢ় হতে পারে বলেও মনে করার কারণ রয়েছে। মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের জন্য মার্কিন নীতি সবসময়ই নিজেদের রাজনৈতিক কৌশল থেকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বাইডেন প্রশাসন ঢালাওভাবে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের বিষয় নিয়ে বিশ্বজুড়ে তৎপর থাকতে দেখা গেছে। আসছে ২০ জানুয়ারির পর ট্রাম্প প্রশাসনের আমলে এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যাবে।

রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে বাংলাদেশের পদক্ষেপ ট্রাম্পের সময়ে কতটা গুরুত্ব পাবে, এ নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং চীনের প্রভাব মোকাবেলাই হবে দক্ষিণ এশিয়ায় ট্রাম্পের রাজনৈতিক কৌশল।

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ আমেরিকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দেশ। ট্রাম্প প্রশাসন বাংলাদেশে অধিক বিনিয়োগ এবং নিরাপত্তা খাতে নিবিড় অংশীদারিত্বের মাধ্যমে চীনকে মোকাবেলার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন মহল কোনো ধরনের কর্মকৌশলে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করবে, তার উপরও নির্ভর করছে আগামী দিনে দুই দেশের সম্পর্কের উঠানামা।

যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতের প্রভাব উপেক্ষা করা যায় না। যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে একটি সেতু বা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের নিজস্ব কৌশলগত স্বার্থ, যার মধ্যে চীনের প্রভাব মোকাবিলা অন্তর্ভুক্ত, যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রাধিকারের সাথে সংগতিপূর্ণ। ভারতের অংশগ্রহণে যৌথ প্রচেষ্টার মধ্যে থাকতে পারে অবকাঠামো উন্নয়ন, আঞ্চলিক সংযোগ প্রকল্প এবং সমন্বিত সন্ত্রাসবাদবিরোধী পদক্ষেপ। যদিও বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভারত এমন সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করবে বলে মনে করার কোনও কারণ নেই। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনকে ভারত নিজেদের পরাজয় মনে করছে। পতিত নেতা শেখ হাসিনাসহ আওয়ামীলীগের শীর্ষ অনেক নেতাকেই ভারত আশ্রয় দিয়েছে। ভারতের বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে আওয়ামীলীগের অবস্থানকে এড়িয়ে ভারতের বর্তমান মোদী সরকার বাংলাদেশের সাথে কী আচরণ করে, এ নিয়ে অনিশ্চয়তা সহজে দূর হচ্ছে না।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ে ভারতের ভূমিকা জটিলতাও সৃষ্টি করতে পারে। বাংলাদেশ প্রায়ই ভারত ও চীনের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করে, এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতের মধ্যস্থতায় অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা বাংলাদেশের কূটনৈতিক নমনীয়তাকে সীমিত করতে পারে। এই ত্রিমুখী সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য সকল পক্ষেরই সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন হবে।

বর্তমান রাজনৈতিক বৈরিতার জের ধরেই বাংলাদেশ ক্রমাগত একটি জঙ্গি দেশ হয়ে যাচ্ছে বলে ভারত প্রচারণা চালাতে পারে। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা অনিরাপদ এবং তাদের দমন নিপীড়ন করা হচ্ছে বলে ভারতের সংবাদমাধ্যম ক্রমাগত প্রচারণা চালাচ্ছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে ভারত এমন অভিযোগ উত্থাপন করে যুক্তরাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক মহলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করতে পারে। এসবের কিছু আলামত এরমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সির অধীনে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্কের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক, নিরাপত্তা এবং কৌশলগত স্বার্থের সূক্ষ্ম ভারসাম্যের উপর নির্ভর করবে। কিছু অনিশ্চয়তা, পারস্পরিক সুবিধা এবং ভাগ করা লক্ষ্যগুলো অব্যাহত সম্পৃক্ততার মধ্যে এ ভিত্তি বিদ্যমান। বাংলাদেশের জন্য এই সম্পর্ক পরিচালনা করার জন্য প্রোঅ্যাকটিভ কূটনীতি, যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রাধিকারগুলোর সাথে কৌশলগত সামঞ্জস্য এবং বৈশ্বিক রাজনীতির পরিবর্তনশীল গতিশীলতার সাথে খাপ খাওয়ানোর প্রস্তুতি প্রয়োজন। নিজের কৌশলগত অবস্থান এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে, বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তার অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী করার সুযোগ থাকবে।

ভারত চিঠির জবাব না দিলে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চুক্তি অনুযায়ী চিঠির উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। এটা নির্ভর করে বিষয়ের ওপর।

তিনি আরও বলেন, ভারতে অবস্থান করে বিভিন্ন দেশে শেখ হাসিনার ভার্চুয়াল বক্তব্য বাংলাদেশ ভালোভাবে নিচ্ছে না, এই বিষয়টিও দেশটির সরকারকে জানানো হয়েছে। ভারতকে দেওয়া চিঠির বিষয়ে সাবেক রাষ্ট্রদূত এম সফিউল্লাহ যুগান্তরকে বলেন, আন্দোলনের মূল বিষয় ছিল শেখ হাসিনা যে গণহত্যা করেছে, অর্থ লুটপাট করেছে, অর্থসম্পদ বিদেশে নিয়ে গেছে তার বিচার হতে হবে। তিনি এবং তার মন্ত্রীরা সবাই বলতেন কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নন। সেই হিসেবে শেখ হাসিনার বিচারের জন্য তাকে প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল থেকেও তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য বলা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে শতাধিক হত্যা এবং অন্যান্য মামলা আছে।

তিনি বলেন, শেখ হাসিনাকে তার বিচারের জন্য দেশে আসতে হবে। উপস্থিত থাকুক। প্রয়োজনে ডিফাইন করুক। সরকারিভাবেই যেহেতু শেখ হাসিনা ভারতে আছে সেহেতু বাংলাদেশ ভারতের কাছে তাকে ফেরত পাঠানোর জন্য বলেছে। নোট ভারবাল দেওয়া হয়েছে। ভারত সেটি স্বীকারও করেছে। ভারত হঠাৎ করেই হয়তো কোনো উত্তর দেবে না। সময় নেবে না। হয়তো নানাভাবে বিষয়টিকে স্টাডি করবে। করার পর একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তারা এ বিষয়ে উত্তর দেবে বলে আমরা আশা করি।

তিনি বলেন, সাধারণত দেশ থেকে দেশে এ ধরনের বিষয়ে উত্তর দেওয়া হয়। উত্তর সন্তোষজনক হোক বা না হোক উত্তর দেওয়ার বাধ্যবাধকতা আছে। এদিকে রোহিঙ্গা ইস্যুতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মোহাম্মদ রফিকুল আলম বলেন, মিয়ানমার থেকে নতুন করে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বিজিবিসহ সব সংস্থা সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

বাংলাদেশে যাতে পোল্যান্ডের দূতাবাস চালু করা যায়, এ জন্য দেশটির সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলেও জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র। এছাড়া জানুয়ারি মাসে যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফরে আসবে বলে জানান রফিকুল আলম।

দুর্ঘটনা না নাশকতা?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে আগামী তিনদিনের মধ্যে প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বুধবার দিবাগত রাত ১টা ৫২ মিনিটে আগুন লাগার তথ্য পায় ফায়ার সার্ভিস। তাদের ১৯টি ইউনিটের দীর্ঘ চেষ্টায় বৃহস্পতিবার সকালে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন নেভানোর সময় সচিবালয়ের পাশের রাস্তায় ট্রাকচাপায় ফায়ার ফাইটার সোহানুর জামান নয়নের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছেন আরও দুইজন ফায়ার ফাইটার। আগুনের ঘটনা গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করতে সরকারের প্রতি পরামর্শ দিয়েছে বিএনপি, জামায়াতসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। আগুনের ধরন দেখে নাশকতার বিষয়কে গুরুত্ব দিচ্ছেন অনেকে। বলা হচ্ছে- কোনো পক্ষ নথিপত্র ধ্বংস করে দেয়ার জন্য এই চেষ্টা চালাতে পারে। আগুন লাগার পর প্রথমে ভবনটির দুই পাশের ভিন্ন তলায় আগুন জ্বলতে দেখা যায়। অনেকে বলছেন, বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে আগুন ধরলে সেটা একস্থান থেকে হতে পারে। কিন্তু ভবনের দুই পাশের ভিন্ন তলায় আগুন সন্দেহ তৈরি করেছে। কয়েকদিন ধরে প্রশাসন ও অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্যে পাল্টাপাল্টির মধ্যে সচিবালয়ে আগুনের ঘটনা ঘটলো। বড়দিনের ছুটিতে বুধবার প্রশাসন ক্যাডারের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তারা সভা করে প্রশাসন সংস্কার কমিটির প্রধানের পদত্যাগ দাবি করেন। গতকাল অন্যান্য ২৫ ক্যাডারের কর্মকর্তারাও সারা দেশে মানববন্ধন করেছেন। সচিবালয়ে আগুনের পর ক্যাডার কর্মকর্তাদের এই পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি নিয়েও নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এতে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। আগুনের ঘটনায় ঘাপটি মেরে থাকা কোনো পক্ষের দোসররা জড়িত থাকতে পারে এমনটিও সন্দেহ করছেন অনেকে।

এ ঘটনাকে ‘ষড়যন্ত্র’ হিসেবে দেখছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ। তার ফেসবুক পেজে এক স্ট্যাটাসে লেখেন, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের বিগত সময়ে হওয়া অর্থলোপাট, দুর্নীতি নিয়ে আমরা কাজ করছিলাম। কয়েক হাজার কোটি টাকা লুটপাটের প্রমাণও পাওয়া গিয়েছিল। আগুনে কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এখনো জানা যায়নি। আমাদেরকে ব্যর্থ করার এই ষড়যন্ত্রে যে বা যারাই জড়িত থাকবে তাদের বিন্দু পরিমাণ ছাড় দেয়া হবে না।

আগুন পরিকল্পিতভাবে লাগানো হয়েছে বলে মনে করেন সচিবালয়ের কাছে থাকা এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, সুনিশ্চিতভাবে ধরে নিতে পারেন এটা সুপরিকল্পিত। সচিবালয়ের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন এক প্রত্যক্ষদর্শী। উষ্মা প্রকাশ করে তিনি বলেন, সচিবালয়ের ভেতরে একশ’ থেকে দেড়শ’ সিকিউরিটি গার্ড থাকেন। আগুন লাগার পর কি একজনেরও চোখে পড়েনি। এটা কীভাবে সম্ভব। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর সকাল ৯টার দিকে সচিবালয়ে উপস্থিত হন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। সেখানে এক ব্রিফিংয়ে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ভেতরে আমরা দেখবো। পুরো সার্চ করে কোনো কিছু পাওয়া যায় কি-না দেখা হবে। নাশকতা কি-না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তদন্ত হওয়ার পর বিষয়টি জানা যাবে।

অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল বলেন, বুধবার দিবাগত রাত ১টা ৫২ মিনিটে আমাদের কাছে খবর আসে সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনে আগুন লাগে। ১টা ৫৪ মিনিটের মধ্যে আমাদের ইউনিট পৌঁছে যায়। একে একে ২০টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। তবে ফায়ার সার্ভিসের গাড়িগুলো সচিবালয়ের গেটের মধ্যে ঢোকাতে অনেক বেগ পেতে হয়। পরে সচিবালয়ের গেট ভেঙে দু’টি বড় গাড়ি ভেতরে ঢোকানো হয়। ২১১ জন ফায়ার সার্ভিস কর্মীর সমন্বিত প্রচেষ্টায় ৬ ঘণ্টা পর সকাল ৮টা ৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে আগুন পুরোপুরি নেভে দুপুর পৌনে ১২টার দিকে। তিনি বলেন, আগুনটা মূলত লেগেছে ৭ নম্বর ভবনের ৬ষ্ঠ তলায়। আগুন নিচের দিকে না এসে উপরের দিকে উঠে যায়। তাই ভবনের নিচের অংশে তেমন ক্ষতি না হলেও উপরের ৬, ৭, ৮ ও ৯ এই চারটি ফ্লোর পুড়ে গেছে। ষষ্ঠ ও সপ্তমতলা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ লাইন দিয়ে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই দুর্ঘটনা এড়াতে সাময়িকভাবে বিদ্যুৎ বন্ধ রাখা হয়েছে।

সরেজমিন দেখা যায়, আগুনে পুড়ে গেছে সচিবালয়ের ৯তলাবিশিষ্ট সাত নম্বর ভবনের ৬ থেকে ৯তলা পর্যন্ত চারটি ফ্লোর। ভবনের ছয়তলায় রয়েছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সাত তলায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (একাংশ), আট তলায় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (একাংশ) এবং অর্থ মন্ত্রণালয় (একাংশ) ছিল। এছাড়া নবম তলায় রয়েছে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের একাংশ। আগুন লেগে পুড়ে যাওয়া ভবনটিতে থাকা সকল দপ্তরের কাজ আপাতত সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। দপ্তরগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের অফিসে প্রবেশের জন্য সকাল থেকে এসে অপেক্ষা করলেও সচিবালয়ের মূল গেট দিয়ে কাউকেই ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। ৫ নম্বর গেট দিয়ে সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ভেতরে প্রবেশ করতে পারেন। তবে ৪ নম্বর ভবন ছাড়া অন্য কোনো ভবনে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় কার্যত সকল কাজ বন্ধ রয়েছে প্রশাসনিক এই সদর দপ্তরের। তাই যারা ভেতরে প্রবেশ করেছেন তারাও কিছুক্ষণ পর বাইরে বের হয়ে আসেন। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ভেতরে ঢোকার সুযোগ পেলেও কোনো কক্ষেই প্রবেশ করা যাচ্ছে না। পুরো সচিবালয় বিদ্যুৎহীন। কিছু স্থানে জেনারেটর চললেও অধিকাংশ স্থানে অন্ধকার পরিবেশ।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের এক কর্মচারী বলেন, আমাদের মন্ত্রণালয়ের একাংশ পুড়ে গেছে। পুরো ভবন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আছে। আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে এসেছি। ছয় নম্বর ভবনে থাকা নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের কর্মী আফসানা আক্তার বলেন, অন্য ভবনে আগুন লাগলেও আমাদের ভবনে বিদ্যুৎ না থাকায় ঢুকতে পারছি না। সেজন্য বেরিয়ে এসেছি। পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব রাজীব আহমেদ বলেন, ভেতরে প্রবেশ করলেও বিদ্যুৎ না থাকায় তাদের দপ্তরের সকল কাজ বন্ধ রয়েছে। সচিবালয়ের মধ্যে অন্ধকার পরিবেশ।

একটি কুকুরের মরদেহ উদ্ধার: সচিবালয়ে ভয়াবহ আগুনে পুড়ে যাওয়া ভবন পরিদর্শন করেছে পুলিশের ফরেনসিক বিভাগ। পুড়ে যাওয়া সাত নম্বর ভবনের অষ্টম তলা থেকে আগুনে পুড়ে যাওয়া একটি কুকুরের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণের পর বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সচিবালয়ে প্রবেশ করে পুলিশের ফরেনসিক বিভাগের দল।

তদন্ত কমিটি: সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। বৃহস্পতিবার এই কমিটি গঠন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসন ও শৃঙ্খলা শাখার এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন) মোহাম্মদ খালেদ রহীমকে আহ্বায়ক করে এ কমিটি গঠন করা হয়। আগামী সাত কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দেবে কমিটি।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226

ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার

ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লান পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়
বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং
আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

গণহত্যায় জড়িতদের বিএনপিতে নেওয়া হবে না: ফখরুল

ঢাকা ডেস্ক

মির্জা ফখরুল

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, 'যারা সন্ত্রাসী, গণহত্যার সঙ্গে জড়িত ছিল এবং যারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত তাদের কাউকে বিএনপিতে নেওয়া হবে না। এ বিষয়ে আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে।'

গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে ঠাকুরগাঁও প্রেসক্লাব চত্বরে দুস্থ ও অসহায় মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে স্বৈরতন্ত্র, ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থা এবং দুর্নীতি থেকে উত্তরণের বিষয়ে বিএনপির মহাসচিব বলেন, 'ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থা এবং দুর্নীতি থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা। জনগণের যে শাসন, সেই শাসনকে স্থাপিত করতে হবে। অর্থাৎ জনগণের নির্বাচিত পার্লামেন্ট দিয়ে দেশ পরিচালনা করতে হবে। সেই সরকার দিয়ে দেশ পরিচালনা করতে হবে। এর বাইরে অন্য কোনো উপায় রয়েছে বলে আমার জানা নেই।'

ফখরুল বলেন, 'আমরা আশা করেছিলাম সরকারের পক্ষ থেকে দুস্থ-শীতার্ত মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সে ধরনের উদ্যোগ আমরা দেখিনি। তাই আমরা নিজেরাই আমাদের দলের পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ করছি। আজকে আমরা পৌর শহরের মধ্যে বিতরণ করছি; এরপর উপজেলা ও ইউনিয়নগুলোতেও বিতরণ করা হবে। আমি আশা করব, সরকার এ বিষয়টিতে এগিয়ে আসবে।'

শীতবস্ত্র বিতরণকালে জেলা বিএনপির অর্থ সম্পাদক মামুনুর রশিদ, দপ্তর সম্পাদক শরিফুল ইসলাম শরীফ, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি মো. কায়েস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ৩ দিনের ঠাকুরগাঁও সফরে এসে বিএনপির মহাসচিব দুপুর ১২টার দিকে সৈয়দপুর হয়ে বিমানে ঢাকায় ফেরেন।

শেখ হাসিনাকে ফেরত চেয়ে ভারতকে চিঠি

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

শেখ হাসিনাসহ পলাতক আসামিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে আইজিপিকে চিঠি দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যু-নালের চিফ প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম।

শেখ হাসিনা

ঢাকা ডেস্ক

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কূটনৈতিক চিঠি পাঠিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে লেখা নোট ভারবালের কথা উল্লেখ করে ২৩ ডিসেম্বর সোমবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা ভারতকে অবহিত করেছি।'

গত ১২ নভেম্বর শেখ হাসিনাসহ পলাতক আসামিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে ইন্টারপোলের মাধ্যমে রেড নোটিশ জারির অনুরোধ জানিয়ে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ময়নুল ইসলামকে চিঠি দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম।

এর আগে গত ১৭ অক্টোবর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ পৃথক মামলায় শেখ হাসিনা ও সাবেক মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরসহ ৪৬ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।

সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের প্রত্যর্পণ চুক্তি রয়েছে। পাশাপাশি শ্রীলঙ্কার সঙ্গেও একই ধরনের চুক্তি রয়েছে।

পলাতক অপরাধীদের দ্রুত হস্তান্তর করার সুবিধার্থে ২০১৬ সালের জুলাইতে বাংলাদেশ ও ভারত তাদের দ্বিপক্ষীয় প্রত্যর্পণ চুক্তির ১০(৩) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে।

৫ আগস্ট পদত্যাগের পর ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয়। এর পর শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে হত্যাসহ একাধিক অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর চিঠি পেলেও 'মন্তব্য নেই' দিল্লির

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে পালিয়ে যাওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফেরত চেয়ে ঢাকার পাঠানো কূটনৈতিক নোট পাওয়ার তথ্য নিশ্চিত করেছে ভারত। ২৩ ডিসেম্বর সোমবার দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নয়াদিল্লিতে এক ব্রিফিংয়ে জয়সওয়াল বলেন, 'আমি নিশ্চিত করছি যে, আমরা আজ বাংলাদেশ হাইকমিশনের কাছ থেকে প্রত্যর্পণের অনুরোধের বিষয়ে একটি কূটনৈতিক নোট পেয়েছি। তবে এই মুহূর্তে এ বিষয়ে আমাদের কোনো মন্তব্য নেই।'

এর আগে সোমবার অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরাতে ভারতকে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানান।

তিনি বলেন, 'আমরা জানিয়েছি ভারতকে। তাকে যে বিচারপ্রক্রিয়ার জন্য ফেরত চাওয়া হচ্ছে, সেটা জানিয়েছি। কূটনৈতিক পত্রের মাধ্যমে এটা জানানো হয়েছে।'

একই দিনে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লে. জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী জানান, শেখ হাসিনাকে ফেরাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

কোন উপায়ে শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠানো হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমাদের সঙ্গে ভারতের বন্দি বিনিময় চুক্তি আছে। ওই চুক্তি অনুযায়ী হবে।'

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling
IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available
REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

Wasi Choudhury & Associates LLC
আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?
SERVICES
• Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
• Tax Preparation:
Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
• Accounting:
Payroll, Sales Tax, etc.
• Business Licenses
IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER
▪ ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।
Member: naea NYSSEA
Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com
ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।
37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine
এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

দি অপটিমিস্টসের বৃত্তি পেল ১৫২ শিক্ষার্থী

সিলেট অফিস

দি অপটিমিস্টস নামের চ্যারিটি সংগঠনের শুরু যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে। প্রথমে সিলেট অঞ্চলের শিক্ষা অর্জনে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষা অর্জনে সহায়তার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু ২০০১ সালে। যা দুই যুগ পরও সমান সক্রিয়। শুক্রবার (২০ ডিসেম্বর) সিলেট শহরের হাতিম আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের হল রুমে ১৫২ জন বিভিন্ন ক্যাটাগরির শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়।

অপটিমিস্টস সিলেট অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক আব্দুল মতিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন সিলেট ওমেন্স কলেজের চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান কয়সার। বিশেষ অতিথি ছিলেন লেখক সাংবাদিক আফতাব চৌধুরী, সিলেটের ডাক পত্রিকার অতিথি সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাসন, নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি কল্লোল আহমদ, নিউইয়র্ক প্রবাসী তহুর চৌধুরী ও বিশিষ্ট রিয়েলটর ফকু চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে ১৫০ বৃত্তিধারী ছাত্রসহ হাতিম আলী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অতিথিরা দি অপটিমিস্টসের এই মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে আর্থিক সহায়তা লাভকারী শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত বৃত্তি নিজের জীবন গঠনে কাজে লাগানোর উপদেশ দেন।

‘শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর ভারতের প্রোপাগান্ডা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে’

ঢাকা ডেস্ক

বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক এবিএম মোশারফ হোসেন বলেছেন, ‘শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর, ভারত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা করছে। তারা বলছে, বাংলাদেশে হাজার হাজার হিন্দু নির্যাতন করা হচ্ছে, বাড়িঘর ছাড়া করা হচ্ছে, অথচ গ্রহণযোগ্য সংবাদমাধ্যম বিবিসি কিন্তু সচিত্র প্রতিবেদনে দেখিয়েছে, বাংলাদেশে এ ধরনের কোনো নির্যাতন হচ্ছে না।’

পটুয়াখালীর কলাপাড়া শহীদ মিনার মাঠে আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পৌর বিএনপি আয়োজিত এক গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির এই নেতা এসব কথা বলেন।

মোশারফ হোসেন বলেন, ‘ভারত বাংলাদেশকে একটি নতাজানু দেশ হিসেবে দেখতে চায়। যেভাবে শেখ হাসিনা দেশকে ভারতের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। আগামী দিনে আমরা সেই বাংলাদেশ দেখতে চাই না। আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতসহ অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মর্যাদা এবং অংশীদারত্বভিত্তিক সম্পর্ক দেখতে চাই।’

মোশারফ হোসেন আরও বলেন, ‘বিএনপি ক্ষমতায় এলে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা চালু, আইসিটি সিকিউরিটি অ্যাক্ট বাতিল, মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ সুবিধা, জিডিপির ৫ ভাগ শিক্ষা খাতে ব্যয়, দুই বারের বেশি প্রধানমন্ত্রী নয়, আজীবন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রত্যাবর্তনসহ বাংলাদেশকে কল্যাণময় রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে।’ এ লক্ষ্যে ষড়যন্ত্র রুখে দিয়ে আগামীতে বিএনপিকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করতে সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে পৌর বিএনপির সভাপতি গাজী মো. ফারুকের সভাপতিত্বে ও পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মুসা তাওহীদ নান্নু মুন্সির সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি হাজী হুমায়ুন সিকদার, সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. জাফরুজ্জামান খোকন, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমান চুন্নু ও সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট খন্দকার নাসির উদ্দিন প্রমুখ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিশ্বাস শফিকুর রহমান টুলু, পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাকির সিকদার, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিম সিকদার, উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী মোসাম্মৎ লিলি বেগমসহ অনেক নেতা–কর্মী।

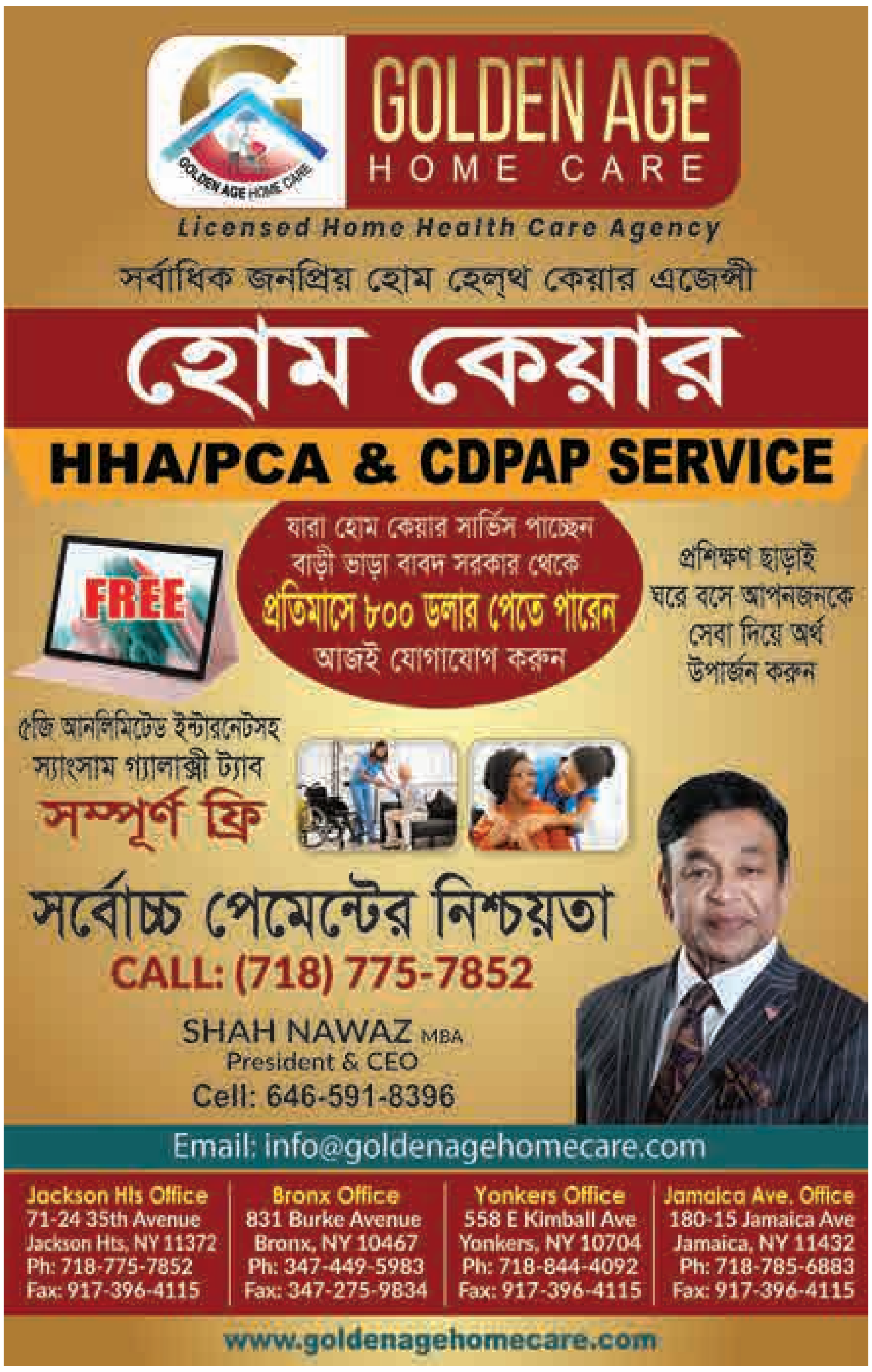

বাংলাদেশী আমেরিকান ফাউন্ডেশন অব আলবেনীর বিজয় দিবস উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশী আমেরিকান ফাউন্ডেশন অব আলবেনী (বাফা) বিজয় দিবস- ২০২৪ উদযাপন করেছে। শনিবার (২১ ডিসেম্বর) নিউইয়র্ক রাজ্যের আলবেনীর 'লেথাম রিজ স্কুল' চত্বর ও অডিটরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক বাঙালির উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দিবসটি উদযাপিত হয়।

সকাল থেকেই সংগঠনের নারী-পুরুষ ও শিশুদের লাল-সবুজ পোশাকে বাফার কর্মী ও কমিউনিটির বাঙালিদের আগমন, নিবন্ধন, কুশল বিনিময়, আলোকচিত্র ধারণ, বিভিন্ন স্টলে কেনাবেচা ও সাজসজ্জার ব্যস্ততায় যেন এক টুকরো লাল-সবুজের বাংলাদেশ প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল স্কুলের প্রাঙ্গণে। সকাল গড়িয়ে দুপুর ভর করতেই চত্বরটি আলবেনীর বাঙালিদের একটি বিশাল মিলনমেলায় পরিণত হয়। বিশেষত শিশু-কিশোরদের উচ্ছ্বসিত হৈচৈ আর আনন্দে মাতোয়ারা ছিল চারদিক।

উৎসবমুখর পরিবেশে সুস্বাদু নানা ধরনের খাবারের পরিবেশন ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। মিষ্টান্ন থেকে শুরু করে কোমল পানীয়, চা, কফি কোন কিছুরই কমতি ছিল না। বিকাল তিনটায় শুরু হল বিজয় দিবস উদযাপনের আনুষ্ঠানিকতা।

অনুষ্ঠানটি চারটি পর্বে বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্বে শুধুমাত্র শিশু-কিশোরদের পরিবেশনা 'হৃদয়ের গভীরে ভালবাসায় আঁকা প্রিয় বাংলাদেশ প্রিয় আমেরিকা' পর্বটিতে প্রথমে বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়, পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন রহিম বাদশাহ। পরবর্তী দেশাত্ববোধক গানের সাথে নৃত্য পরিবেশিত হয়, কোরিওগ্রাফার ছিলেন তানিয়া মানির। প্রথম পর্বে অংশ গ্রহণকারী শিশুরা হচ্ছেন আফিজা চৌধুরী, আলিশা হক, আরিবা তারিক, আরমীণ ভুঁইয়ান, ফাইজা ফরহাদ, ফারিয়া হক, মাহাদ তারিক, মাহ্রাস কাজী, মুয়াদ আহমেদ, নাজিয়া হুদা, নিহাল মাসুদ, রাফিন রাইসা, রিহান বাদশাহ, সাফা জামান, সিফান আহমেদ, সঞ্জিতা শিকদার, শাহান রাকিন আনোয়ার, সুমায়রা রাহা আহমেদ, তাসকিন আরেফিন, তাজমীন জামান, জাহিন হোসেন, জাহিয়া জামান ও জারিয়া আহমেদ।

দ্বিতীয় পর্বে ছিল বিজয় দিবসের আলোচনা ও স্পন্সর পরিচিতি পর্ব। আলোচনায় অংশ নেন বাফার চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবির ও প্রেসিডেন্ট সোহেল আহমেদ। বক্তারা স্বাধীনতা আন্দোলনের সব নেতৃত্ব, সংগঠক, ৩০ লক্ষ শহীদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রাখা সব স্তরের বাঙালিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং তাদের ত্যাগের কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তারা বাংলা সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে বাফার পরিবারের আগ্রহকে সাধুবাদ জানান। বিশেষত নতুন প্রজন্মের আমেরিকান-বাঙালি শিশুদের মনে শেকড়ের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে বাঙালি সংস্কৃতিকে লালন করার জন্য পিতা-মাতার অব্যাহত প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্লিফটন পার্কের টাউন সুপারভাইজার ও চেয়ার অব দা স্যারাটোগা কাউন্টি বোর্ড সুপারভাইজার ফিল ব্যারেট ও ক্লিফটন পার্ক টাউন জাজ অনারেবল রবার্ট রাইবেক।

বক্তব্য দেন নিউইয়র্ক লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানার ও এজেন্ট সাংবাদিক সুলতানা রহমান পুতুল ও অফিস পার্টনার ব্র্যানডন কার্ল। তারা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কীভাবে ইমিগ্র্যান্ট কমিউনিটির অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করতে পারে এবং পরিবারের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সেবিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠান আয়োজনে আরো সহযোগিতা করেছেন রিয়্যালটি ওয়ান গ্রুপের মো. আহসানুল হক ও আলাদীন হালাল গ্রুপ।

তৃতীয় পর্বে বাফার সদস্যদের অংশগ্রহণে পরিবেশিত হয় গীতিনৃত্যালেখ্য 'সবকটা জানালা খুলে দাও না'। ১৭৫৭ সালের পলাশির প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জন পর্যন্ত এক সুদীর্ঘ সময়ের অব্যাহত আন্দোলন, সংগ্রাম, আত্মউৎসর্গ আর ত্যাগের মহিমান্বিত উপাখ্যানের আলোকে গীতিনৃত্যালেখ্যটির স্ক্রীপ্ট, গ্রন্থনা, পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় ছিলেন আবৃত্তি শিল্পী আনোয়ারুল হক লাভলু।

বাফা আলবেনীর, সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তির ৩১ জন শিল্পীর অংশগ্রহণে পরিবেশিত গীতিনৃত্যালেখ্যটি।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক আনিকা সুবাহ আহমদ উপমা, কবি বেনজির শিকদারের 'বিজয় উৎসব' কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে পর্বটির সূচনা করেন এবং আবৃত্তিশিল্পী আনোয়ারুল হক লাভলুর ইতিহাস কথনের মধ্যদিয়ে দর্শকরা গীতিনৃত্যালেখ্য 'সবকটা জানালা খুলে দাও না' এর মূল পর্বে ঢুকেন।

যুক্তরাষ্ট্রে কোভিড পরবর্তী সহয়তার চেক পাচ্ছেন ১০ লাখ নাগরিক

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে করোনা মহামারির কারণে ক্ষতিগ্রস্থ নাগরিকদের জন্য বরাদ্ধকৃত মাথাপিছু ১৪০০ ডলারের আর্থিক সহয়তার চেক পাচ্ছেন ১০ লাখ লোক। ২০২০ ও ২০২১ সালে ফেডারেল সরকার এ সহয়তা বরাদ্ধ করলেও তা হাতে পায়নি ১০ লাখ নাগরিক। সে বরাদ্ধের মোট ২.৪ বিলিয়ন ডলারের চেক চলতি মাসেই সংশ্লিষ্টদের হাতে পৌছাবে বলে জানিয়েছে আইআরএস (ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস)। এটি বাইডেন প্রশাসনের 'ইকনোমিক ইমপেক্ট পেমেন্ট' (ইআইপি) কর্মসূচি, যা পুরোপুরি অফেরতযোগ্য একটি অনুদান।

আইআরএস কমিশনার ড্যানি ওয়েরফেল বলেন, ট্যাক্স প্রদানকারী আমেরিকানদের জীবন-মানের উন্নয়নে আইআরএস সর্বদা নিবেদিত রয়েছে। সেই আলোকেই ১০ লাখ আমেরিকানের বাসায় অথবা ব্যাংক একাউন্টে চেক পাঠানো হচ্ছে। আর এই তালিকা উদঘাটিত হয়েছে আমাদের নিজস্ব অডিটে। ইআইপি প্রোগ্রামে স্টিম্যুলাস চেক পাবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার থাকা সত্বেও যারা নিজেদের ভুলে অথবা অজ্ঞতায় তা পাননি সেটি এখন আমরা পাঠাচ্ছি। কারণ এখনো অনেক মানুষ নিদারুণ অর্থ সংকটে রয়েছেন।

ড্যানি ওয়েরফেল আরো বলেন, এই চেকের জন্যে কাউকে কোনও অফিসে যেতে হবে না। কোনও আবেদনেরও প্রয়োজন নেই। আশা করছি এই চেক পেয়ে অনেক মানুষ সাময়িকভাবে হলেও কিছুটা স্বস্তিবোধ করতে পারবেন।

প্রকৌশলী আশরাফ ইসলামের নামে নির্মিত ইউনিভার্সিটির ভবনে শিক্ষা কার্যক্রম চালু

শাহিদ মোবাশ্বের, ওয়াশিংটন ডিসি

আশরাফ ইসলাম

বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা ও জনহিতৈষী ব্যক্তিত্ব সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আশরাফ ইসলামের নামে নির্মিত ইউনিভার্সিটির ভবনে শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে। এর আগে গত অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি অঙ্গ রাজ্যের কুকভিলে টেনেসি টেক ইউনিভার্সিটিতে নির্মিত "আশরাফ ইসলাম ইঞ্জিনিয়ারিং বিল্ডিং" এর উদ্বোধন করা হয়।

জানা গেছে, টেনেসি টেক ইউনিভার্সির প্রায় এক লাখ এগার হাজার বর্গফুট একাডেমিক জায়গায় অবস্থিত এই ভবনটিই হবে বিগত ৫০ বছরের মধ্যে ইউনিভার্সিটিতে নির্মিত বৃহৎ প্রকৌশল ভবন।

বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী আশরাফ ইসলাম ১৯৬৮ সালে টেনেসি টেক ইউনিভার্সিটি থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি বোসওয়েল ইঞ্জিনিয়ার্সে-এ একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৮৫ সালে টেক্সাসের হিউস্টনে "এআইএ ইঞ্জিনিয়ার্স" নামের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, যেখানে তার দূরদর্শী নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটির একক কার্যালয় থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য, বাংলাদেশ ও কানাডা জুড়ে ২০০ এরও বেশী কার্যালয়ে সম্প্রসারিত হয়। এরপর ২০১৮ সালে তার প্রতিষ্ঠান কনসর ইঞ্জিনিয়ার্স গঠনে একীভূত হয় এবং এই প্রতিষ্ঠানে তিনি চলতি ২০২৪ সাল পর্যন্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি কোম্পানীর কৌশলগত দিকনির্দেশনা তৈরি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অনুশীলনের উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে আসছেন।

আশরাফ ইসলাম বাংলাদেশে ঢাকার লেক সার্কাস গার্লস স্কুলে তার প্রয়াত পিতামাতার সম্মানে "আছিয়া খাতুন মেমোরিয়াল ট্রাস্ট" এবং শিক্ষাগত সুযোগ সুবিধা প্রদান ও অনুষদের উন্নয়নে টেনেসি টেক ইউনিভার্সিটিতে "আছিয়া খাতুন সিভিল ও এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং এনডোমেন্ট" প্রতিষ্ঠা করেছেন। অতি সম্প্রতি তিনি টেনেসি টেকের নতুন প্রকৌশল ভবনের জন্য বড় অংকের অর্থায়ন করেন এবং গত ১৫ অক্টোবর ইউনিভার্সিটি আশরাফ ইসলাম ইঞ্জিনিয়ারিং ভবনের জমকালো উদ্বোধন করে।

গোয়েন্দা সংস্থা একটি দল গঠনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে: রিজভী

ঢাকা ডেস্ক

রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা একটি রাজনৈতিক দল গঠনের চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। বৃহস্পতিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির মিলনায়তনে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ন্যাশনালিস্ট এক্স স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে '২২শে ডিসেম্বর রক্তাক্ত মতিহার ও রিজভী আহমেদ' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এ অভিযোগ করেন।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, আপনারা কোন পথে যেতে চান। আমরা শুনছি যে, একটা রাজকীয় দল করার নাকি চেষ্টা করা হচ্ছে, কিংস পার্টি যেটাকে বলা হয়, তো একই তো। ফখরুদ্দীন-মইনুদ্দীনরা যে চেষ্টা করেছেন, শেখ হাসিনা গোয়েন্দাদেরকে দিয়ে যে কাজ করেছেন, এখনো তো আমরা সেটা শুনছি। যে গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে মানুষজনকে বলছে যে, অমুক অমুক লোকের সঙ্গে আপনারা যোগাযোগ করুন। এটা তো করতে পারে না। এটা হলে তো মানুষের যে এত আত্মদান সেটা তো করতো না।

পাতাল ট্রেনে ঘুমন্ত নারীযাত্রীকে পুড়িয়ে হত্যা

নিউইয়র্ক

নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটিতে থেমে থাকা পাতাল ট্রেনে ঘুমন্ত নারীযাত্রীকে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে।

রোববার (২২ ডিসেম্বর) সকালে নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলিনের কনি আইল্যান্ড-স্টিলওয়েল অ্যাভিনিউ সাবওয়ে স্টেশনে একটি পাতাল (সাবওয়ে) ট্রেনে এ ঘটনাটি ঘটে। নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ (এনওয়াইপিডি) জানায়, এই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে দেখা গেছে।

এনওয়াইপিডি জানিয়েছে, ওই নারী একটি থেমে থাকা 'এফ' ট্রেনের ভেতরে সকাল সাড়ে সাতটায় নিথর অবস্থায় বসে ছিলেন। এই সময় অজ্ঞাত এক ব্যক্তি তার কাছে এসে একটি লাইটার দিয়ে তার পোশাকে আগুন ধরিয়ে দেয়।

পুলিশ জানিয়েছে, আক্রমণের আগে তাদের মধ্যে কোন কথোপকথন হয়নি এবং তারা পরস্পরকে চিনতেন না বলে মনে করা হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে নিউইয়র্ক পুলিশের কমিশনার জেসিকা টিশ বলেন, 'সন্দেহভাজন ব্যক্তি ট্রেন থেকে নেমে যায়, আর স্টেশনে টহলরত পুলিশ কর্মকর্তারা আগুনের দিকে দৌড়ে যান। পুলিশ কর্মকর্তারা ট্রেনের ভেতর একজন ব্যক্তিকে পুরোপুরি আগুনে জ্বলতে দেখেন।'

অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করে পুলিশ আগুন নেভায়। জরুরি বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ওই নারীকে মৃত ঘোষণা করেন। রোববার পরবর্তী সাবওয়ে যাত্রার সময় সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়, তবে তার পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। পুলিশ জানিয়েছে, তারা এখনো ভুক্তভোগীর পরিচয় ও আক্রমণের কারণ তদন্ত করছে।

নিউইয়র্ক সিটির সাবওয়েতে প্রতিদিন প্রায় চার মিলিয়ন যাত্রী চলাচল করে, যেখানে সহিংস অপরাধ তুলনামূলকভাবে বিরল।

পুলিশের তথ্যানুযায়ী, ২০২৪ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সাবওয়েতে নয়টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে, যেখানে ২০২৩ সালের একই সময়ে এই সংখ্যা ছিল পাঁচ।

চলতি মাসের শুরুর দিকে সাবওয়ের আরেকটি ঘটনার রায়ে জুরি ড্যানিয়েল পেনিকে ফৌজদারি অবহেলার কারণে হত্যার অভিযোগ থেকে মুক্তি দেয়।

দ্যা ইকোনিমিস্টের ‘বর্ষসেরা দেশ’ বাংলাদেশ

প্রতিবেদন

বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘আমাদের এবারের বিজয়ী বাংলাদেশ, যারা এক স্বৈরশাসককে উৎখাত করেছে।

ঢাকা ডেস্ক

প্রতি বছরের মতো এবারও বছরের সেরা দেশ নির্বাচন করেছে দ্য ইকোনমিষ্ট। সেই ফলাফল অনুযায়ী ২০২৪ সালের বর্ষসেরা দেশ বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে প্রকাশিত দ্য ইকোনমিষ্টের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়।

গণমাধ্যমটি ২০২৪ সালের জন্য সেরা দেশের তালিকা প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, সবচেয়ে ধনী, সুখী বা নৈতিকভাবে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকারী কি না, সেই হিসাবে নয়; সেরা দেশ বেছে নেওয়া হয় আগের ১২ মাসে সবচেয়ে বেশি উন্নতি করেছে কি না, সেই বিচারে।

এবারের সেরা দেশ বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত তালিকায় ছিল পাঁচটি দেশ। বাংলাদেশ ছাড়াও সিরিয়া, আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও পোল্যান্ড রয়েছে এই তালিকায়।

শেষ পর্যন্ত দ্য ইকোনমিষ্টের সংবাদদাতাদের মধ্যে ‘উত্তপ্ত বিতর্কে’ বেছে নেওয়া হয় সেরাদের- যেখানে বর্ষসেরা দেশ নির্বাচিত হয় বাংলাদেশ এবং রানারআপ সিরিয়া।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘আমাদের এবারের বিজয়ী বাংলাদেশ, যারা এক স্বৈরশাসককে উৎখাত করেছে। আগস্টে ছাত্রদের নেতৃত্বে রাজপথে আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়, যিনি সাড়ে ১৭ কোটি জনসংখ্যার দেশটি ১৫ বছর ধরে শাসন করছিলেন। দেশের স্বাধীনতার হিরোর এক কন্যা হিসেবে তিনি এক সময় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি দমন শুরু করেন, নির্বাচনে কারচুপি করেন, বিরোধীদের কারাগারে পাঠান এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। তার শাসনামলে বিশাল অংকের অর্থ আত্মসাৎ করা হয়।’

এতে বলা হয়, ‘বাংলাদেশে ক্ষমতার পালাবদলের সময় প্রতিশোধমূলক সহিংসতার ইতিহাস রয়েছে। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি দুর্নীতিগ্রস্ত। ইসলামি চরমপন্থাও একটি হুমকি। তবে এখন পর্যন্ত তাদের পরিবর্তন আশাব্যঞ্জক। শান্তিতে নোবেল পুরস্কার জয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে সেখানে রয়েছে একটি অস্থায়ী সরকার, যা ছাত্র, সেনাবাহিনী, ব্যবসায়ী ও নাগরিক সমাজের সমর্থন পেয়েছে। এই সরকার শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে এবং অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করেছে।’

সম্প্রতি বাশার আল-আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করা সিরিয়া এ বছরের রানারআপ নির্বাচিত হয়েছে।

এ ছাড়া, অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য আর্জেন্টিনা, খারাপ সরকারের বিপক্ষে গিয়ে নতুন সরকার গঠনের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা ও পোল্যান্ড এই চূড়ান্ত তালিকায় স্থান পায়।

২০২৩ সালের বিজয়ী ছিল গ্রীস। দেশটি দীর্ঘ আর্থিক সংকট থেকে নিজেদের টেনে তোলায় এবং একটি সংযত মধ্যপন্থী সরকার পুনর্নির্বাচিত করায় সেরা দেশ নির্বাচিত হয়।

বাংলাদেশে ইসলামী চরমপন্থার উত্থান হবে না

ইকোনমিস্টকে ড. ইউনুস

ঢাকা ডেস্ক

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, ‘বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ধর্ম নিয়ে নিরপেক্ষ দেশের তরুণ সমাজ। তারা নতুন বাংলাদেশ গড়তে চায়। এই তরুণরা বিশ্ব পরিবর্তন করতে পারে।’প্রভাবশালী ব্রিটিশ সাময়িকী দ্য ইকোনমিস্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ড. ইউনূস এসব কথা বলেন। ২০ ডিসেম্বর শুক ওই সাক্ষাৎকারের ভিডিও ইকোনমিস্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ড. ইউনূসের সাক্ষাৎকার নেন ইকোনমিস্টের বিদেশবিষয়ক সম্পাদক প্যাট্রিক ফোলিস। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশে ইসলামি চরমপন্থা ফিরে আসার কিছু ঝুঁকি রয়েছে বলে সতর্ক করেছেন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের কর্মকর্তারা। বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন? জবাবে ড. ইউনূস আশ্বস্ত করে বলেন, বাংলাদেশে এমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে না। দেশের তরুণরা খুবই উদ্যমী। ধর্মের বিষয়ে তারা খুবই পক্ষপাতহীন।’বাংলাদেশ ইকোনমিস্টের বর্ষসেরা দেশ হওয়ায় ড. ইউনূসকে

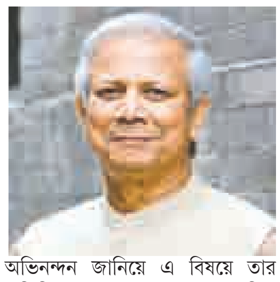

অভিনন্দন জানিয়ে এ বিষয়ে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চান প্যাট্রিক ফোলিস। জবাবে ড. ইউনূস বলেন, ‘আমরা আনন্দিত, অত্যন্ত গর্বিত। সত্যিকার অর্থেই আমরা বড় একটি পরিবর্তন ঘটিয়েছি। ছাত্রদের কারণেই অভ্যুত্থান ঘটেছে। তখন থেকে আমরা বলছি, একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই।’সাক্ষাৎকারে প্রধান উপদেষ্টা তরুণীদের ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে বলেন, ‘আমাদের উচিত তরুণ-তরুণীদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া। বিশেষ করে তরুণীদের ওপর। কারণ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তরুণ-তরুণীদের ওপর মনোযোগ দেওয়া উচিত, যাতে তারা নিজেদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারেন।’যোগ্যতার দিক দিয়ে বাংলাদেশের তরুণরা কোনো অংশে কম নন, উল্লেখ করে ড. ইউনূস বলেন, অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া তিনজন তরুণকে অন্তর্বর্তী সরকারের ‘মন্ত্রিসভায়’ (কেবিনেট) যুক্ত করা হয়েছে। তারা এখন ‘মন্ত্রিসভার’ সদস্য এবং অসাধারণ কাজ করছেন। তারা বিগত শতাব্দীর নন বরং এই শতাব্দীর তরুণ।জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের পর কী করবেন জানতে চাইলে ড. ইউনূস বলেন, ‘আসলে আমাকে আমার কাজ থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে। জোর করে এই কাজে আমাকে যুক্ত করা হয়েছে। আমি আমার কাজ করছিলাম, তা উপভোগ করছিলাম। এ কারণেই আমি প্যারিসে ছিলাম। আমাকে ভিন্ন কিছু করার জন্য প্যারিস থেকে সরিয়ে আনা হয়। সুতরাং আমার জীবনে সব সময় যে কাজ করেছি, উপভোগ করেছি, তাতে ফিরে যেতে পারলে খুশি হব।’উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে ইকোনমিস্টের বর্ষসেরা দেশ নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ। সবচেয়ে সুখী বা ধনী নয়, বরং গত ১২ মাসে কোন দেশ সবচেয়ে বেশি উন্নতি করেছে, সেই বিচারে বর্ষসেরা দেশ বেছে নেওয়া হয়। বাংলাদেশকে বর্ষসেরা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতন এবং বাংলাদেশে নতুন যাত্রা শুরুর বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছে ব্রিটিশ ওই গণমাধ্যমটি।

শেখ হাসিনা

শেখ রেহানা

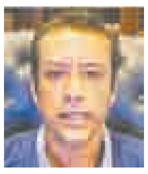
সজীব ওয়াজেদ

সায়মা ওয়াজেদ

শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধান শুরু

পূর্বাচলে প্লট বরাদ্দ

ঢাকা ডেস্ক

রাজধানীর পূর্বাচলে অবৈধভাবে ৬০ কাঠা প্লট বরাদ্দের অভিযোগে শেখ হাসিনা-শেখ রেহানাসহ পরিবারের ৬ জনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদক। পাশাপাশি বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা করেছে সংস্থাটি। এছাড়া শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের থার্ড ফেইজ অনুসন্ধানও করবে দুদক।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও রাজউকের যোগশাজসে অতি গোপনে ২০২২ সালের ৩ আগস্ট শেখ পরিবারের ৬ সদস্যকে ১০ কাঠা করে প্লট বুঝিয়ে দেওয়া হয়। পূর্বাচলের নতুন শহর প্রকল্পের ২৭ নম্বর সেক্টরের কূটনৈতিক জোনের ২০৩ নং রোড হতে ১০ কাঠা করে মোট ৬০ কাঠার ৬ টি প্লট বরাদ্দ নিয়েছেন তারা। দুদক জানায়, রাজনৈতিক বিবেচনায় সরকারের ১৩/এ ধারার ক্ষমতাবলে এ সব প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন বলেন, ‘নতুন শহর প্রকল্পের ২৭ নম্বর সেক্টরের কূটনৈতিক জোনের ২০৩ নং রোড হতে ১০ কাঠা করে মোট ৬০ কাঠার ৬ টি প্লট বরাদ্দ নেওয়ার বিষয়ে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।’

এদিকে, ৯৮টি ব্যাংক হিসাবে সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপুর ৬ হাজার কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগে মামলা করেছে দুদক। সাবেক প্রতিমন্ত্রীর ৩৬ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদও পাওয়া গেছে বলে জানায় সংস্থাটি।

আক্তার হোসেন বলেন, ‘দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪ এর ২৭/১, মানি লন্ডারিং আইন ২০১২ এর ৪/২, এবং ৪/৩ ধারা সহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭ এর ৫/২ ধারায় দুর্নীতির মামলাটি দায়ের করা হয়েছে।’

পাশাপাশি শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণে ৪ হাজার কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধান শুরু করেছে দুদক।

বিচার বিভাগকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে ইউনূস সরকার: জয়

আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে ‘রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে’ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার বিচার বিভাগকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ করেছেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে তিনি এই অভিযোগ করেন।

মায়ের বিরুদ্ধে আনা মানবতাবিরোধী অপরাধসহ অন্যান্য অভিযোগকে ‘রাজনৈতিক প্রতিহিংসা’ ও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে পরিচালিত বিচার প্রক্রিয়াকে ‘প্রহসন’ বলে আখ্যা দেন জয়।

শেখ হাসিনাকে বিচারের মুখোমুখি করতে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে নয়াদিল্লিকে ঢাকার ‘কূটনৈতিক পত্র’ দেওয়ার পর এই অভিযোগ তুললেন তাঁর ছেলে।

জয় তাঁর পোস্টে বলেন, ‘অবৈধ ইউনূস সরকারের নিযুক্ত বিচারক ও প্রসিকিউটরদের মাধ্যমে পরিচালিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচার প্রক্রিয়া একটি প্রহসন মাত্র। এর মূল হলো রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। এই বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা ন্যায়বিচারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বকে পরিকল্পিতভাবে দমন-পীড়নের নতুন অধ্যায় শুরু করেছে।’

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free
Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য
যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শামসি রহমান (MD FACP)
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত (MD FACP)
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center
সেবা সমূহ
● প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
● অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
● ফ্লু, হুক্সসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
● জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
● ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
● যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।
Same Day Appointment
Walk-in Welcome
জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।
ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
বাছিত মেডিকেল কেয়ার
JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

Thinking of
BUYING
SELLING
INVEST, RENT
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
করতে যোগাযোগ করুন
917-631-5050
• Residential
• Commercial
• Pre-Foreclosure
• Co-op & Condo
Mijanur Rahman (Mijan)
Licensed Real Estate Agent
917-631-5050
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, Queens, NY 11423
Tel: 718-262-0205,
Fax: 718-262-0264
Email: RealtorMijan@gmail.com
www.EXITprimeNY.com
EXIT
EXIT REALTY PRIME
REBNY
Email: RealtorMijan@gmail.com

MIJAN REAL ESTATE LTD.
মিজান রিয়েল এস্টেট লিমিটেড
বাড়ি-জমি
ফ্ল্যাট-প্লট
ক্রয়/বিক্রয়
Reg.No.C-187784
বসুন্ধরা, পূর্বাচল, উত্তরা
বনশ্রী, ধানমন্ডি, গুলশান, ঢাকা
ও চট্টগ্রাম-এ জায়গা, বাড়ি প্লট,
ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
Mijanur Rahman (Mijan)
Chairman & CEO.
917-631-5050
USA Address:
127-14 101 Avenue
Queens, NY 11419
Bangladesh Contact:
Dilu : +880 130-473-4949
Dr.Ali : +880 171-195-9024
Arif : +880 171-151-0542
Email: RealtorMijan@gmail.com

নিউইয়র্কে বাংলাবাজার জামে মসজিদের বহুতল ভবণ নির্মানের ফান্ডরেজিং লাঞ্চ

প্রবাসীদের সহযোগিতা কামনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে বাংলাবাজার জামে মসজিদের প্রস্তাবিত নতুন বহুতল ভবন নির্মানের জন্য ফান্ডরেজিং লাঞ্চ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (২২ ডিসেম্বর) লংআইল্যান্ডে একটি অভিজাত হোটেলে আয়োজিত এ ফান্ডরেজিং অনুষ্ঠানে আয়োজকরা উপস্থিত সকলের প্রতি মসজিদের নতুন ভবন নির্মানের জন অর্থ প্রদানসহ সার্বিক সহযোগিতার আহবান জানান। আগামী ঈদুল আজহার দিন প্রায় ৫ মিলিয়ন ডলার প্রাক্কলিত ব্যয়ে বেসমেন্টসহ ৬ তলা বিশিষ্ট এ ভবনটি নির্মান কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করার কথা রয়েছে।

বাংলাবাজার জামে মসজিদের ফান্ডরেজিং কমিটির চেয়ারম্যান আলমাছ আলীর সভাপতিত্বে এবং মসজিদের সাধারণ সম্পাদক লালন আহমেদ ও মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক হাফিজ বদরুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাবাজার জামে মসজিদের সভাপতি ডা. আবদুস সবুর।

অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে বক্তব্য রাখেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ ও বাংলাবাজার জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ইয়াহইয়া।

তারা মসজিদকে ইবাদত বন্দেগীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান হিসেবে উল্লেখ করে কুরআন-হাদীসের আলোকে মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। ইহকাল-পরকালের কল্যাণে সহীভাবে ইসলাম পালনের দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তারা মসজিদের আর্থিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসার জন্য সকলের নিকট অনুরোধ জানান।

মসজিদের সভাপতি ডা. আবদুস সবুর নতুন জায়গায় বহুতল মসজিদ ভবন করার যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলেন, স্থান সংকুলানের অভাবে বর্তমান মসজিদে জুমার নামাজে দু'টি পৃথক জামাত অনুষ্ঠিত হয়। তারপরও স্থান সংকুলান না হওয়ায় মুসল্লীদের বাইরে জুমার নামাজ আদায় করতে হয়। এজন্য এ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তিনি মসজিদের আর্থিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসার জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ জানান।

ব্রঙ্কসে বাংলাবাজার জামে মসজিদের প্রস্তাবিত নতুন বহুতল ভবন নির্মানের জন্য ফান্ডরেজিং অনুষ্ঠান

এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, বাংলাবাজার মসজিদের প্রধান উপদেষ্টা মো. ফখরুল ইসলাম, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ দলা মিয়া ও ডা. মোহাম্মদ শাহ আলম, মসজিদের লাইফ মেম্বার ডা. রুমানা সবুর, ডা মাসুম, ডা. কাদের, ডা. জুয়েল, ফান্ডরেজিং কমিটির সদস্য আব্দুল হাশেম হাসনু ও সামাদ মিয়া জাকারিয়া, মসজিদ কমিটির সহ সভাপতি মোহাম্মদ এ হাসান, সহ সাধারণ সম্পাদক শামিম উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ ইকবাল হোসেন, সহ কোষাধ্যক্ষ সোহেল চৌধুরী, কার্যকরী সদস্য আজিজুল হক, ওয়ালিউর রহমান, লাইফ মেম্বার আকশাদ আলী বাবুল প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে বাংলাবাজার জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আলহাজ গিয়াস উদ্দিনের আত্মার মাগফেরাত ও বিশ্ব মানবতার শান্তি কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়।

Home Care

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর শাশুড়ি, দাদা-দাদী, নানা-নানী
বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশি এমনকি ছেলে মেয়ে ও ভাইবোনদের
সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

কোন সার্টিফিকেট এর প্রয়োজন নেই- কোন ফি চার্জ করি না

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:
37-05 74 St, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 917-744-7308, 718-457-0813 Fax: 718-457-0814

JAMAICA OFFIC
87-54 168 Street, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-406-5549
97-01 Sutphin Blvd, Jamaica, NY 11435
Tel: 718-755-0153

LONG ISLAND OFFICE:
1 Blacksmith Lane, Dix Hill, NY 11731
Tel: 718-406-5549

BRONX OFFICE:
2148 Starling Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 718-406-5549

OZONE PARK OFFICE:
175 B Forbell St., Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-406-5549

BUFFALO OFFICE:
859 Fillmore Ave, Buffalo, NY 14212
Tel: 917-744-7308

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

YOUR DREAM HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA.LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C. and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

---

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ড স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
১০ হাজার ডলারের রিভেট
লংআইল্যান্ডের ব্যবসার মালিকগণ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন
GREE MECHANICAL YONKERS
HEATING & COOLING
914-222-9477 / 917-459-9483
নতুন বছর উপলক্ষে ৫০% সেল
স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন
তোফায়েল চৌধুরী
এই অত্যাধুনিক সিস্টেম-এ আপনার হিটিং বিল প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে
GREE MECHANICAL YONKERS
আমাদের কল করুন
914-222-9477 or 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710

টাউন হোম
TW-2275
১,২৯৫ বর্গফুট জমি +
২,২৭৫ বর্গফুট ৩-তলা বাড়ী

মাত্র **৩১,৫২৫ US$** ডাউন পেমেন্ট দিয়ে জমির সাফ-কবলা মালিকানা দলিল বুঝে নিন, মাসিক কিস্তি মাত্র **৫০৯ US$**, ৬০ মাস পর ভাড়া দিয়ে কিস্তি পরিশোধ

টেরেস হোম
TR-1900
৯৯০ বর্গফুট জমি +
১,৯০০ বর্গফুট ৩-তলা বাড়ী

মাত্র **২৪,০৫৩ US$** ডাউন পেমেন্ট দিয়ে জমির সাফ-কবলা মালিকানা দলিল বুঝে নিন, মাসিক কিস্তি মাত্র **৩৮৮ US$**, ৬০ মাস পর ভাড়া দিয়ে কিস্তি পরিশোধ

গার্ডেন হোম
RX-5 (I)
৩,৬০০ বর্গফুট জমি +
৩,২৯২ বর্গফুট ৩-তলা বাড়ী

মাত্র **৭৮,৬৫০ US$** ডাউন পেমেন্ট দিয়ে জমির সাফ-কবলা মালিকানা দলিল বুঝে নিন, মাসিক কিস্তি মাত্র **১,২৭০ US$**, ৬০ মাস পর ভাড়া দিয়ে কিস্তি পরিশোধ

৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে বুকিং দিলেই পাচ্ছেন বিশেষ ছাড়! সেই সাথে সর্বনিম্ন ২৪,০৫৩ US$ ডাউনপেমেন্ট দিয়েই বুঝে নিন জমির সাফ-কবলা মালিকানা দলিল।

পরিবেশ ছাড়পত্র নং- পরিবেশ/ঢাবি/৯৫২৫/৪১০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই অফারটি সীমিত সংখ্যক বাড়ী/লট এর জন্য **"আগে আসলে আগে পাবেন"** ভিত্তিতে প্রযোজ্য এবং জুলাই-আগষ্ট ২০২৪ বিপ্লবের অগ্রনায়ক, রেমিটেন্স যোদ্ধা প্রবাসীগন অগ্রাধিকার পাবেন।

- এই স্কিমের আওতায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিকট গ্রাহকগনের দায় আনুপাতিক সম্পত্তি বন্ধকের ব্যবস্থা থাকবে।
- এই সুযোগটি গ্রহনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রবাসী ভাই-বোনকে যথাযথ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে কোম্পানীর নির্দিষ্টব্যাংক একাউন্টে বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থ পাঠাতে হবে।

ব্যাংকিং পার্টনার: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি। শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত

Bangla Bosoti
বাংলা বসতি

Hotline +88 09644100800

For Details Please Call
+88 01321100800, +88 01708152444-9

Corporate Office: 49, Lake Circus, Kalabagan, Dhanmondi, Dhaka-1205, Sales Office: Axis Delvista (3rd Floor), 7/1, Mirpur Road, Mohammadpur, Dhaka-1207. E-mail : info@banglabosoti.com

ZAMZAM TRAVEL US

www.zamzamtravelus.com

zamzamtravelus

লাক্সারিয়াস ফাইভ স্টার
হজ্ব প্যাকেজ: ২০২৫ - হিজরী ১৪৪৬

ডাবল	ট্রিপল	কোয়াড
$১১৯৯৯	$১০৯৯৯	$১০৫০০

মক্কা (০ মিটার)

মদিনা (০ মিটার)

আমেরিকার যেকোনো স্টেট থেকে বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীদের সরাসরি ২০২৫ সালের হজ্ব করার সুবর্ণ সুযোগ

(১৭ দিন) ২৮ মে- ১৩ জুন ২০২৫

মক্কা: ২৮মে - ৩১ মে, ৫ স্টার হোটেল মক্কার সন্নিকটে মক্কা টাওয়ার, ক্লক টাওয়ার বা সিমিলার
আজিজিয়া: ৩১ মে - ৯ জুন, ৫ স্টার হোটেল হলিডে ইন / সিমিলার

মদিনা: ৯ জুন-১৩ জুন, ৫ স্টার হোটেল মিলেনিয়াম আল আকিক / সিমিলার

প্যাকেজ ডিটেইলস

টিকেট : সৌদি এয়ারলাইন্স (ঢাকা টু জেদ্দা টু মদিনা/জেদ্দা টু ঢাকা)
বাস সার্ভিস : মক্কা টু মিনা টু আরাফাত টু মুজদালিফা টু জুনারাত হোটেল
ফুড : ব্রেকফাস্ট, ডিনার এবং লাঞ্চ (ইন্টারন্যাশনাল বুফে)
সাইটসিইং : মক্কা মদিনা গাইড সহ
তাবু : ভিআইপি
অন্যান্য : মক্কা-মদিনা-মদিনা এয়ারপোর্ট ট্রান্সপোর্ট (জিএমসি/বুলেট ট্রেন, ভিসা)

ডকুমেন্টস

১. বাংলাদেশী পাসপোর্ট
২. পাসপোর্ট সাইজ ফটো
৩. ব্লাড গ্রুপ
৪. কন্টাক্ট নাম্বার

গিফটস

মহিলাদের জন্য স্কার্ফ
ট্রাভেল ব্যাগ
পাসপোর্ট ব্যাগ

থ্রি স্টার
হজ্ব প্যাকেজ: ২০২৫ - হিজরী ১৪৪৬

ডাবল	ট্রিপল	কোয়াড
$৮৫৯৯	$৭০৯৯	$৬৫৯৯

মক্কা (৫০০-৭০০ মিটার)

মদিনা (৩০০-৫০০ মিটার)

আমেরিকার যেকোনো স্টেট থেকে বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীদের সরাসরি ২০২৫ সালের হজ্ব করার সুবর্ণ সুযোগ

(২৮-৩২ দিন)
২৩/২৪ মে- ১৯/২০ জুন ২০২৫

মক্কা: ৩ স্টার হোটেল তাওওয়াত আল মনসিয়া/ আবদুল্লাহ আল-গামাস / হানি আলমাস হোটেল

মদিনা: ৩ স্টার হোটেল কারাম আল , হিজাব/কারাম গোল্ডেন হোটেল

ইকোনমি
হজ্ব প্যাকেজ: ২০২৫ - হিজরী ১৪৪৬

ডাবল	ট্রিপল	কোয়াড
$৫৯০০	$৪৯০০	$৪১০০

মক্কা (১০০০ মিটার)

মদিনা (১০০০ মিটার)

আমেরিকার যেকোনো স্টেট থেকে বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীদের সরাসরি ২০২৫ সালের হজ্ব করার সুবর্ণ সুযোগ

(৪০-৪২ দিন)
৫/৬ মে - ১৪/১৬ জুন ২০২৫

স্পেশাল লাক্সারিয়াস ফাইভ স্টার
উমরাহ প্যাকেজ: ২০২৫

ডাবল	ট্রিপল	কোয়াড
$২৩৯৯	$২২৯৯	$২১৯৯

Departure: Jan 22nd, 2025	JFK - JED	Return: Jan 29th, 2025	MED - JFK
Departure: Jan 29th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 06th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 5th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 12th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 12th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 18th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 16th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 26th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 18th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 25th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 25th, 2025	JFK - JED	Return: Mar 3rd, 2025	MED - JFK

রমাদান
উমরাহ প্যাকেজ: ২০২৫

Group	কোয়াড	ট্রিপল	ডাবল	Departs	Return	
1st Group	$৩,৬৯৯	$৩,৮৯৯	$৪,০৯৯	Feb 27, 2025	Mar 10, 2025	মদিনা - ৪ দিন মক্কা ৬ দিন
2nd Group	$৩,৭৯৯	$৩,৯৯৯	$৪,১৯৯	Mar 08, 2025	Mar 19, 2025	মদিনা - ৪ দিন মক্কা ৬ দিন
3rd Group	$৫,৮৯৯	$৬,৩৯৯	$৬,৮৯৯	Mar 19, 2025	Apr 01, 2025	মদিনা - ৩ দিন মক্কা ৯ দিন
Special	$৪,৩৯৯	$৪,৬৯৯	$৫,৩৯৯	Mar 14, 2025	Mar 24, 2025	মদিনা - ৪ দিন মক্কা ৪ দিন

ওয়ার্ল্ডওয়াইড ভিসা-সার্ভিস

- এক্সপার্ট টিম
- ভ্যারিফাইড ভিসা চেকলিস্ট
- প্রিমিয়াম সাপোর্ট
- পারফেক্ট ভিসা এপ্লিকেশন সার্ভিস

সৌদি আরব ১০ বছর মেয়াদী মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা

- স্টে আপ টু ১৮০ ডেইজ
- আনলিমিটেড উমরাহ
- ফ্যামিলি ভিজিট
- বিজনেস ট্রাভেল এন্ড এক্সপ্লোরেশন
- এক্সপ্লোর এডুকেশনাল অপরচুনিটিজ
- ট্রাভেল টু এনি সিটি

ইন্ডিয়া ভিসা প্রসেসিং
সেনজেন ভিসা প্রসেসিং
সৌদি ভিসা প্রসেসিং
ইউ.এ.ই ভিসা প্রসেসিং
৩০ দিনের ভিসা, ২ বছরের ভিসা, ৫ বছরের ভিসা, ১০ বছরের ভিসা

ইউ.এ.ই - দুবাই | ফুল প্যাকেজ ভিসা প্রোভাইডার
ভিসা, টিকিট, হোটেল, ট্রান্সপোর্টেশন, সাইটসিইং, গাইডেন্স সার্ভিস

৩ স্টার ৫ স্টার
উমরাহ | ফুল প্যাকেজ প্রোভাইডার
ভিসা, টিকিট, হোটেল, ট্রান্সপোর্টেশন, জিয়ারাত, গাইডেন্স সার্ভিস

বাংলাদেশ প্লাজা
৩৭-১৫, ৭৩ স্ট্রীট, সুট # ২০৭
জ্যাকসন হাইটস, নিউ-ইয়র্ক ১১৩৭২

(718) 395-9697
zamzamtravelus@gmail.com
www.zamzamtravelus.com

হয়ে গেল শুভ উদ্বোধন

আমাদের সেবা সমূহ

- সব ধরনের দেশীয় খাবার
- সাদভাত,মাছ, মাংস, ডাল সবজি ভর্তা।
- এ ছাড়া কাবাব, নান মিষ্টিসহ মুখরোচক সুস্বাধূ আয়োজন।

পার্টি হল

বিবাহ, জন্মদিন, সভা সেমিনারের জন্য ২০০ জন ও ৮০ জনের ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি পার্টি হল রয়েছে।

যোগাযোগ

37-43 74 Street, Jackson Heights NY 11372
Phone: 718-314-4001

কারিগরি ‘ত্রুটি’

সাত লাখ বৈদ্যুতিক গাড়ি ফেরত নিচ্ছে ইলন মাস্কের টেসলা

নিউজ ডেস্ক

ইলন মাস্ক

কারিগরি ত্রুটি শনাক্ত হওয়ায় সাত লাখ বৈদ্যুতিক গাড়ি ফেরত নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ইলন মাস্কের টেসলা। গাড়ির মডেলগুলো হলো ২০২৪ সাইবারট্রাক, ২০১৭-২০২৫ মডেল থ্রিএস এবং ২০২০-২০২৫ মডেল ওয়াইএস। এসব গাড়ির টায়ার প্রেশার ওয়ার্নিং লাইটে ত্রুটি ধরা পড়েছে। গাড়ি ফেরত নেওয়ার পর দ্রুত সফটওয়্যার হালনাগাদের মাধ্যমে ত্রুটি সমাধান করা হবে বলে জানিয়েছে টেসলা।

জানা যায়, বছরজুড়েই নিজেদের তৈরি বিভিন্ন মডেলের বৈদ্যুতিক গাড়ি নিয়ে বেশ সমস্যায় পড়েছে ইলন মাস্কের মালিকানাধীন টেসলা। কিছুদিন পরপরই বিভিন্ন মডেলের গাড়িতে নিরাপত্তা ও কারিগরি ত্রুটি দেখা দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটির। তারই ধারাবাহিকতায় এবার টেসলার সাইবার ট্রাকসহ তিনটি মডেলের গাড়ির টায়ার প্রেশার ওয়ার্নিং লাইট প্রযুক্তিতে কারিগরি ত্রুটি শনাক্ত হলো।

টেসলার গাড়িতে থাকা ত্রুটির বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ন্যাশনাল হাইওয়ে ট্রাফিক সেফটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এনএইচটিএসএ) জানিয়েছে, টেসলার টায়ার প্রেশার মনিটরিং সিস্টেম চালককে গাড়ির চাকার বাতাস কম থাকলেও সতর্কবার্তা পাঠাতে ব্যর্থ হতে পারে।

গত জানুয়ারি মাসে ক্যামেরার ত্রুটির জন্য নিজেদের তৈরি এস, এক্স ও ওয়াই মডেলের দুই লাখ গাড়ি ফেরত নিয়েছিল টেসলা। পরে সফটওয়্যার হালনাগাদের মাধ্যমে ত্রুটি সমাধান করে প্রতিষ্ঠানটি। শুধু তা–ই নয়, সম্প্রতি টেসলার তৈরি সাইবারট্রাকের অ্যাকসিলারেটর পেডেলেও ত্রুটি দেখা দিয়েছিল। ফলে বাধ্য হয়েই সব সাইবারট্রাক ফেরত নিয়েছিল টেসলা।

কাজাখস্তানে উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে নিহত ৩৮

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

কাজাখস্তানের আকতাউ শহরের কাছে আজারবাইজান এয়ারের যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে ৩৮ জন নিহত হয়েছেন। দুই শিশুসহ জীবিত উদ্ধার হয়েছেন ২৯ জন।

দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে সিএনএন জানায়, ৬৭ আরোহী নিয়ে আজারবাইজানের রাজধানী বাকু থেকে রাশিয়ার চেচনিয়ায় গ্রোজনি শহরের উদ্দেশে রওনা করেছিল উড়োজাহাজটি। কাজাখস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী কানাত বোজুমবায়েভ বলেছেন, উদ্ধার অভিযানে ধ্বংস্তূপ থেকে ২৯ জনকে বের করে আনা হয়েছে। ১১ জনের অবস্থা গুরুতর। বুধবার এমব্রেয়ার ১৯০ উড়োজাহাজের জে২-৮২৪৩ ফ্লাইটটি কাজাখ শহর আকতাও থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে জরুরি অবতরণের সময় বিধ্বস্ত হয়।

NABANNO
HALAL
FREE WiFi
দেশীয় স্বাদ নবান্নেই
আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
DOORDASH
Uber Eats
GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com
Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)
Our Services
TLC Insurance
DMV & TLC Service
TLC Car & Plate Rent
Auto, Home & Business Ins.
TLC Base (Black & Green Cab)
NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377
Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211
ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO
Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাইয়ের বিজয় দিবস ও অভিষেক

উত্তর আমেরিকা অফিস

১৫ ডিসেম্বর রোববার নিউইর্য়কের কুইন্স প্লেসে বাংলাদেশের ২য় বৃহত্তম বিদ্যাপিঠ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীদের সংগঠন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, নর্থ আমেরিকার বিজয় দিবস ও নব নির্বাচিত কমিটি ২০২৫-২৬ এর অভিষেক অনুষ্ঠানটি জাকজমকপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে ।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও গীতা পাঠের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করা হয । এরপর বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করার পরপরই মহান মুক্তিযুদ্ধে সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে ১ মিনিট নিরাবতা পালন করা হয় ।

বিজয় দিবস ও অভিষেক অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক নুরুন্নাহার গিনি ও সদস্য সচিব মোঃ আসাদুজ্জামান, নবনির্বাচিত সভাপতি ফতেনূর আলম বাবু, সাধারণ সম্পাদক শাহ আল শফি আনসারীর স্বাগত বক্তব্যের পর নবনির্বাচিত কমিটির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। শপথ পাঠ করান সংগঠনটির সম্মানিত উপদেষ্টা মুহম্মদ ফজলুর রহমান।

শপথ অনুষ্ঠানের পর সভাপতি ফতেনূর আলম বাবুর সভাপতিত্বে , সাধারণ সম্পাদক শাহ আল শফি আনসারী ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অনুষ্ঠানটির সদস্য সচিব মোঃ আসাদুজ্জামানের পরিচালনায় , সাংস্কৃতিক সম্পাদক শাহীন আক্তার কেয়ার সঞ্চালনায় এবং নিউইর্য়কের জনপ্রিয় সাপ্তাহিক ঠিকানার পৃষ্ঠপোষকতায় বিজয় দিবস ও অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও জনপ্রিয় টিভি ব্যক্তিত্ব খালেদ মুহিউদ্দীন , বিশেষ অতিথি হিসেবে রাবিয়ান ক্যাপ্টেন একেএম সাইফুল আলম প্রিন্স ও সংগঠনটির সম্মানিত উপদেষ্টা মন্ডলীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, হোসনে আরা বেগম, সৈয়দ আব্দুর রহিম দুদু , আলী হাসান কিবরিয়া অনু , শাহীন খান , সাইদুর রহমান ডন, আহসান উল্লাহ ফিলিপ , এজাজ আহমেদ , আতাউর রহমান, মুজাহিদ আনসারী , শাহ মোহাম্মদ বকতিয়ার , ওয়াহিদুজ্জামান চৌধুরী রাব্বি, আকলিমা রানা চৌধুরী।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি সাঈদা আক্তার লিলি , সাধারণ সম্পাদক গাজী শামসুদ্দিন ও নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রুহুল সরকার , জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন এর সাবেক সভাপতি ও ভাস্কর্য শিল্পী আক্তার আহমেদ রাশা , সভাপতি শামিম আরা বেগম, সাধারণ সম্পাদক তামান্না শবনম পাপড়ি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি জনাব নিহার । এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা সমিতি ইউএসএ ইনকের সভাপতি আশরাফুল আলম , উপদেষ্টা মাসুদুল ইসলাম লিপু , শেখ আল মামুন (মামুন টিউটোরিয়াল), কে আর শেরা ইনকের রেদোয়ান রাজ্জাক , ইন্জিঃ আব্দুল খালেক ।

এছাড়া কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে সিনিয়র সহসভাপতি সফিকুর রহমান জন , সহ সভাপতি এমএম নুরুজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক এ এইচ এম কামাল মিল্টন , অর্থ সম্পদ মোঃ রুহুল আমিন, ক্রিড়া ও বিনোদন সম্পাদক অর্চনা পাল , দপ্তর সম্পাদক মোঃ ইস্রাফিল , কার্যকরী সদস্য এ কে এম মনিরুল হক রাহুল , হাফিজুর রহমান পাইলট , মাহমুদা হাসীন কনা ,সোনিয়া সুলতানা,সাধণ কুমার বিশ্বাস, জান্নাতুল ফেরদৌস লিপি , নীলুফার জারীন , মোঃ শরিফুল ইসলাম, কাইসার আলী , মনির আহমেদ, মোঃ মজিব উদ্দীন জেন্টু , মোঃ জাভেদ খসরু, মুন্সী আহাদ জামান সহ অন্যান্য রাবিয়ান ও অতিথিবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে খালেদ মুহিউদ্দীন প্রবাসীদের একটি প্লাটফর্ম থাকার গুরুত্ব আরোপ করেন । প্রবাসী হিসেবে দেশের কোন অনিয়ম হলে সংশোধন করে আগের জায়গায় ফিরিয়ে দেবার যে চিন্তাভাবনা থাকে প্রবাসী হিসেবে সেটা উল্লেখ করেন । এছাড়া দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি শিক্ষানগরী রাজশাহীর প্রশংসা করেন ।

ট্রাম্পের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় প্রস্তুত রাশিয়া

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের সঙ্গে ইউক্রেন ইস্যুতে শান্তি আলোচনায় প্রস্তুত রাশিয়া। আজ বৃহস্পতিবার এক অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানিয়েছেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ২০ জানুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেবেন। রাশিয়ার আশা, ট্রাম্প প্রশাসন এই সম্পর্কের বরফ গলাতে উদ্যোগী হবে।

সংবাদ সম্মেলনে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ট্রাম্পের দল ও ইউক্রেন-রাশিয়ায় নিযুক্ত তাঁর বিশেষ দূত নিশ্চয়ই চলমান যুদ্ধের মূল কারণ খুঁজবে। শান্তি প্রতিষ্ঠায় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সবসময়ই আগ্রহী। পুতিনের দেওয়া নীতি বাস্তবায়নের ভিত্তিতে অর্থপূর্ণ শান্তি আলোচনা করা সম্ভব। তবে এগুলো কোনো পূর্বশর্ত নয়।

রয়টার্স গত মাসে জানিয়েছিল, পুতিন ট্রাম্পের সঙ্গে ইউক্রেন যুদ্ধবিরতির বিষয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছুক। তবে তিনি কোনও বড় ধরনের ভূখণ্ড ছাড় দেওয়ার বিষয়ে সম্মতি দেননি এবং কিয়েভকে ন্যাটোতে যোগদানের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে বলেছেন।

সিনেটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না লারা ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সিনেটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন দ্বিতীয় বার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পুত্রবধূ লারা ট্রাম্প। ২১ ডিসেম্বর তিনি এ ঘোষণা দেন। উল্লেখ্য, এবার রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটির (আরএনসি) কো-চেয়ারওমেন হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন তিনি। তবে এ মাসে সেই পদও ত্যাগ করেন। জল্পনা আছে, ফ্লোরিডায় বিদায়ী সিনেটর মার্কো রুবিওর স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন তিনি।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছেলে এরিক ট্রাম্পের স্ত্রী লারা ট্রাম্প। তার জন্ম ১৯৮২ সালের ১২ অক্টোবর। নাম রাখা হয় লারা লিয়া ইউনাস্কা। এরিকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর তিনি লারা ট্রাম্প নাম ধারণ করেন। তিনি একজন আমেরিকান টিভি প্রযোজক, প্রচারণা বিষয়ক উপদেষ্টা এবং টেলিভিশনের সাবেক উপস্থাপিকা। এ বছর মার্চে আরএনসির কো-চেয়ার নির্বাচিত হন তিনি।

ওদিকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ের পর ট্রাম্প পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে বেছে নেন মার্কো রুবিওকে। আগামী ২০ জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণ করবেন ট্রাম্প। তার আগেই সিনেটর পদ ছাড়ার কথা মার্কো রুবিওর। তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কথা রয়েছে ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিস্যান্তিসের।

এমন সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে লারা ট্রাম্প একটি পোস্ট দিয়েছেন। তাতে তিনি লিখেছেন, অনেক মানুষের উৎসাহ, ধারণা এবং চিন্তাভাবনার পর তিনি নিজেকে সিনেটর পদ থেকে সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তিনি বলেন, মার্কো রুবিওর ৬ বছরের ক্ষমতার মেয়াদ শেষ হবে ২০২৬ সালে। অথচ তার আগেই তাকে ডোনাল্ড ট্রাম্প পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত করলে আগেই তাকে পদত্যাগ করতে হবে। ফলে তার স্থানে ক্ষমতার মেয়াদের বাকি সময় ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিস্যান্তিস আসবেন। এ জন্য ডিস্যান্ডিসের জন্য শুভ কামনা জানান লারা ট্রাম্প।

বাংলাদেশ সোসাইটির নব নির্বাচিত কমিটির শপথ গ্রহণ ও অভিষেক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাংলাদেশ সোসাইটির নব নির্বাচিত কমিটির শপথ গ্রহণ ও অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৬ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আয়োজিত এ অভিষেক অনুষ্ঠানে সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীসহ পূর্ণ প্যানেল অভিষিক্ত হন। নতুন কমিটির সকল কর্মকর্তাকে শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার এডভোকেট জামাল আহমেদ জনি। এসময় অভিষেক ও বিজয় দিবস উপলক্ষে ‘প্রত্যাশা’ নামে একটি স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলওয়াত করেন অভিষিক্ত সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী। গীতা পাঠ করেন বিদায়ী কমিটির শিক্ষা ও স্কুল সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য। এরপর বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিহত, করোনায় বাংলাদেশ সোসাইটির সদস্যসহ যারা প্রাণ হারান তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অভিষেক অনুষ্ঠান শেষে আলোচনা সভায় বিজয় দিবসের তাৎপর্যসহ সাংগঠনিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে গত ২৭ অক্টোবর বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সেলিম-আলী প্যানেল জয়লাভ করে। এ নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা ছিলো প্রায় ১৯ হাজার।

বড়দিনে বিবর্ণ বেথলেহেম

নিউজ ডেস্ক

ফিলিস্তিনে যীশু খ্রিষ্টের জন্মস্থান হিসেবে বিবেচিত বেথলেহেমকে মনে করা হয় বড়দিনের রাজধানী। বিশ্বজুড়ে খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব বড়দিন জাঁকজমকভাবে পালিত হলেও এই পবিত্র শহরেই নেই উৎসবের আমেজ।

অধিকৃত পশ্চিম তীরের এই ফিলিস্তিনি শহরে সাধারণত বড়দিনের সময় যে ধরনের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়, এ বছর তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায়নি কোথাও। প্রতি বছর উৎসবমুখর আলোকসজ্জা ও অতিকায় গাছ বসিয়ে ম্যাঙ্গার স্কয়ার সজ্জিত করা হলেও এবার এসব অনুপস্থিত। প্রতি বছর এই ছুটির দিন উদযাপনের জন্য চত্বরে অসংখ্য পর্যটক ও তরুণদের ব্যান্ড জমায়েত হলেও এবার তাদেরকে দেখা যায়নি।

টানা দ্বিতীয় বছরের মতো ইসরায়েল অধিকৃত পশ্চিম তীরের বেথলেহেমে বড়দিনে উৎসবমুখর পরিবেশ দেখা যায়নি বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

সেইন্ট পিটার ব্যাসিলিকায় পোপ ফ্রান্সিস বিশ্বাসীদের 'যুদ্ধ, মেশিনগানের গুলি ও স্কুল-হাসপাতালে ফেলা বোমায় হতাহত শিশুদের' কথা ভাবার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি 'নির্মম ইসরায়েলি হামলার' নিন্দা জানান। যথারীতি, তাৎক্ষণিকভাবে ইসরায়েলি কূটনীতিকরা পোপের বক্তব্যে আপত্তি জানিয়েছেন।

বেথলেহেমের মেয়র অ্যান্টন সালমান এএফপিকে বলেন, 'এ বছর আমরা আমাদের উৎসব সীমিত রাখছি।'

স্থানীয় যাজক ড. মুনথার আইজ্যাক রেভারেন্ড বলেন, 'এটি আনন্দ এবং উদযাপনের সময় হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু গাজায় আমাদের ভাইবোনদের সাথে সংহতি প্রকাশ করতেই এই শহরে জাঁকজমকভাবে উদযাপন করা হচ্ছে না।'

তিনি আরও বলেন, 'এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে আমাদের ওপর আরেকটি বড়দিন এসেছে অথচ গণহত্যা এখনও বন্ধ হয়নি। সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা এটা চলতে দিতেই সন্তুষ্ট। তাদের কাছে ফিলিস্তিনিরা অযোগ্য।'

করোনাভাইরাস মহামারির আগে, ২০১৯ সালে বড়দিনের সময় প্রতি বছর এখানে ২০ লাখ মানুষের জমায়েত হতো, যা ২০২৪ সালে এসে এক লাখেরও নিচে নেমে এসেছে।

বড়দিনের উৎসব বাতিল এই শহরের অর্থনীতির ওপর বড় আঘাত হিসেবে এসেছে। বেথলেহেমের আয়ের ৭০ শতাংশই পর্যটন খাত থেকে আসে, যার সিংহভাগই বড়দিনের মৌসুমে উপার্জন হয়। মেয়র অ্যান্টন সালমান জানান, শহরে বেকারত্বের হার ৫০ শতাংশের আশেপাশে, যা পশ্চিম তীরের বাকি অংশের গড় বেকারত্বের হারের চেয়ে (৩০ শতাংশ) অনেক বেশি।

খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসে বেথলেহেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও এই পবিত্র ভূখণ্ডের ১ কোটি ৪০ লাখ মানুষের মধ্যে খুবই ক্ষুদ্র একটি অংশ খ্রিস্টধর্ম পালন করেন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ইসরায়েলে প্রায় এক লাখ ৮২ হাজার, পশ্চিম তীর ও জেরুজালেমে ৫০ হাজার এবং গাজায় এক হাজার ৩০০ মানুষ খ্রিস্টান।

পশ্চিম তীরের অধিকৃত শহর বেথলেহেমে ক্রিসমাসের আগে চার্চ অফ দ্য নেটিভিটিরে সামনে ঐতিহ্যবাহী খ্রিস্টান মিছিল চলাকালীন ফিলিস্তিনের পতাকা নিয়ে একজন স্কাউট কাঁদছে।

বাসা ভাড়া
ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে এক বেড, লিভিং, কিচেন, বাথসহ বেইজমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: 347-575-9936

স্টুডিও রুম ভাড়া
74 street জ্যাকসন হাইটসে ডিসেম্বর থেকে স্টুডিও রুমে ১ জনকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 917 330 0374

ন্যানী আবশ্যক
মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

Registered Nurse Required (New Jersey)
প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

আবশ্যক
"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

আবশ্যক
কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিস্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক
পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

রুম ভাড়া
জ্যাকসন হাইট্স ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ নভেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে একজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৫২-০৮০৭।

রুম ভাড়া
রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

এটিক ভাড়া
হলিসে এ ৯৯ এভিনিউর কর্ণারে সুন্দর মনোরম পরিবেশে নতুন রেনুবেট দুটি বেডরুম কিচেন ও বাথরুম দুই নামাজী ব্যাচলর বা স্টুডেন্ট এর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ ও গ্রোসারি, বাস নিকটে। ফোন 347-397-9175

অফিস ভাড়া
জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

বাসায় কাজের জন্য মহিলা আবশ্যক
কুইন্স ফরেস্ট হিল এলাকায় অবস্থিত, F ট্রেনের কাছে, বাসার যাবতীয় কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য একজন মহিলা আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগের জন্য ফোন করুন : ৭১৮-৪৯০-১৭৪০

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা
আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর প্রয়োজন
জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাক্টর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

পাত্রী চাই
৫৫ বছর ডিভোর্স, সিটিজেন সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্যে পাত্রী বা ঘটক সরাসরি যোগাযোগ করুন hmurshedmd@gmail.com Phone 850-866-9012

বাসা ভাড়া
74 street জ্যাকসন হাইটসে ষ্টুডিওরুম ১ জনকে ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: 917 330 0374

পাত্রী আবশ্যক
বাংলাদেশে জন্ম আইটিতে কর্মরত শিক্ষিত ৩২ বছর বয়সী সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক। যোগাযোগ: 929-288-9461, bmchoudhury1960@gmail.com

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।
যোগাযোগ।
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

বাসা ভাড়া
সম্পূর্ন নতুন রেনোভেটেড, ২ বেডরুম, ১ বাথরুম। 82-72, 161 st, Jamaica 11432
যোগাযোগ-718 790 7593

আবশ্যক
হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

বেইজমেন্ট ভাড়া
জ্যামাইকার সেন্ট আলবান ১৯৯ স্টিটে অবস্থিত একটি বেইজমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। সব বিল সহ $1700 স্কুল, গ্রোসারি, বাস নিকটে। স্টুডেন্ট বা নতুন আগত কর্মজীবী স্বামী স্ত্রী অগ্রাধিকার । 929-732-5664

লোক আবশ্যক
সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই
কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই
পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই
নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক
শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই
সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই
একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই
পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং
দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়
মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

যুক্তরাষ্ট্রে বিএনপির উদ্যোগে বিজয় দিবস উদযাপন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং এর সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে ৫৪তম বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়েছে। ১৭ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের নবন্ন পার্টি সেন্টারে এ উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডা. মুজিবুর রহমান মজুমদার। সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে যুক্ত হোন ছিলেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় অধ্যায় এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিজয় দিবসের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ১৯৭১ সালে পালিয়েছে এবং ২০২৪ সালে ও পালিয়েছে। আওয়ামী লীগ কখনোই গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না এবং এটি একটি ফ্যাসিস্ট দল।

এতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ইশতিয়াক আজিজ উলফাত। তিনি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ত্যাগ ও সংগ্রামের কথা তুলে ধরেন এবং প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন।

মূল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, মুক্তিযোদ্ধা কামাল সাঈদ মোহন, মুক্তিযোদ্ধা কাজী আজাহারুল হক মিলন, মুক্তিযোদ্ধা আনিসুজ্জামান খোকন মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা আলী ইমাম সিকদার. মুক্তিযোদ্ধা মাঈনউদ্দিন নাসের, জাকির এইচ চৌধুরী, ডা. জাহিদ দেওয়ান শামীম।

সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন—মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব সোলাইমান ভূঁইয়া, ডা. আব্দুস সবুর, আবু সুফিয়ান. মুক্তিযোদ্ধা সুরুজ্জামান, মুক্তিযোদ্ধা গোলাম হোসেন, সৈয়দ এ আর ফারুক,মুক্তিযোদ্ধা মশিউর রহমান, হাবিবুর রহমান হাবিব.কাজী মনির হোসেন, বাতেন সরকার।

সাবেক ছাত্রনেতা ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরামের সাবেক সাধারণ সম্পাদক যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতা মোতার হোসেনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে, উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব ও সাবেক ছাত্রনেতা এবং যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মোশারফ হোসেন সবুজ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সাবেক ছাত্রনেতা মাকসুদুল হক চৌধুরীর যৌথ সঞ্চালনায় সভায় উপস্থিত ছিলেন—কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট শহীদুল্লাহ তালুকদার, যুবদল নেতা ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ কাশেম, তারিক চৌধুরী দিপু, আলহাজ্ব শহিদুল ইসলাম সিকদার, সাবেক ছাত্রনেতা পারভেজ সাজ্জাদ, মোহাম্মদ বাচ্চু মিয়া , নুরে আলম , আশরাফুজ্জামান আশরাফ, মাযহারুল ইসলাম মিরন, মনিরুল ইসলাম মনির ,মো: মাসুদ হোসেন , মুস্তাক আহমেদ, প্রফেসর আহসান উল্লাহ মিন্টু, আবুল কালাম, রাশেদ রহমান, সাইফুল ইসলাম সৈকত ভূঁইয়া, জান্নাতুল ফেরদৌস অশ্রু প্রমুখ।

> সভাপতির বক্তব্যে ডা. মুজিবুর রহমান মজুমদার- শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক বলে মন্তব্য করে বলেন, তিনি (জিয়াউর রহমান) বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন এবং তার ঘোষণার পরে এদেশের মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বতঃ- স্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। যার ফলে আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছিলাম।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক বলে মন্তব্য করে সভাপতির বক্তব্যে ডা. মুজিবুর রহমান মজুমদার বলেন, তিনি (জিয়াউর রহমান) বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন এবং তার ঘোষণার পরে এদেশের মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। যার ফলে আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছিলাম। '৭৫ পরবর্তী ঘটনার পরে এদেশের মানুষ শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে রাষ্ট্র পরিচালনা করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন এবং তিনি একটি আধুনিক বাংলাদেশ গঠনের কাজ যখনই শুরু করেছেন। ঠিক তখনই একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, পরবর্তীতে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে গণতন্ত্র উদ্ধার ও বাংলাদেশকে একটি আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এদেশের গণতন্ত্রকে বিগত ১৬ বছর হত্যা করা হয়েছে এবং এবং ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা মানুষের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে গিয়েছে। বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে গত ১৬ বছর গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন এবং সর্বশেষ জুলাই আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচার হাসিনার পতন হয়েছে এবং শেষ দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের মানুষ একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে আগামী দিনের বাংলাদেশ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আগামী দিনে একটি আধুনিক বাংলাদেশ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

বিএনপি নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির মিজানুর রহমান মিল্টন ভূঁইয়াকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদও জানান তিনি।

এর আগে, সভার শুরুতে মৃধা মোহাম্মদ জসীম পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং বিশেষ মুনাজাত পরিচালনা করেন। দোয়ায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। সেইসাথে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের ও জুলাই '২৪র শহীদ, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। এতে মরহুম আরাফাত রহমান আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয় এবং বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক সুস্থতার জন্য দোয়া করা হয়। এ ছাড়া তারেক রহমান ও তার পরিবারের সকল সদস্যের সুস্থতা কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

সভায় স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। অংশগ্রহণকারীরা 'পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিবর্তন ১৯৪৭-১৯৭১', 'উত্তল মার্চ ১৯৭১', 'রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার সত্য ঘটনা', 'মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস', 'মুজিব বাহিনীর তথাকথিত মুক্তি যুদ্ধ ও ভারতীয় ষড়যন্ত্র', 'বামপন্থীদের মুক্তি যুদ্ধ' 'আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা', 'স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের হস্তক্ষেপ, 'স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের হস্তক্ষেপ, লুটপাট ও হত্যাকাণ্ড' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র সফরে জয়শঙ্কর, উঠতে পারে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ছয় দিনের সফরে যুক্তরাষ্ট্র যাচ্ছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। আজ মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া এ সফর শেষ হবে আগামী ২৯ ডিসেম্বর। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য হিন্দু জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়লাভের পর এটিই প্রথম ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্র সফর। তাই সফরটিকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

গতকাল সোমবার এক বিবৃতিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, '২৪ থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে থাকবেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকর। এই সফরে তিনি দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। বৈঠকে বসবেন আমেরিকায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এবং মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে।'

বার্তা সংস্থা পিটিআই তাদের সূত্রের বরাত দিয়ে বলেছে, গুরুত্বপূর্ণ এই রাষ্ট্রীয় সফরে বিদায়ী মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের সঙ্গেও জয়শঙ্কর বৈঠক করবেন বলে জানা গেছে।

এক বছরে পৌঁনে ৩ লাখ অভিবাসনপ্রত্যাশীকে বিতাড়িত করল যুক্তরাষ্ট্র

নিউজ ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন কর্তৃপক্ষ গত অর্থবছরে ২ লাখ ৭০ হাজার অভিবাসনপ্রত্যাশীকে বিতাড়িত করেছে। এ সংখ্যা গত দশকের যেকোনো সময়ের চেয়ে সর্বোচ্চ।

বৃহস্পতিবার (২০ ডিসেম্বর) এমন তথ্য প্রকাশ করা হয়। বিতাড়িত হওয়া ব্যক্তিদের হিসাবটি বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের শাসন মেয়াদে করা চূড়ান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন।

যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও শুল্ক কর্তৃপক্ষ (আইসিই) এক প্রতিবেদনে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে বাধ্য হওয়া ব্যক্তিদের অধিকাংশই অবৈধভাবে দক্ষিণ সীমান্ত পাড়ি দিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিভিন্ন ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, নয়তো ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগের মুখে পড়েছেন।

সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত ১২ মাসে বিতাড়িত হওয়া মানুষদের এ হিসাব তুলে ধরা হয়েছে। সময়টিতে ট্রাম্প তাঁর নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছিলেন। তাঁর প্রচারে অভিবাসন ইস্যুটি উল্লেখজনকভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল।

ট্রাম্প ইতিমধ্যে বলেছেন, আগামী ২০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর অভিবাসনপ্রত্যাশীদের বিতাড়িত করতে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অভিযান চালাবেন তিনি।

মার্কিন নাগরিকদের চেয়ে অভিবাসীরা বেশি অপরাধ করে বলে অভিযোগ করে থাকেন ট্রাম্প। তাঁর এ ধারণা ভোটারদের কাছে জনপ্রিয় বলে প্রমাণও হয়েছে।

কীভাবে এ অভিযান চালানো হবে, তা নিয়ে ট্রাম্প খুব একটা বিস্তারিত বলেননি। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বর্তমানে কর্মীদের যে হার, তাতে এ পরিকল্পনা কার্যকর করাটা ব্যয়বহুল হবে। এটি বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ হবে না বলেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশন মিশিগানের বিজয় দিবস উদযাপন

মিশিগান, যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশের ৫৪তম বিজয় দিবস উদযাপন করেছে 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশন অব মিশিগান'। রোববার (২২ ডিসেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানের মেডিসন হাইটসে সংগঠনের কার্যালয়ে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি সৈয়দ মঈন দীপুর সভাপতিত্বে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক জাবেদ চৌধুরী ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. লুৎফর রহমান।

মো. নজরুল ইসলামের সঞ্চালায় অনুষ্ঠানে গান করেন মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী, মিল্টন বড়ুয়া, জিন্নাত বেগম, লুৎফুল বারী নিয়ন, সালাউদ্দিন মুরাদ ও আবুল কালাম আজাদ। কৌতুক পরিবেশন করেন মিলটন বড়ুয়া ও জিয়াউল আলম চৌধুরী। গল্পপাঠ করেন সালাহউদ্দিন আহমেদ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমিনুর রশিদ চৌধুরী কাপ্তান, অলিউর রহমান, অরবিন্দ চৌধুরী মৃদুল, কাজী এবাদুল ইসলাম, পিকে চন্দ, সৈয়দা শিরিন সুলতানা উর্মি, রোকেয়া রশিদ চৌধুরী, আতিকুর রহমান ভুঁইয়া প্রমুখ।

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ৫ সাংবাদিক নিহত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলায় পাঁচজন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। মধ্য গাজার একটি হাসপাতালের পাশে এ হামলা হয় বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে আল জাজিরা। প্রতিবেদন বলছে. নিহতরা আল-কুদস টুডে চ্যানেলের সাংবাদিক ছিলেন। তাঁরা নুসিরাত শরণার্থী শিবিরে অবস্থিত আল-আওদা হাসপাতালের কাছে সংবাদ সংগ্রহে গিয়েছিলেন।

নিহতরা হলেন– ফাদি হাসসুনা, ইব্রাহিম আল-শেখ আলী, মোহাম্মদ আল-লাদাহ, ফয়সাল আবু আল-কুমসান এবং আয়মান আল-জাদি।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্ককিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

যুক্তরাষ্ট্রে হঠাৎ কমল তরুণ ও মধ্যবয়সীদের অকাল মৃত্যুহার

নিউজ ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে অনেকটা হঠাৎ করেই তরুণ ও মধ্যবয়সীদের অকাল মৃত্যুহার কমেছে। ২০২৪ সালের মে মাসে দেশটির সরকার জানিয়েছে, ২০২২ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে মাদকজনিত অতিরিক্ত মৃত্যুহার ৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যা এই শতাব্দীর মাদক সংকটে একটি বিরল সাফল্য।

জুন মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হাইওয়ে ট্র্যাফিক সেফটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জানায়, যানবাহনের সার্বিক চলাচল বাড়লেও সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে। সেপ্টেম্বরে স্থূলতার হারও কমার খবর পাওয়া গেছে। একই মাসে, এফবিআই জানিয়েছে, সারা দেশে খুনের হার দুই অঙ্কে হ্রাস পেয়েছে।

এ ধরনের একসঙ্গে চারটি সূচকের উন্নতি ২১ শতকে এই প্রথম। তবে এসব উন্নতি সামগ্রিক মৃত্যুহারকে পুরোপুরি কমিয়ে আনতে পারেনি। তবুও, অগ্রগতি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বর্তমান পরিস্থিতি নয়, বরং গন্তব্যের দিকটিও গুরুত্বপূর্ণ। এদিক থেকে ২০২৪ সালটি মার্কিন স্বাস্থ্যখাতে কয়েক দশকের মধ্যে সেরা বছর হতে পারে।

যে কারণে মাদকজনিত মৃত্যুহার কমল

মাদকজনিত মৃত্যুহার কমা সবচেয়ে চমকপ্রদ খবর হলেও এর কারণ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বিশেষজ্ঞ চার্লস ফেইন লেহম্যান মনে করেন, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা এবং ওপিয়েড বিরোধী নারকান ওষুধের সহজলভ্যতা এই হ্রাসে ভূমিকা রেখেছে। তবে এর প্রভাব সীমিত হতে পারে। তার মতে, মাদক সংক্রান্ত মৃত্যুহারের এই হ্রাস আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে বেশি, যেখানে মাদক সংকট শুরু হয়েছিল। এটি ইঙ্গিত দেয় যে হয়তো মাদক স্রোত নিজেই কমে এসেছে।

অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘদিন ধরে তরুণ ও মধ্যবয়সীদের অকাল মৃত্যুহার বেশি। দেশটিতে বন্দুক সহিংসতা, মাদকের অতিরিক্ত ব্যবহার এবং সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার অনেক বেশি। স্থূলতার হার ইউরোপের তুলনায় প্রায় ৫০ শতাংশ বেশি। এসব কারণে যুক্তরাষ্ট্রকে তরুণদের জন্য একটি 'ধনী মৃত্যুফাঁদ' বলা হয়ে থাকে।

নিউইয়র্ক আইনসভার বিশেষ সম্মাননা পেলেন কেরামত উল্লাহ

জলবায়ু সাংবাদিকতা

উত্তর আমেরিকা অফিস

জলবায়ু সাংবাদিকতায় অনন্য অবদানের জন্য বাংলাদেশের কেরামত উল্লাহ বিপ্লবকে বিশেষ সম্মাননা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক রাজ্যের আইনসভা।

এরি কাউন্টির লেজিসলেটর লরেন্স জে ডুপ্রের পক্ষে কাউন্সিলের এশিয়ান এডভাইজার শাহী চৌধুরী শুক্রবার (২০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় বাফেলো সিটিতে এ সম্মাননা সাংবাদিক কেরামত উল্লাহ বিপ্লবের হাতে তুলে দেন।

সাউথ এশিয়ান ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরামের (এসএসিসিজেএফ) মহাসচিব হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সোচ্চার ভুমিকা রাখায় নিউইর্য়ক আইনসভা তাকে এই সম্মাননা দেয়।

রাজ্যের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন 'বাফেলোর প্রিন্স' খ্যাত তালহা বখত ও কমিউনিটির নেতা ওয়াসিম।

বাফেলোতে এই প্রথম কোন বাংলাদেশী সাংবাদিক জলবায়ু সাংবাদিকতায় এমন সম্মাননা পেলেন। সম্মাননা স্মারকে কেরামত উল্লাহ বিপ্লবকে বিশ্বের অন্যতম জলবায়ু সাংবাদিকদের একজন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জনমানুষের কল্যাণে এ ধরনের কর্মকান্ডকে যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্বের সাথে সমর্থন করে বলেও লেখা হয়েছে।

কেরামত উল্লাহ বিপ্লবের এ অর্জনে অভিনন্দন জানিয়েছেন সাউথ এশিয়ান ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরামের প্রেসিডেন্ট আশিষ গুপ্ত ও নির্বাহী সভাপতি আসাদুজ্জামান সম্রাট।

ইউক্রেনের আরও দুই গ্রাম রাশিয়ার 'দখলে'

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে চলছে জল্পনা। কিন্তু এর মধ্যেই ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের দুটি গ্রাম দখলে নেওয়ার দাবি করেছে রাশিয়া। আজ রোববার দেশটি এই দাবি করে।

বার্তা সংস্থা আনাদুলু এজেন্সি বলছে, ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের দোনেৎস্ক ও খারকিভের দুটি সেটলমেন্ট (গ্রাম) দখলে নেওয়ার দাবি করেছে রুশ কর্তৃপক্ষ।

এই গ্রামগুলোর দিক দিয়েই ফ্রন্টলাইনে এগিয়ে যাচ্ছে রুশ বাহিনী। আজ রোববার রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রামে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তাদের সেনারা ইউক্রেনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের খারকিভ অঞ্চলের লোজোভা ও ক্রাসনোয়ি (ইউক্রেনে সোনৎসিভকা নামে পরিচিত) গ্রাম দখল করেছে।

ক্রাসনোইয়ে গ্রামটি গুরুত্বপূর্ণ খুরাখোভ শহরের কাছাকাছি অবস্থিত। শহরটির প্রায় পুরোটাই ঘেরাও করে রেখেছেন রুশ সেনারা।

যুক্তরাষ্ট্রে বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

প্রবাসে দেশাত্মবোধের অনন্য মিলনমেলা

জলি আহমেদ

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশি কমিউনিটির অন্যতম সংগঠন 'বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অফ ইউএসএ ইনক'।

রোববার (২২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক শহরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ আয়োজনে প্রবাসী বাংলাদেশিরা তাদের দেশপ্রেম, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার নজির স্থাপন করেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা মহান মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য এবং জাতির গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, প্রবাসে থেকেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গকারী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে। এসময় তারা নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানাতে আহ্বান জানান।

সংগঠনের সভাপতি শামীম হাসান বলেন, মহান বিজয় দিবস আমাদের জন্য একটি গৌরবময় দিন। এ দিনটি আমাদের ঐক্য ও চেতনার প্রতীক। প্রবাসে থেকেও আমরা চেষ্টা করছি বাংলাদেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে।

সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইসলাম কলিম বলেন, "বিজয় দিবস শুধু উদ্‌যাপনের জন্য নয়, বরং এটি আমাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের হৃদয়ে ধারণ করতে হবে এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছে দিতে হবে।

ধর্ম ও শিক্ষা সম্পাদক মো. শাহাদাৎ হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ-সভাপতি ফারুক হোসেন মজুমদার, উপদেষ্টা ফখরুল ইসলাম (মজনু), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিঞা ফয়েজ আহম্মেদ (জুয়েল), সহ-সভাপতি শাহ্ মোয়াল্লেম হোসেন ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক বেলায়েত হোসেন।

আরও উপস্থিত ছিলেন, জ্যামাইকা ফ্রেন্ড সোসাইটির সভাপতি ফকরুল ইসলাম (দেলোয়ার), সহ-সভাপতি ফারুক হোসেন পাটোয়ারী, সহ-সভাপতি শফিকুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, দপ্তর সম্পাদক আতিকুর রহমান (রফিক), আইন বিষয়ক সম্পাদক এ. কে মাহমুদুল হক (খোকন), সহ-সভাপতি ইসমাইল হোসেন (স্বপন) ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জালাল উদ্দিন সরকার।

আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএর সহ-সভাপতি ফারুক হোসেন (রনি), কোষাধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মাহবুবুল ফিরোজ, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান, প্রচার সম্পাদক শহীদুল ইসলাম (রিপন), আপ্যায়ন সম্পাদক মুন্সি জুলফিকার উদ্দিন আলামিন, হযরত আলী, জাহিদুর রহমান, সিরাজুল ইসলাম, কবির হোসেন ও কার্যনির্বাহী সদস্য মামুন সরকার।

আলোচনা সভা শেষে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে বিজয় দিবসের আনন্দ উদ্‌যাপন করা হয়। স্থানীয় শিল্পীরা দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন, যা অনুষ্ঠানে এক ভিন্ন আবেগময় পরিবেশ সৃষ্টি করে। ব্যানারে প্রদর্শিত স্লোগান "United We Go Beyond" প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতিফলন। আয়োজকরা জানান, এ ধরনের আয়োজন প্রবাসে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভবিষ্যতেও এমন আয়োজনে সক্রিয় থাকার অঙ্গীকারও ব্যক্ত করেন তারা।

গুলি ছোড়ার কথা স্বীকার করেছেন এডিসি দস্তগীর

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান

সিলেট অফিস

সাদেক কাউসার

ছাত্র-জনতার গণ-অভুখ্যান চলাকালে গুলি ছোড়ার কথা স্বীকার করেছেন পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন-পিবিআইয়ের রিমান্ডে থাকা সিলেট নগর পুলিশের সাবেক এডিসি সাদেক কাউসার দস্তগীর। তিনি বলেছেন-এক কনস্টেবলের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে তিনি গুলি ছোড়েন। এ সময় আরও কয়েকজন পুলিশ সদস্যও গুলি ছোড়েন। গত ১৯ জুলাই ওই ঘটনায় সিলেটে সাংবাদিক তুরাব মারা যান।

তবে রিমান্ডে থাকা সাদেক কাউসার বলেছেন, কার গুলিতে সাংবাদিক তুরাব মারা গেছেন বিষয়টি পরিষ্কার নয়। এদিকে- রিমান্ড শেষে মঙ্গলবার বিকালে সাবেক এডিসি দস্তগীরকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। পিবিআই বলছে; দস্তগীরের কাছ থেকে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। এগুলো যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিলেট পিবিআইয়ের পরিদর্শক মোহাম্মদ মুরসালিন জানিয়েছেন, মঙ্গলবার দস্তগীরকে সিলেটের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও আমলি আদালত-১-এ হাজির করা হয়। আদালতের বিচারক আবদুল মোমেন শুনানি শেষে সাদেক কাউসারকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান চলাকালে গত ১৯শে জুলাই সিলেটের বন্দরবাজারে পেশাগত দায়িত্ব পালন করছিলেন সাংবাদিক এটিএম তুরাব। এ সময় পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান তিনি। ৫ই আগস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর গত ১৯শে আগস্ট সিলেটের অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতের বিচারক আব্দুল মোমেনের আদালতে একটি হত্যা মামলা করেন নিহতের ভাই আবুল হাসান মো. আজরফ জাবুর।

এ মামলায় ১৭ই নভেম্বর রাতে পুলিশ কনস্টেবল উজ্জ্বলকে ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পিবিআই। পরে আদালতের নির্দেশে তাকে ৫ দিনের রিমান্ডে নেয় পুলিশ। বর্তমানে তিনি কারাগারে আছেন। ১৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় শেরপুর থেকে সাদেক কাউসার দস্তগীরকে গ্রেপ্তার করে পিবিআই। পরদিন কঠোর নিরাপত্তার মধ্যদিয়ে তাকে সিলেট আদালতে তোলা হয়। তখন তাকে আদালত ভবনে বিক্ষুব্ধ কয়েকজনকে লাথি-ঘুষি মারতে দেখা গেছে। আদালতে নেয়ার পর তুরাব হত্যা মামলায় সাদেক কাউসার দস্তগীরের পাঁচদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন বিচারক।

সাদেক কাউসার আন্দোলন চলাকালে সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপ-কমিশনারের দায়িত্বে ছিলেন। এরপর তাকে তিনি শেরপুরের ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে বদলি করা হয়। সেখান থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ঘটনার দিনের একটি ভিডিওতে দেখা যায়- ১৯শে জুলাই বেলা ২টার দিকে নগরের কোর্ট পয়েন্টে বিএনপি'র মিছিলে পেছন থেকে গুলি ছোড়ে পুলিশ।

এ সময় সাদা পোশাকে থাকা মহানগর পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত উপ-কমিশনার সাদেক কাউসার একজন কনস্টেবলের হাত থেকে অস্ত্র নিয়ে একের পর এক গুলি ছুড়ছেন। গুলিতে গুরুতর সাংবাদিক তুরাব ওইদিন সন্ধ্যায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে তার দেহে ৯৮টি স্প্লিন্টার পাওয়া যায়। এ ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে প্রথমে মহানগর পুলিশের কোতোয়ালি থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়। ওই সময়ে নিহত তুরাবের ভাই থানায় মামলা করতে গেলে তা নেয়নি পুলিশ। এদিকে- তুরাব হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সিলেটের সাংবাদিকদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। দস্তগীর গ্রেপ্তারের দিন আদালত এলাকায় সাংবাদিকরা ক্ষোভ দেখান। পরিবারের সদস্যরা তুরাব হত্যার ঘটনায় জড়িত সকলের ফাঁসি দাবি করেছেন। মামলার বাদী ও তুরাবের ভাই আবুল হাসান মো. আজরফ জাবুর সাংবাদিকদের জানিয়েছেন- তুরাব হত্যাকাণ্ড দিনের বেলা প্রকাশ্যে ঘটেছে। কারা তুরাবকে হত্যা করেছে সবাই দেখেছে। তিনি তুরাব হত্যায় জড়িত সকল আসামিকে গ্রেপ্তার ও তাদের ফাঁসির দাবি করেন। তিনি বলেন- তুরাব হত্যার ঘটনা যেন দ্রুত বিচার আইনে দ্রুততম সময়ের মধ্যে শেষ করা হয়। আর এ বিচার যেন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

টাকার বিনিময়ে ছাত্র আন্দোলনে হামলার উস্কানিদাতাকে রক্ষা!

ঢাকা ডেস্ক

জুলাই ছাত্র আন্দোলনে হামলার উস্কানিদাতা হিসেবে আটককৃত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বশেমুরবিপ্রবি) উপ-রেজিস্ট্রার ফারজানা ইসলাম তনিকে লক্ষ টাকার বিনিময়ে রক্ষার চেষ্টা করার অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতা ও ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে।

জানা যায় গত ২২ ডিসেম্বর কর্মকর্তা ফারজানাকে সাধারণ শিক্ষার্থীরা ডিবিতে সোপর্দ করেন। ডিবি তাকে সদর থানায় নিয়ে গেলে তাকে যেন থানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং তাকে চাকরিতে বহাল রাখা হয় তার জন্য বাংলাদেশ গণঅধিকার পরিষদের গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার সাধারণ সম্পাদক ও ঐ কর্মকর্তার চাচাতো ভাই গাউস মোল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের নেতা ও কয়েকজন শিক্ষার্থীর সাথে টাকার বিনিময়ে তাকে রক্ষা করার প্রস্তাব দেন। এসময় তিনি বশেমুরবিপ্রবি ছাত্র দল নেতা রাকিব ও দুর্জয় শুভোর সাথে কথা বলেন বলে জানা যায়।

এছাড়াও তিনি ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ আলী তোহা ও বিশ্ববিদ্যালয় অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দিন এবং ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহনকারী পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ওমর শরীফের সাথে যোগাযোগ করেন বলে জানা যায়।

এসময় তিনি সবাইকে তার বোনের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীরা যেন কোনো পদক্ষেপ না নেয় তার জন্য তাদের সহযোগিতা চান। এর বিনিময়ে তিনি সবাইকে টাকা দিতেও রাজি আছেন বলে উল্লেখ করেন।

এছাড়াও কর্মকর্তা ফারজানার বোনও সবাইকে কল করে টাকার বিনিময়ে তার বোনকে রক্ষার জন্য প্রস্তাব দেন বলে জানা যায়।

টাকা দিতে চাওয়ার বিষয় সম্বলিত একটি অডিও ক্লিপ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে ছাত্র অধিকার পরিষদের বশেমুরবিপ্রবি শাখার সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দিনকে বলতে শুনা যায় গাউস মোল্লা আমাকে বলেন, 'আমার বোনকে তোমরা রক্ষা করো। প্রয়োজনে আমি যত টাকা চাও দিব।'এসময় আমি বলি ক্যাম্পাসেতো আমি একা নই। এখানে ছয়টা রাজনৈতিক সংগঠন আছে। তখন গাউস মোল্লা বলে তাহলে ছয়টা সংগঠনকে আমি ছয় লক্ষ টাকা দিব, তোমরা কাজ করো।

অন্য আরেকটি অডিও ক্লিপে গাউস মোল্লা টাকার বিনিময়ের বিষয়ে বলতে দেখা যায় ," আমি অধিকারের সাধারণ সম্পাদক জসিমের কাছে আমার বোনকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলে তিনি আমাকে বলেন এই জন্য টাকা লাগবে।

মামলা করলেন লাঞ্ছিত সেই মুক্তিযোদ্ধা কানু

ঢাকা ডেস্ক

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হাই কানুকে জুতার মালা পরিয়ে এলাকাছাড়া করার ঘটনায় গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় ১০ জনের নামোল্লেখ করে ২২ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। মামলাটি করেছেন লাঞ্ছিত এই বীর মুক্তিযোদ্ধাই। মামলায় প্রধান আসামি করা হয়েছে জামায়াত থেকে বহিষ্কৃত আবুল হাশেমকে।

মামলায় কানু উল্লেখ করেন, গত রোববার বাতিসার লুদিয়ারার নিজ গ্রামে জামায়াত-সমর্থক আবুল হাশেমের নেতৃত্বে অন্য অভিযুক্তরা তাঁকে জোরপূর্বক ধরে কুলিয়ারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে নিয়ে ২৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। তিনি চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে অভিযুক্তরা মারধর করে গলায় জুতার মালা পরিয়ে এলাকাছাড়া করেন তাঁকে। এ সময় তাঁরা ঘটনাটি মুঠোফোনে ভিডিও করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেন। এতে তিনি সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন হয়েছেন। তিনি ১০০ কোটি টাকার মানহানির অভিযোগ করেছেন মামলায়।

চৌদ্দগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ টি এম আক্তার উজ জামান বলেন, বুধবার সন্ধ্যায় আবদুল হাই কানু থানায় এসে ১০ জনের নামোল্লেখ করে ও ১২ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিসহ ২২ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। মামলায় জামায়াতের বহিষ্কৃত সমর্থক আবুল হাশেমকে ১ নম্বর ও অপর বহিষ্কৃত সমর্থক অহিদুর রহমানকে ২ নম্বর আসামি করা হয়েছে। এ ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

এদিকে কানুকে গ্রেপ্তারের দাবিতে গতকাল বিকেলে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্রসমাজ। তাদের অভিযোগ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে পুঁজি করে বাংলাদেশকে বহির্বিশ্বে হেয়প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করেছেন তিনি। বিক্ষোভ মিছিলটি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ শেষে হায়দার শপিং কমপ্লেক্সের সামনে এসে শেষ হয়। সেখানে সমাবেশে বক্তব্য দেন ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র সমাজের নেতারা।

এ সময় বক্তারা বলেন, আওয়ামী লীগ একবার রিকশা লীগ, একবার আনসার লীগ হয়ে আসে। এবার তারা

এসেছে কানু লীগ হয়ে। বর্তমান সরকার শপথ গ্রহণের পরে ঘোষণা দিয়েছিল, জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতা হত্যার দায়ে জড়িত ফ্যাসিবাদ আওয়ামী লীগের বিচার করবে। অনেক বেলা হয়ে গেছে, কার্যত কোনো বিচার দেখা যাচ্ছে না। কানু মহান স্বাধীনতাযুদ্ধকে ধারণ করে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যে তিনি দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র শুরু করেছেন। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে হত্যাসহ ৯টি মামলা রয়েছে। আবদুল হাই কানুর জুতার মালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি মহল আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসনের চেষ্টা করছে। বক্তারা অবিলম্বে কানুকে গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

লক্ষ্য ছিল এক, ধরা পড়ার ভয়ে

শেষ পৃষ্ঠার পর

হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে।'

এদিকে, বুধবার বেলা ১২টার দিকে এক সংবাদ সম্মেলনে র‌্যাব-১১ এর উপঅধিনায়ক মেজর সাকিব হোসেন জানান, বেতন-ভাতা ও ছুটি নিয়ে ক্ষোভের জেরে জাহাজের লস্কর ইরফান খুন করেছেন সাতজনকে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ইরফান এ কথা র‌্যাবের কাছে স্বীকার করেছেন। তবে ঘটনার সঙ্গে অন্য কোনো কারণ কিংবা কেউ জড়িত আছে কিনা সে বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

র‌্যাব জানায়, ইরফান গত আট মাস ধরে এমবি বাখেরা জাহাজে চাকরিরত ছিলেন। আকাশ মন্ডল ওরফে ইরফানের ভাষ্যমতে, জাহাজের মাস্টার কিবরিয়া বিনা কারণে রাগারাগি ও বিল ভাউচার একাকী ভোগ করার কারণে ইরফানের ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

এরই জেরে গত ২২ ডিসেম্বর রাতে খাবারের সঙ্গে চেতনানাশক ওষুধ মিশিয়ে সবাইকে অজ্ঞান করা হয়। এরপরই জাহাজের মাস্টারকে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে ইরফান। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে অন্যদেরও হত্যা করেন। পরে ২৩ তারিখ রাতে একটি নৌকায় করে আত্মগোপনে চলে যান।

গত ২৩ ডিসেম্বরই চাঁদপুরের হাইমচর থেকে আল বাখেরা জাহাজ থেকে পাঁচজনের মরদেহ উদ্ধার করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। গুরুতর আহত অবস্থায় তিনজনকে হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে দুজন মারা যান। একমাত্র জীবিত জাহাজের কর্মচারী জুয়েলের দেওয়া তথ্য অনুসারে নিবিড় তদন্তে র‌্যাব গতকাল মঙ্গলবার রাতে বাগেরহাটের চিতলমারি থেকে ইরফানকে গ্রেপ্তার করে।

সচিবালয়ে আগুন, গুরুত্বপূর্ণ নথি

শেষ পৃষ্ঠার পর

এদিকে সচিবালয়ে আগুন নেভাতে গিয়ে রাস্তা পারাপারের সময় ট্রাকচাপায় এক ফায়ার সার্ভিস সদস্য নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন। নিহতের নাম মো. সোহানুর রহমান সোহান (২৮)। তিনি রংপুরের মিঠাপুকুরের আটপনিয়া গ্রামের আখতারুজ্জামানের ছেলে। তেজগাঁও ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে কর্মরত ছিলেন তিনি।

বাংলাদেশ সচিবালয়ে আগুন লাগা ৭ নম্বর ভবনে ছয়টা মন্ত্রণালয় রয়েছে। এছড়া ওই ভবনে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে দেয়া তথ্যমতে, সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়; ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; অর্থ মন্ত্রণালয়; সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস মহাপরিচালক (ডিজি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জাহেদ কামাল বলেন, ' আগুনা লাগার প্রাথমিক কারণ এখনও আমরা বের করতে পারিনি। আগুন নেভানোর পর আমরা যখন সব জায়গা তল্লাশি করব, তখন হয়ত আপনাদেরকে একটা ধারণা দিতে পারবো।'

জাহেদ কামাল বলেন, 'সচিবালয়ের আগুন লাগার কারণ সম্ভবত ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন ছিল। এক জায়গা আগুন ধরলে বিদ্যুৎ লাইনের মাধ্যমে সব জায়গা ছড়িয়ে পড়ে। এটা হতে পারে।'

তিনি বলেন, 'আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি-তিনটি জায়গায় একসাথে আগুন দেখা গেছে। যখন স্পার্কিং হয়, যদি বিদ্যুৎ লাইনের শর্ট সার্কিট হয়-এটা হতে পারে। তবে এটা এখনই নিশ্চিত বলব না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তদন্ত শেষ করছি।'

এর আগে বুধবার দিবাগত রাত ১টা ৫২ মিনিটে সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনে আগুন লাগে। সচিবালয়ে অবস্থিত ফায়ার সার্ভিসের ইউনিটটি আগুন নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা করে রাত ১টা ৫৪ মিনিট থেকে। এরপর আগুনের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় পর্যায়ক্রমে ১৮ ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। পরে ইউনিটের সংখ্যা বাড়ানো হয়। সবশেষ ফায়ার সার্ভিসের ১৯টি ইউনিটের চেষ্টায় বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা ৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

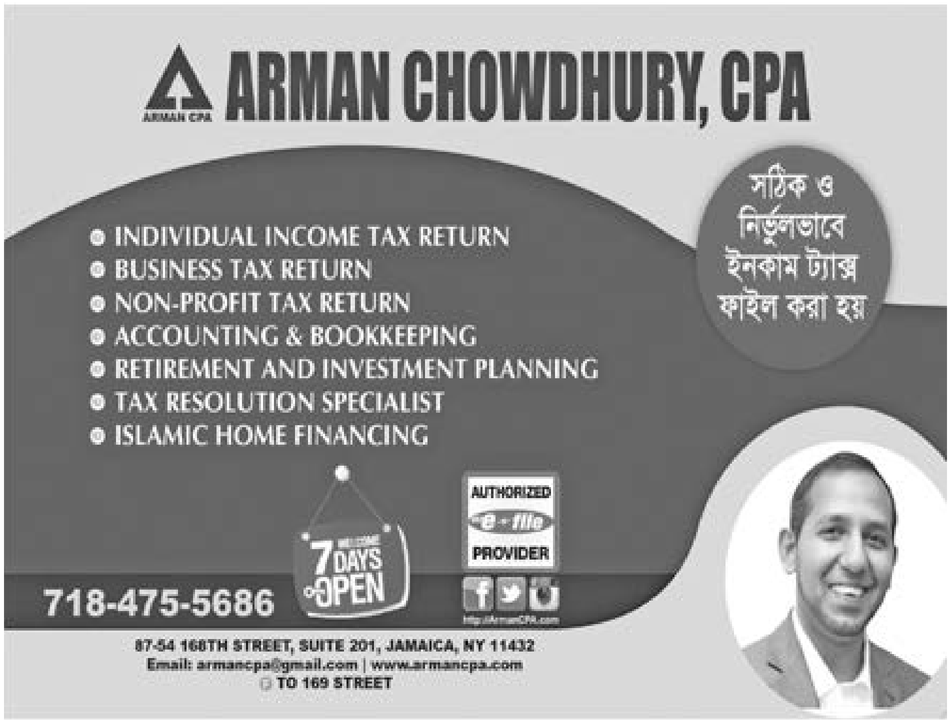

নর্থ ইংল্যান্ড বাংলাদেশী টিভি রিপোর্টার্স এসোসিয়েশনের বিজয় দিবস উদযাপন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নর্থ ইংল্যান্ড বাংলাদেশী টিভি রিপোর্টার্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত বিজয় দিবসের আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, 'লাখো শহীদের রক্ত এবং অজস্র মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অটুট রাখতে, গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মানবাধিকার রক্ষা করতে এবং বিদেশী আধিপত্যকে অগ্রাহ্য করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের মর্যাদাকে সমুন্নত রাখতে সরকার ও জনগণের পাশাপাশি মিডিয়াকেও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে হবে।'

নেবট্রা সভাপতি এম জি কিবরিয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মওদুদ আহমেদের পরিচালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন খালেদ আহমেদ। এরপর বাংলা ভাষা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্যে জীবন উৎসর্গকারী সকল শহীদ ও আহতদের স্মরণে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করেন নেবট্রা সদস্যরা।

আলোচনা পর্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও তাৎপর্য এবং দেশের উন্নয়নে বর্তমান করণীয় সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা ফারুক যোশী, গণি চৌধুরী, আফজাল রব্বানী, মুহাম্মদ জুনেদ আহমেদ, সহ সভাপতি তৈয়বুর রহমান শ্যামল, শাহ কাইয়ুম, কোষাধ্যক্ষ দিলওয়ার হোসাইন শিবলী, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ মোবাশ্বির আলী, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক মিজানুর রহমান লিঠু, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সৈয়দ মিজান আহমেদ, সহ দপ্তর সম্পাদক আকমল হোসেন এবং নির্বাহী সদস্য বশীর আহমদ।

বক্তারা বাংলাদেশের বিজয় দিবসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিতর্কিত টুইট বার্তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ এবং টুইট বার্তার সমুচিত জবাব দেওয়ার আহবান জানান। এছাড়াও বাংলাদেশ হাইকমিশনের নো ভিসা ফি বাড়ানোর প্রতিবাদে এবং বিমানের ম্যানচেষ্টার টু সিলেট রুটের ফ্লাইট অব্যাহত রাখার দাবীতে নেবট্রার পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের

শেষ পৃষ্ঠার পর

সারোয়ার হোসেন, আইন উদ্দিন, মো. সামছুল ইসলাম প্রমুখ।

আমন্ত্রিত মুক্তিযোদ্ধার হাতে সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক দেওয়া হয়। পরে বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহমদ মোস্তফা বাবুল, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. দুদু মিয়া মঙ্গন, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী মোহাম্মদ ইকবাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা লুৎফর রহমান চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. জাওয়াদ আলী মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেন।

এবিসিসিআই বিজনেস নেটওয়ার্কিং

শেষ পৃষ্ঠার পর

হাজানুজ্জাসান ও প্রয়াত ভাই সেলিম পরবর্তীতে ২০১৯ সালে গড়ে তুলেন ব্লিংলেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড। যা প্রত্যন্ত এলাকার বুকে আন্তর্জাতিক মানের অত্যাধুনিক জুতা তৈরির কারখানা। যে কারখানায় কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে দুই সহস্রাধিক মানুষের। যাদের সিংহভাগই নারী কর্মী এবং স্থানীয় এলাকার বাসিন্দা। শ্রমিক কর্মচারীদের সাথে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদের নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে এক ধরণের পারিবারিক পরিবেশ। এখানে কর্মরত সকলের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষতা বিকাশের জন্য প্রায়শই আয়োজন করা হয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ব্লিং লেদার প্রডাক্টসের তৈরী বিভিন্ন ধরণের জুতা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানীর মাধ্যমে ইতোমধ্যেই ব্যাপক সুনাম কুঁড়িয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

এবিসিসিআই আয়োজিত পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আয়োজিত এ সামাজিক সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন এবিসিসিআইর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ, এবিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট আসেফ বারী, সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান, অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসাইন, বিজনেস আমেরিকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক এনামুল হক এনাম, ব্যবসায়ী নেতা- হাসানুজ্জামান, বারী গ্রুপের চেয়ারম্যান মুস্মুন হাসিনা বারী, বেলাল চৌধুরী, গোলাম ফারুক ভূঁইয়া প্রমুখ।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
পারসনাল ট্যাক্স
বিজনেস ট্যাক্স
সেল্স ট্যাক্স
বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
ফ্যামিলি পিটিশন
সিটিজেনশীপ আবেদন
গ্রীণকার্ড নবায়ন
সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates -Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines -Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

সুখবর! সুখবর!!
আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য
সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল
ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড
দারীদের জন্য উমরাহ্ ভিসা পেতে
আজই যোগাযোগ করুন।
571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 EB3 L1A EB5 SIJS VAWA POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
OLD CLUB MAN
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

ভারত বিরোধীতা বনাম বাস্তবতা

আউয়াল চৌধুরী

বাংলাদেশে এই মুহূর্তে মনে হয় সবচেয়ে বেশি ভারত বিরোধীতার স্লোগান উঠছে। বলা যায়, তুঙ্গে অবস্থান বিরাজ করছে। তরুণ প্রজন্ম বা গণঅভ্যুত্থান শক্তি পুরোপুরি ভারতবিরোধী হয়ে উঠছে। গত কয়েক দশকের মধ্য এমনটি আর দেখা যায়নি। টালমাটাল পরিস্থিতে উত্তাল বাংলাদেশে এটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ভারত থেকে বার বার অভিযোগের তীর বাংলাদেশের হিন্দুরা ভালো নেই। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে উত্তপ্ত অবস্থায় দুই দেশ। প্রশ্ন হতে পারে কেন এমনটি হচ্ছে। এটি কি হিন্দু মুসলমান সমস্যা নাকি রাজনৈতিক।

এর উত্তরের জন্য একটু পেছনের দিকে যেতে হয়। আমরা যখন কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ি তখন আমাদের পাশের সিটে যদি কোনো হিন্দু বা অন্য ধর্মের ছাত্র বসতো কখনই কাউকে বলতে শুনিনি- এই তুই উঠে যা। অন্য সিটে গিয়ে বস। অর্থাৎ পাশে বসা বন্ধুটির প্রতি হিন্দু বা অন্য ধর্মের বলে বিন্দুমাত্রও বিদ্বেষ কেউ পোষণ করতো না। বরং ভাগাভাগি করে খাওয়ার চমৎকার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। আমি আমার অসংখ্য হিন্দু বন্ধুদের বাড়িতে দাওয়াত খেয়েছি। কখনও দল বেঁধে গিয়েছি, কখনও একা গিয়েছি। আনন্দ করেছি। বাংলাদেশের সব জায়গায়ই আসলে এমন অবস্থা বিরাজমান। হিন্দু প্রতিবেশিদের সঙ্গেও সবার দারুণ সম্পর্ক। চমৎকার একটা বন্ধন রয়েছে। এটা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যে সমস্যা সেটি জনগণের মধ্যে বা হিন্দু মুসলমান নয়। মূলত সেটি রাজনৈতিক। চৌকস রাজনীতির কারণেই বিভাজন বড় থেকে বড় হতে চলেছে। আর সেখানে দাবার গুটি হচ্ছে হিন্দু-মুসলমান।

আমি বাস্তবতার নিরিখে কয়েকটি বিষয় নিয়ে অন্যদের মতামত তুলে আলোকপাত করতে চাই। প্রথমত, ভারত সম্পর্কে একটু রাজনীতির গভীরে গেলে বোঝা যায়, সমস্যাটি কোথায়। কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে ভারত আর বাংলাদেশের জনগণের জায়গায় তারা ঠিক আছে। সমস্যাটি রাজনৈতিক এবং একটি অদৃশ্য শক্তি।

তবে রাষ্ট্র হিসেবে ভারত রাজনৈতিক দিক থেকে বিশ্ব পরিমণ্ডলে তেমন একটা জায়গা করে নিতে পারেনি। কারণ গত কয়েক দশক ধরে যেটা দেখি ভারতে শিক্ষিত আধুনিক মানের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেনি। যেখানে ভারত বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে পারে। দুটো জায়গায় ভারতের সাফল্য রয়েছে এক ক্রিকেট অন্যটি সিনেমা। রাজনৈতিক জায়গায় ভারত একেবারেই বলতে গেলে তলানিতে অবস্থান করছে। অথচ ভারতের এই সময়ে বিশ্বে প্রভাব বিস্তারের কথা ছিল। ভারত কাঁধ মেলাবে আমেরিকা, কানাডা, যুক্তরাজ্যে, জার্মানি এসব দেশের সঙ্গে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য দেশটি সেটিতো পারেইনি বরং খুবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ, ভুটান, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল এমন দেশের সঙ্গে বার বার ঝামেলায় জড়িয়ে যাচ্ছে। এর অর্থ হলো তারা বার বার ব্যর্থতার খাতায় নাম লিখাচ্ছে। অথচ অন্যদিকে চীন স্বমহিমায় বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে চলে যাচ্ছে। চমৎকার একটি দৃশ্য দেখা যায় চীনের সঙ্গে প্রতিবেশি দেশগুলি ও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক। পাকিস্তানে যে সরকারই আসুক চীন সে সরকারের সঙ্গেই মিলে যাচ্ছে। বুঝাই যায় না যে আগের সরকারের সঙ্গে তাদের কেমন সম্পর্ক ছিল। ভারত এই কাজটি করতে পারে না। ফলে প্রতিবেশি সব দেশের সঙ্গেই তাদের ঝামেলা লেগে থাকে। আর এর পূর্ণ সুবিধাটা নিচ্ছে চীন। দারুণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এভাবে চললে ভারত হয়ত কোনো দিনই বিশ্ব দরবারে সামান্য হাঁকডাক ছাড়া গ্রহণযোগ্য কোনো অবস্থানে পৌঁছাতে পারবে না।

ভারতের জন্য সুযোগ ছিল আমেরিকার সঙ্গে চমৎকার একটি সম্পর্ক তৈরি করা। বড় হতে গেলে বড়দের সঙ্গেই চলা অপরিহার্য। আমেরিকার হাত ধরে বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে চলে যাওয়া। আমেরিকা চেয়েছিলও তাই। কিন্তু ভারত ঘরমুখো রাজনীতি করে। ফলে তারা তাদের বৃত্ত থেকে বের হতে পারেনি। এক সময় আমেরিকা ভারতের চোখ দিয়ে বাংলাদেশকে দেখতো। কিন্তু ভারত দুর্বল রাজনীতির কারণে এর গভীর মর্মার্থ বুঝতে পারেনি। শুধু আওয়ামী লীগে অন্ধ দেশটি অন্য কোনো দলকে কখনও পাত্তাই দেয়নি। ফলে আমেরিকা বিরাগভাজন হয়ে ভিন্ন পথ খুঁজে নেয়।

আজকে ভারত বড় ধরণের কোনো বিপদে পড়লে পৃথিবীর কোনো দেশ এককভাবে তার জন্য এগিয়ে আসবে এমনটি দেখা যায় না। কারণ সেই রকম গভীর সম্পর্ক করো সঙ্গেই বলতে গেলে নেই। রাশিয়া বন্ধুর মতো হলেও এখন হাত বাড়াবে না। সে নিজেই অনেক ঝামেলায় আছে। ফলে একাকী একটা রাষ্ট্র অনেকদূর এগুতে পারে না। সে জন্য প্রতিবেশী দেশগুলি একটা ভরসার জায়গা হলেও তাদের সঙ্গে সম্পর্কও তলানিতে।

অথচ ভারতের বিশ্ব নেতৃত্বের আকাঙ্খা আছে। আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে সেটি দেখতে পাই। কিন্তু আকাঙ্খা পূরণের সদিচ্ছা নেই। ছোট্ট একটি উদাহরণ হল- আজকে পুরো বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা। এটি শুধুমাত্র পাওয়ারের জন্য হয়নি। সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশকে বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার আর্থিক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে দেশটি। বিপদে আপদে নানা প্রান্তের দেশগুলির পাশে দাঁড়াচ্ছে। (কখনও কখনও নিজেদের স্বার্থের জন্যও দাঁড়াচ্ছে) নানাভাবে সহযোগিতা করছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের পাশের ঘর ভারতের। বিগত সরকারের আমলে চরম খারাপ অবস্থাও কোনো অর্থনৈতিক সহযোগিতা ভারত থেকে তেমন একটা পায়নি। দেশটি কোনো ধরনের আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে পাশে দাঁড়াতে পারেনি। এটা হতে পারে তারা নিজেরাই অর্থনৈতিকভাবে খুবই দুর্বল। তাহলে কীভাবে তারা বিশ্ব নেতৃত্ব দেবে। বরং চীন এই সময় হাজার কোটি ডলার নিয়ে এগিয়ে আসে। অবকাঠামো উন্নয়নসহ নানা জায়গায় নিজেদের অবস্থান পোক্ত করে।

বাংলাদেশের মানুষ ভারতের শত্রু না। বরং খুব কাছের বন্ধু। ক্রিকেট খেলা শুরু হলে তখন কিছুই মনে থাকে না। আজহার উদ্দিন থেকে শুরু করে শচীন টেন্ডুলকাররা যখনই মাঠে ছক্কা হাঁকিয়েছে বাংলাদেশের মানুষ উল্লাসে ফেটে পড়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় ভালোবাসা আছে। কিন্তু অদূরদর্শী রাজনৈতিক নেতারা বাংলাদেশের জনগণকে শত্রুতে পরিণত করেছে। বাংলাদেশের বর্তমান তরুণ প্রজন্ম ভারত বিরোধী মনোভাব নিয়ে বড় হচ্ছে। এই মনোভাব খুব সহজে দূর হবার নয়। এর জন্য দায়ী অবশ্যই ভারত। কারণ তারা বিশ্ব রাজনীতিতে অদক্ষ এবং অপরিপক্ক। ফলে ছোট ছোট দেশগুলি নিয়ে তাদের ঘুম নেই। চীন থেকে তাদের শিক্ষা নেওয়া দরকার।

> একটি শক্তি এ দেশের হিন্দুদের ওপর আক্রমন করে সব সময় অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করতে চায়; এ শক্তির গোড়াটি উদঘাটন করা দরকার। সেটি রাজনৈতিক হোক বা অরাজনৈতিক শক্তি হোক। তাহলেই এ দেশের হিন্দুরা আস্থার নতুন মাত্রায় উন্নিত হবে।

পাকিস্তানে যাই ঘটুক তাদের মাথা ব্যাথা নেই। চীনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানে তেমন একটা আন্দোলন হতে কখনো দেখা যায় না। অথচ বাংলাদেশে কিছু একটা হলেই ভারতের বিরুদ্ধে মিছিল শুরু হয়ে যায়। কারণ সাধারণ জনগণকে ভারত ভুল করে প্রতিপক্ষ বানিয়ে রেখেছে। ফলে ভারতের মনোভাবটাই জনগণের মাঝে প্রতিফলিত হচ্ছে। আর এতে চীনও খুশি। কারণ তারা চায় বাংলাদেশ ভারত বিরোধী হয়ে থাকুক। এটি কৌশলী রাজনীতি। এ কৌশলের কাছে হেরে যাচ্ছে ভারত।

ভারত মনে করে ইসলামপন্থী লোকজন ভারত বিরোধী। তারাই যত সমস্যার মূল। কিছু সংখ্যাক লোক ভারত বিরোধী হতে পারে তবে বেশির ভাগ লোকই বিরোধী না। আমার অনেকের সঙ্গে এক সময় কথা হতো। কওমি ঘরানার হুজুররাও ঢালাওভাবে ভারত বিরোধী মনোভাব পোষণ করেন না। তাদের তীর্থস্থান বলা যায় ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসা। এই শিক্ষালয়কে তারা প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। অনেকে ওই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র। ফলে ভারতের প্রতি তাদের একটা দুর্বলতা রয়েছে। সুযোগ পেলেই তারা সেখানে বেড়াতে যান।

তাহলে এখন সমস্যাটা কোথায়? সমস্যা হলো ভারত চীনের মতো দূরদর্শী রাজনৈতিক পরিপক্কতা এখনো অর্জন করতে পারেনি। তাদের মধ্যে বিশ্ব মানের লিডারশিপ এখনও তৈরি হয়নি। ফলে অপরিপক্ক রাজনৈতিক চক্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার সাংবাদিকতা জীবনে বহু মানুষের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছে। আমি দেখেছি- আওয়ামী লীগ ভারতের একেবারেই অন্দরের। এটি সবাই নিশ্চিত করেই জানে। ফলে স্বভাবতই আওয়ামী লীগ চাইবে না যে ভারত অন্য কারো সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলুক। কিন্তু এক্ষেত্রে ভারতেরই দায় ছিল যে অন্যদের সঙ্গেও সম্পর্কটি ঠিক রাখা।

এরপর বিএনপি ভারত বিরোধীতার মনোভাব পোষণ করে না। দলটির নেতা কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে তারা ভারতের বিরোধীতা করতে চায় না। কাছাকাছি থাকতে চায়। কিন্তু ভারতের এক পক্ষ নীতির কারণে তারা সব সময় দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে। কি করবে নিজেরাও বুঝে উঠতে পারে না। জামায়াতের একটি গ্রুপ ভারতকে অপছন্দ করে। অন্য একটি মডারেট গ্রুপ তারা ভারতের বিরোধীতা করতে চায় না। তারা মনে করে, ভারতে বিশ কোটির ওপরে মুসলমান রয়েছে। সে দেশেও দলটির একই নামের শাখা রয়েছে। সুতরাং তারা বিরুদ্ধে যেতে চায় না। কিন্তু পরিস্থিতি তাদের বাধ্য করে।

ভারতই তাদের সব সময় বিরোধী অবস্থানে ঠেলে দিচ্ছে। আওয়ামী লীগের চোখ দিয়ে তাদের দেখে। তাহলে কিভাবে সম্পর্ক তৈরি হবে। অন্যান্য রাজনৈতিক দল তাদের সেন্টিমেন্টও একই রকম। বামপন্থী লোকজন আগের মতো ভারত বিরোধী অবস্থানে নেই। চীন রাশিয়ার বলয় ভেঙে তারা এখন স্বতন্ত্র। তাহলে প্রশ্ন আসে শুধু কি ভারতই ভুল পথে আছে। না, শুধু ভারত না। তবে ভারতের দায় বেশি। বাংলাদেশের একটা শ্রেণি আছে যারা সব সময় ইন্ধন জিইয়ে রাখে যে ভারত যেন এদেশে জনগণমুখি না হয়। এ জন্য তারা অর্থও ব্যায় করে। এমন কিছু ঘটনা ঘটিয়ে গণমাধ্যমগুলিতে নিউজ পাঠায় বা পরিস্থিতি তৈরি করে যা বিভাজনের জন্য নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

এসব বিষয়গুলিতে নজর দেওয়ার দায়িত্ব ভারতের রয়েছে। শুধুমাত্র একটি সুনির্দিষ্ট চ্যানেল থেকে তথ্য সংগ্রহ না করে নিজস্ব পদ্ধতির ব্যবহার বাড়ানো বেশি জরুরি। তাদের কাছে যে তথ্যগুলি পাঠানো হয় তারা সেটিই বিশ্বাস করে অথচ তাদের কি সুবিশাল নেটওয়ার্ক। নিরপেক্ষ জায়গা থেকে তথ্য যাছাই করার কোনো লক্ষণ তাদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। এক পক্ষীয় চোখ দিয়ে দেখতে দেখতে এমন অবস্থায় চলে গেছে এখন পুরো বাংলাদেশই বিপক্ষে চলে গেছে।

আরেকটি বিষয় হলো সংখ্যালঘু রাজনীতি। বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা। আমি শুরুতেই বলেছিলাম হিন্দু মুসলমান সুসম্পর্কের কথা। এখন এই হামলার বিষয় কেন আসছে। বাংলাদেশে গত ১৫ বা ২০ বছরে যত হামলার ঘটনা ঘটেছে সেগুলির কোনোটারই কি সুষ্ঠু বিচার হয়েছে? কেন হয়নি? এই প্রশ্নের উত্তর নেই কেন? আমি বলেছিলাম তৃতীয় একটি গ্রুপ চায় না জনগণের সঙ্গে সম্পর্কের জায়গাটি পোক্ত হোক। তাই ঘটনা ঘটিয়ে অন্ধকারে চলে যায়। তারা সব সময় ভারতকে ক্ষ্যাপিয়ে তুলতে চায় বা ম্যাসেজ পাঠাতে চায় যে এদেশে হিন্দুরা ভালো নেই। এর মাঝে স্টিম রোলার শুরু হয়ে যায় সাধারণ কিছু মানুষের ওপর।

আমি মনে করি ভারত এবং বাংলাদেশ যৌথভাবেই এই বিষয়ে কাজ করতে পারে। উদঘাটন করা দরকার কারা এই কাজটি করছে। তাদের বিচারের মুখোমুখি করা জরুরি। বাংলাদেশের বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকারের উচিৎ অতীতের কিছু হামলার দ্রুত বিচার করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। তারা সংবিধান সংশোধনসহ নানাবিধ সংস্কারের কাজ করছে। তাই তাদের প্রতি জনগণের প্রত্যাশাও বেশি। তারা চাইলে যে কোনো ভাল কাজ এখন করতেই পারে। এদেশের হিন্দুদের প্রতি অতীতে যতগুলি ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে কয়েকটি ঘটনার দ্রুত বিচার করা কর্তব্য। দরকার পেছনের ঘাপটি মেরে থাকা কালো শত্রুকে বের করে আলোর মুখে নিয়ে আসা।

একটি শক্তি এ দেশের হিন্দুদের ওপর আক্রমন করে সব সময় অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করতে চায়; এ শক্তির গোড়াটি উদঘাটন করা দরকার। সেটি রাজনৈতিক হোক বা অরাজনৈতিক শক্তি হোক। তাহলেই এ দেশের হিন্দুরা আস্থার নতুন মাত্রায় উন্নিত হবে। আগামী দিনে একজন হিন্দুও এ দেশ ছেড়ে যাবে না। তারা আমাদেরই বন্ধু প্রতিবেশী। সবচেয়ে বড় কথা হলো তারা সংখ্যালঘু নয়, এ দেশের নাগরিক। তাদের মধ্যে যে ভয়, এ ভয়টি কাটানোর সুযোগ রয়েছে এ সরকারের। কিছু বিচার করে আপনারা দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। রাজনৈতিক প্রভাবে যারা প্রতিবেশী হিন্দুদের বাড়ি ঘর দখল করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার এখনই সময়। ভারতও যে সংশয় নিয়ে থাকে হিন্দুদের বিচার নিয়ে সে রেশটি কাটিয়ে তুলুন। দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে ঝগড়া কখনোই সুখকর নয়। এতে বাংলাদেশ যেমন লাভবান হবে না, ভারতও নয়। বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিয়ত উত্তপ্ত বক্তৃতা, বিবৃতি দিলে সমস্যা সমাধানের কূলে পৌঁছা যেমন যাবে না। আবার আলু-পেয়াজ আর পর্যটন বন্ধের হঠকারি সিদ্ধান্ত অপরিপক্কতারই পরিচয় বহণ করে।

কারণ বাংলাদেশ একবার যদি নতুন গন্তব্যের দিকে হাঁটা শুরু করে তাহলে সেই দিকেই সবাই ছুটবে। নতুন রাস্তা তৈরি হয়ে গেলে মানুষ পুরনো রাস্তার কথা ভুলে যায়। তাই এই মুহূর্তে ভারতের উচিৎ বাংলাদেশের তরুণ শক্তিকে সম্মান করা। তারাও আপনাদের কাছে টেনে নেবে। অন্যথায় বিভাজন বছরের পর বছর লেগে থাকবে কেউই তাতে লাভবান হবে না। বোধদয়ের নতুন উন্মেষ ঘটান- তাহলেই শান্তির দেখা মিলবে।

লেখক: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী লেখক ও সাংবাদিক

বাংলাদেশে প্রেস ফ্রিডম অ্যাট রক বটম: অ্যানালাইসিস ইন লাইট অব গ্লোবাল ট্রেন্ডস

দেলোয়ার জাহিদ

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক সমাজের একটি ভিত্তিপ্রস্তর হিসাবে রয়ে গেছে, যা তথ্য প্রচার, জনমত গঠন ও জবাবদিহিতার বাহন হিসেবে কাজ করে। যাই হোক, ঐতিহাসিক, আইনি ও সামাজিক-রাজনৈতিক কারণগুলির দ্বারা আকারে বিশ্বব্যাপী সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পরিমাণ ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। এই নিবন্ধটি বাংলাদেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে, এটিকে বৈশ্বিক মানদণ্ডের সাথে তুলনা করে ও সাংবাদিকতা অধ্যয়নের জন্য সেরা দেশগুলো অন্বেষণ করে।

বাংলাদেশ: সাংবাদিকদের জন্য একটি বিপজ্জনক ভূখণ্ড: রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ) অনুসারে, বাংলাদেশ তার ২০২৪ সালের বিপজ্জনক দেশগুলোর তালিকায় সাংবাদিকদের জন্য তৃতীয় সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশ হিসাবে স্থান পেয়েছে। যদিও দেশের সংবিধানে মত প্রকাশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়, এই অধিকার প্রায়ই আইন প্রণয়ন, রাজনৈতিক ও সামাজিক চাপ দ্বারা ক্ষুন্ন হয়।

আইনি সীমাবদ্ধতা: বাংলাদেশের সাংবাদিকরা ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ কঠোর আইনি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, যা ১২০ দিন পর্যন্ত বিনা বিচারে আটক রাখার অনুমতি দেয়। অতিরিক্ত আইনি প্রতিবন্ধকতার মধ্যে মানহানি, রাষ্ট্রদ্রোহ ও সংবেদনশীল জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে রিপোর্ট করার জন্য ফৌজদারি দন্ড অন্তর্ভুক্ত। এই আইনগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতার বাধা দেয় ও প্রেসকে কার্যকরভাবে ক্ষমতা যাচাই করা থেকে নিরুৎসাহিত করে।

নিরাপত্তার অভাব: সাংবাদিকরা প্রায়ই সেন্সরশিপ, হয়রানি ও ভীতি প্রদর্শনে পরিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করে, যার ফলে ব্যাপক স্ব-সেন্সরশিপ হয়। এই চ্যালেঞ্জগুলি একটি শক্তিশালী ওয়াচডগ হিসাবে কাজ করার জন্য প্রেসের ক্ষমতাকে দুর্বল করে, যার ফলে মিডিয়ার প্রতি জনসাধারণের আস্থা দুর্বল হয়।

প্রেস ফ্রিডম সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গি: বিশ্বব্যাপী দেশগুলো সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রতি বিভিন্ন মাত্রার প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে। উদাহরণস্বরূপ, সুইডেন একটি ট্রালব্লেজার হিসাবে দাঁড়িয়েছে। সাংবিধানিকভাবে ১৭৬৬ সালের প্রেসের স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদানকারী প্রথম দেশ হয়ে উঠেছে। এই আইন উন্মুক্ততা ও স্বচ্ছতার জন্য একটি ঐতিহাসিক নজির স্থাপন করেছে। বিপরীতে, প্রতিবেশী দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি, যেমন ভারতের মত, একটি স্বাধীন সংবাদপত্র বজায় রাখার ক্ষেত্রে একই রকম সংগ্রামের সম্মুখীন হয়। ২০২৪ সালের বিশ্ব প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্সে ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারত ১৫৯তম স্থানে রয়েছে, যা গণমাধ্যমের স্বায়ত্তশাসন ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জগুলো প্রতিফলিত করে। এই সূচকে সাংবাদিকদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক, আইনি ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা হয়। ২০১৭ সাল থেকে ভারতের পতনশীল পদমর্যাদা এই অঞ্চলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগকে নির্দেশ করে।

সাংবাদিকতা অধ্যয়নের জন্য সেরা দেশ: উচ্চাকাঙ্ক্ষী সাংবাদিকদের জন্য, প্রেস স্বাধীনতার গতিশীলতা বোঝা ও নেভিগেট করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নলিখিত দেশগুলি সাংবাদিকতা অধ্যয়নের ব্যতিক্রমী সুযোগ দেয়, যা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্বের শক্তিশালী ঐতিহ্য দ্বারা চিহ্নিত-

সুইডেন: সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতিসহ সুইডেন মিডিয়া নীতিশাস্ত্র ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা অধ্যয়নের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ দেয়।

ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড ও নরওয়ে: তাদের উচ্চ স্তরের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকতার সততার জন্য পরিচিত এই নর্ডিক দেশগুলো সাংবাদিকতায় কঠোর প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য আদর্শ।

নিউজিল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড: এই দেশগুলি সাংবাদিকদের জন্য শক্তিশালী আইনি সুরক্ষা দেয়ার সময় নৈতিক রিপোর্টিং ও সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার উপর জোর দেয়।

নেদারল্যান্ডস ও সুইজারল্যান্ড: মিডিয়া অধ্যয়নের জন্য তাদের প্রগতিশীল পদ্ধতির জন্য বিখ্যাত এই দেশগুলো আধুনিক সাংবাদিকতায় উদ্ভাবন ও অভিযোজন যোগ্যতাকে উৎসাহিত করে।

উপসংহার: সংবাদপত্রের স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক সমাজের একটি মৌলিক স্তম্ভ। তবুও, এর উপলব্ধি বিশ্বব্যাপী অসম রয়ে গেছে। বাংলাদেশে, বিধি নিষেধ মূলক আইন ও নিরাপত্তার হুমকি সাংবাদিকতার সততা এবং মিডিয়ার প্রতি জনগণের আস্থার জন্য উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ। এসব বাধা সত্ত্বেও দেশের প্রাণবন্ত ও সাহসী সংবাদপত্রগুলি অ্যাকাউন্টের ক্ষমতা ধরে রাখতে এবং সামাজিক অবিচার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। সুইডেনের মত দেশ গণতন্ত্র ও স্বচ্ছতা চালনা করার জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সম্ভাবনার উদাহরণ দেয়। ভবিষ্যতের সাংবাদিকদের জন্য শক্তিশালী সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ঐতিহ্যের দেশগুলোতে অধ্যয়ন করা তাদের বিশ্বব্যাপী এই অপরিহার্য অধিকারের পক্ষে সমর্থন করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সজ্জিত করতে পারে। আইনি সুরক্ষা জোরদার করা, সহনশীলতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা ও লঙ্ঘনের জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা বাংলাদেশ এবং তার বাইরেও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রচার ও সুরক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

লেখক: সভাপতি, বাংলাদেশ নর্থ আমেরিকান জুর্নালিস্টস নেটওয়ার্ক

অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মোদির বিতর্কিত বার্তা

এ কে এম শামসুদ্দিন

বিজয় দিবস উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এক্স হ্যান্ডেলে দেওয়া একটি পোস্ট নিয়ে বাংলাদেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে বাংলাদেশের সব গণমাধ্যমেই প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের। এই দিনটি তাই বাংলাদেশের জনগণের কাছে অত্যন্ত গর্বের ও আনন্দের। এমন একটি গৌরবোজ্জ্বল দিনকে কেন্দ্র করে নরেন্দ্র মোদি তাঁর বার্তায় লিখেছেন, 'আজ বিজয় দিবসে আমরা সেই সাহসী সৈনিকদের সাহস ও আত্মত্যাগকে সম্মান জানাই, যাঁরা ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক বিজয়ে অবদান রেখেছিলেন। তাঁদের নিঃস্বার্থ, নিষ্ঠা ও অটল সংকল্প আমাদের জাতিকে সুরক্ষিত করেছে এবং আমাদের গৌরবে ভরিয়ে দিয়েছে। এই দিনটি তাঁদের অসামান্য বীরত্ব ও অবিচল মানসিকতাকে শ্রদ্ধা জানানোর দিন। তাঁদের আত্মত্যাগ প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে এবং আমাদের জাতির ইতিহাসে চিরদিনের জন্য গভীরভাবে গেঁথে থাকবে।' তাঁর এই বার্তায় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর অসাধারণ সাফল্যের বর্ণনা থাকলেও এই বিজয় দিবসের সঙ্গে যে বাংলাদেশের কোনো সম্পর্ক আছে; তা বোঝাই যায় না। মোদির এই বার্তা দেখে বিস্ময় জাগালেও অপ্রত্যাশিত নয়। ভারতীয়দের এই অহংবোধ আমাদের জন্য পীড়াদায়ক। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে ভারত, মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়ের কৃতিত্বকে যে ছোট করার চেষ্টা করে আসছে, তা নতুন করে বলার কিছু নেই। ভারতের এই হীনম্মন্যতা অনেক আগেই প্রকাশ পেয়েছে। ভারত বরাবরই মুক্তিযুদ্ধকে পাশ কাটিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধকে 'পাক-ভারত' যুদ্ধ বলার চেষ্টা করে আসছে।

২০১৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর ঢাকার এক অনুষ্ঠানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছিলেন। ওই কর্মকর্তার লেখা '১২ দিনের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ' শীর্ষক একটি বইয়ের মোড়কও উন্মোচন করা হয়। ভারতীয় ওই সেনা কর্মকর্তার বইয়ের নাম ও বক্তব্য নিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধারা মন খারাপ করলেও মুখ ফুটে বলতে পারেননি। তাতে ভারত নাখোশ হলে সরকারপ্রধানও নাখোশ হবেন ভেবে তেমন জোরালো প্রতিবাদ করার সাহস করলেন না তাঁরা। পরদিন ১৬ ডিসেম্বর কলকাতায় বিজয় দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা আগের দিন ঢাকায় ঘটে যাওয়া বিতর্কিত বিষয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টার্সের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল অভয় কৃষ্ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি দায়সারাভাবে বলেছিলেন, 'অবশ্যই ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে মুক্তিযোদ্ধারাও অংশ নিয়েছিল।'

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল গণমানুষের যুদ্ধ।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল গণমানুষের যুদ্ধ। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-জনতা, বাঙালি সেনাসদস্য, পুলিশ ও বাঙালি ইপিআর সদস্য, নারী-পুরুষ থেকে শুরু করে সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষ এ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ৯ মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা যখন পাকিস্তানি বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে ফেলেছে, অস্ত্র-গোলাবারুদসহ যুদ্ধের রসদ যখন প্রায় নিঃশেষ, এমন পরিস্থিতিতে ভারতের সশস্ত্র বাহিনী মুক্তিবাহিনীর সহযোগী ফোর্স হিসেবে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শামিল হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধা এবং এ দেশের সাধারণ মানুষের সহায়তা ছাড়া ভারতীয় বাহিনীর পাকিস্তানিদের পরাজিত করা এত সহজ হতো না। এই কথা মুক্তিযুদ্ধের সম্মিলিত মিত্রবাহিনীর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা নিজে স্বীকার করেছেন।

১৯৯৮ সালে জেনারেল অরোরা ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে এসে বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষক আফসান চৌধুরীকে বলেছিলেন, 'তোমাদের দেশের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে গ্রামের মানুষ যদি সহায়তা না করত, তাহলে আমরা কোনো দিনই বাংলাদেশে ঢুকতে পারতাম না।' জেনারেল অরোরা পাঁচ দিনের সফরে এসেছিলেন বাংলাদেশে। তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনের সময় বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতা ছাড়াই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিজয় সম্ভব ছিল। এতে সময় হয়তো দু-তিন বছর বেশি লাগত। কারণ, বাংলাদেশের যুদ্ধটি ছিল একটি জাতির স্বাধীনতাযুদ্ধ। কোনো যুদ্ধ যদি স্বাধীনতার জন্য হয়, তবে সে যুদ্ধকে কোনোভাবেই ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয় না।' বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও জনগণের ভূমিকার প্রশংসা করে সেদিন তিনি আরও বলেছিলেন, 'তাঁরা একটি পরিপূর্ণ যুদ্ধের জন্য প্রাণপণ অবদান রেখেছেন।'

একাত্তরের ৩ ডিসেম্বর দেশব্যাপী সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরুর পর সম্মুখ সমরে নেতৃত্বদানকারী ভারতীয় কমান্ডারের অভিজ্ঞতার কথা জানা যায়। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অভিযানে নিয়োজিত ভারতীয় ২০ মাউন্টেইন ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং মেজর জেনারেল লচমন সিং গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের এক অভিযানের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তাঁরই লেখা 'ইন্ডিয়ান সর্ড স্ট্রাইকস ইন ইস্ট পাকিস্তান' বইয়ের ১২৫ ও ১২৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'মুক্তিবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছিল বলেই আমরা সহজে শত্রুকে পরাস্ত করতে পেরেছি। যুদ্ধ শুরুর প্রথম থেকেই মুক্তিযোদ্ধারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মুক্তিবাহিনী বেশ দক্ষতার সঙ্গে আমাদের গাইড করেছে, এ জন্য গোবিন্দগঞ্জে পাকিস্তানি ব্রিগেড ডিফেন্স পজিশন বাইপাস করে পেছন থেকে আমরা সম্মিলিত আক্রমণ করে পরাভূত করতে সক্ষম হয়েছি। পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা অবস্থানকে বাইপাস করতে আমাদের একটা নদী অতিক্রম করতে হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের দেখানো পথ অনুসরণ করেই সেদিন ভারী যুদ্ধসরঞ্জামসহ ভারতীয় সেনাদল নদীটি নির্বিঘ্নে অতিক্রম করতে পেরেছিল।

নদী পার হতে শত্রু মোকাবিলা করতে হয়নি এবং পথে কোনো দুর্ঘটনাও ঘটেনি।'

মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাথা ঊহ্য রেখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী যে বার্তাই দিন না কেন, ইতিহাসের অনিবার্য সত্যকে তুলে ধরে আমাদের সঠিক জবাব দিতেই হবে। প্রয়োজনে বারবার মুক্তিযুদ্ধের সঠিক চিত্র সবার সামনে তুলে ধরতে হবে। কিছুদিন আগেও হয়তো ভারতের এমন আচরণের প্রতিবাদ করা যেত না। তখন অবশ্য সে পরিবেশও ছিল না। নরেন্দ্র মোদি এবারই প্রথম বিজয় দিবসে এমন বিতর্কিত বিবৃতি দেননি। ২০১৮ সালেও তিনি অনুরূপ বিবৃতি দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অবজ্ঞার উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন। তখন শুধু মোদি নয়, ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী, এমনকি এয়ারফোর্সের বার্তায়ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ বাদ দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়া ভারতীয় তারকা, খেলোয়াড়, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদেরা একাত্তরে বাংলাদেশের বিজয়কে তাঁদের বিজয় বলে গণমাধ্যমে বিবৃতি দিয়েছিলেন। বেশির ভাগ বার্তায় ১৬ ডিসেম্বরের এই দিনকে 'ভারতীয় সেনাবাহিনীর অসাধারণ সাফল্য' বলে বর্ণনা করা হয়েছিল।

ভারতের তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মলা সীতারাম ওই সময় এক টুইট বার্তায় লিখেছিলেন, 'ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি, সাহস আর সংকল্পই মাত্র চৌদ্দ দিনের মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনীকে অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য করেছিল, যা আধুনিক ইতিহাসে বৃহত্তম সামরিক আত্মসমর্পণগুলোর মধ্যে একটি।' এভাবেই ভারতীয়রা মুক্তিযোদ্ধাদের কৃতিত্বকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে আসছেন। ভারতীয়দের এসব বিবৃতি নিয়ে তখন কিছু কিছু সংবাদপত্রে খবর বের হলেও আওয়ামী লীগ সরকারের কোনো মন্ত্রী কিংবা দলের কোনো নেতা, আওয়ামী লীগ ঘারানার মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীকে জোরালো প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি। অন্যভাবে যদি বলি, মোদির সেই বিবৃতির প্রতিবাদ করতে কেউ সাহস পাননি। কারণ, ভারত অখুশি হবে এমন বিবৃতি দেওয়ার পরিবেশ তখন ছিল না। এখন পরিস্থিতি বদলেছে। অন্যায়ের প্রতিবাদ আমাদের করতেই হবে। মনে রাখতে হবে, লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার কৃতিত্ব, কট্টর হিন্দুত্ববাদী কোনো রাজনৈতিক নেতার সার্টিফিকেটের ওপর নির্ভর করে না। তবে এমন ব্যক্তিকে যদি সে দেশের মানুষ ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসায়, তখন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেওয়া তাঁর বিবৃতি কিছুটা গুরুত্ব বহন করে বইকি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত যেকোনো বিবৃতির আমরা নিন্দা জানাই। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা, ৩০ লাখ শহীদ এবং সম্ভ্রমহানির শিকার আড়াই লাখ মা-বোনের আত্মত্যাগকে যদি কেউ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অবজ্ঞা করে; আমরা অবশ্যই তাদের সেই অসৎ উদ্দেশ্যকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করি।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ
› আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
› আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
› আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
› আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
› আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা
ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
ASTORIA 718-777-7001
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MANHATTAN 212-808-0790
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

বড় বিচিত্র এই প্রবাসের জীবন। জীবন মৃত্যুর খেলাও এখানে বড় বিচিত্রভাবে আসে। আজকে যে আসে বুক ভরা স্বপ্ন নিয়ে কাল তাকেই মৃত্যুর হিমশীতল জগতে প্রবেশ করতে হয়। যে জীবন পলাশের- শিমুলের, যে জীবন কেটে যায় গ্রামের পথের ধুলোবালি মাখা বাতাসে আর ধানক্ষেতের সবুজ ঢেউ দেখে! সে জীবনটাকে আবার প্রবাসে এসে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বরণ করতে হয় হিমশীতল ফিউনারেল হোমে। মৃত্যুবরণ করতে হয় নির্জন রিহাব সেন্টারে। এই অনিবার্য করুণ পরিণতি প্রবাসীরা চায় না। কিন্তু তারপরও জীবনের বাঁকে বাঁকে এসব আমাদের মানতে হয়। জীবনের তাগিদে অনেকেই আবার বেছে নেয় এমন কিছু কাজ, যা দেশে থাকতে আমরা কল্পনাও করি না। তারপরও হাসিমুখি করে যায় সব কাজ। প্রবাসে কাজ নিয়ে কারও ছোট বড় ভেদাভেদ নেই। দূর প্রবাসে থাকলেও দেশ সব সময় প্রবাসীদের মনের উপর আচঁড় কেটে যায়। এইসব হিসাব নিয়েই আমাদের উত্তরের জনপদ।—**সোহানা নাজনীন/ফরিদা ইয়াসমীন**

অন্তিম যাত্রা

বয়স্ক ভদ্রলোকের বয়স আর কত হবে? এই আশি ছুঁই ছুঁই। বড্ড শখ করে বড় ছেলের কাছে এসেছিলেন। আমাদের এক বন্ধুর বাবা উনি, আমরা যখন গত মার্চ মাসে উনার সাথে দেখা করতে যাই তখনও নিউইয়র্কে বেশ শীত। বাংলাদেশ থেকে নতুন এসেছেন বলে ওই শীত উনারা সহ্য করতে পারছিলেন না। গায়ে পরতে পরতে কাপড় পরেও ঠাণ্ডায় কাঁপছিলেন। গাছের শরবতী লেবু, নাড়ু আর কয়েক রকম আঁচার নিয়ে এসেছেন সাথে করে। জিজ্ঞাসা করলাম, "আমেরিকা কেমন লাগছে মেসো?"

চেহারায় অসন্তুষ্টি ফুটিয়ে উত্তর দিলেন, "একদমই ভালো না। এই শহরে সবাই যার যার ঘরে কাজে ব্যস্ত থাকে। কারো কাছে কোন সময় নাই। আমার মতো বুড়ো মানুষের জন্য এই শহর না।"

বুঝলাম বেশি বয়সের কারণে এখানের কোন চাকচিক্যই মেসোকে ছুঁতে পারছে না। আমেরিকার এই বন্দী জীবন উনি পছন্দ করেন নাই। সকাল ন'টার মধ্যেই ছেলে, ছেলের বউ বের হয়ে যায়। একমাত্র নাতি বের হয় আরো সকালে, তাঁর অফিস আবার নিউ জার্সিতে। তারপর থেকে সেই সন্ধ্যা পর্যন্ত একলা একলাই সময় কাটান উনি। উনার স্ত্রী সাথে থাকেন অবশ্য, কিন্তু তাঁরও বয়স হয়েছে। ছেলের সংসারের সবই অচেনা, অজানা। রান্নাঘরের ফ্রিজে কোথায় কি থাকে তা তাদের জানা নেই। ওভেন, মাইক্রোওভেন, হুভার কিভাবে চালায় তা উনারা জানেন না। কি দিয়ে কি রান্না হবে, কখন কোন বেলায় কি খাওয়া হবে সবই সকাল বেলা কাজে যাবার আগে ছেলের বউ বুঝিয়ে দিয়ে যায়। এরপর থেকে শুধু শুয়ে-বসা থাকা ছাড়া আর কোন কাজ থাকে না। মোবাইলে কতক্ষণ গল্প চলে চেনা পরিচিতদের সাথে। বাংলাদেশে রাত বাড়ার আগেই ছেলে-মেয়ে-পরিজনের সাথে কথা সেরে ফেলেন। আফসোসের স্বরে ওই একই কথা, "এদেশে কে থাকবে বলতো?"

উনি নারায়ণ চন্দ্র সাহা, কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলায় দীর্ঘ সময় ধরে পরিবার নিয়ে উনার বসবাস ছিল। বড় ছেলে কুড়ি বছরের উপরে হয়ে গেল দেশ ছেড়েছে। ছেলে তার পরিবার নিয়ে এখন থাকে নিউইয়র্ক শহরে। বাকি দুই সন্তান দেশেই থাকে। বড় ছেলের আবদারে অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও গ্রিনকার্ড নিয়ে এদেশে ঢুকেছিলেন দশ বছর আগে। ছেলের সে কি খুশি, প্রতি সপ্তাহান্তে এদিক ওদিক ঘুরতে নিয়ে যেত। হোয়াইট হাউজ, স্ট্যাচু অফ লিবার্টি, নায়াগ্রা ফলস, হারশি চকোলেট ফার্ম, মিউজিয়াম কতকিছুই তো ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছে। কিন্তু তাতে নারায়ণ চন্দ্রের মন ভরেনি। উনার মন চান্দিনা গ্রামেই পড়ে থাকতো। বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে চলা বাটাখাসি নদীর কথা মনে পড়তো। বাটাখাসি নদীর পাশেই ছিল নারায়ণ চন্দ্রের আদিবাড়ি, সেখানে বড় হয়েছিলেন তিনি। নায়াগ্রা ফলসের বিপুল পানির সামনে দাঁড়িয়ে উনি বাটাখাসি নদীর কথা ভাবছিলেন। বর্ষাকালে কি প্রমত্ত ঢেউ থাকতো, ঢেউয়ের মাথায় সাঁতার সাঁতরেই ছোটবেলা কেটেছিল নারায়ণ চন্দ্রের।

ছয়মাস যেতে না যেতেই উনি বায়না ধরলেন ছেলের কাছে, "বাবা, আমাকে দেশে পাঠিয়ে দে। এখানে ভালো লাগে না, মন টেকে না।"

শত অনুরোধ উপেক্ষা করে গ্রিনকার্ডের শর্ত না মেনে একদিন দেশেই ফিরে গেলেন নারায়ণ চন্দ্র। তবে তার অদৃষ্টে লেখা ছিল উল্টো কাহিনী। বছর খানেক আগে নারায়ণ চন্দ্র অসুখে পড়লেন। সব শুনে বড় ছেলে আবারো আমেরিকায় আনার প্ল্যান করে ফেললো। এবারে বাধ্য হলেন নারায়ণ চন্দ্র ছেলের কাছে আসতে। শরীরে অসুখ বেঁধেছে, আগের মতো শক্তি আর সাহস পান না। তাই উচু গলায় ছেলেকে না করতে পারলেন না।

ডাক্তারের কাছে রেগুলার চেকআপে ধরা পড়ল নারায়ণ চন্দ্রের দুটো কিডনিই নষ্ট, আর বেশিদিন কাজ করবে না। ডাক্তার সাফ জানিয়ে দিল যে এক্কেবারে শেষ মুহূর্তে এসে পড়েছে রোগী। ডায়ালাইসিস চলতে লাগলো, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার চান্স নেই খুব একটা। মাঝেমধ্যে বাড়ি গেলে আবারো ফিরে আসতে হয় রিহ্যাব সেন্টারে। এভাবেই পাঁচ মাস কেটে গেল।

রিহ্যাব সেন্টারে রোগীর বিছানার পায়ের দিকে ছোট্ট একটা জানালা। সেই দিকে অনবরত তাকিয়ে থাকেন নারায়ণ চন্দ্র। জানালার পিছনের আলো কখনো থাকে উজ্জ্বল, আবার কখনোবা নিকষ কালো। কত দিন-রাত-মাস কেটে গেল নারায়ণ তার হিসাব রাখতে পারেন না। তাঁর মন শুধু ঘুরপাক খেয়ে বেড়ায় বাটাখাসি নদী আর ঘুগড়ার বিলের পানিতে। এখন হয়তো সেখানে দিন, বাসার সামনের রাস্তায় মানুষের সরগরম চলাচল। বেলা বাড়ার সাথে ফেরিওয়ালার হাক-ডাক বেড়েছে। সবকিছুই ঠিকঠাক জায়গামতো আছে, শুধু নারায়ণ চন্দ্রই নেই ওখানে।

তাদের অফিস বারান্দার বিল্ডিংয়ের সামনে এতোক্ষণে লোকজন জড় হয়ে হয়তোবা চা খাচ্ছে, রাজনীতির আড্ডা হচ্ছে। সব দৃশ্য চোখের সামনে ভাসলেও নারায়ণ তার কিছুই ছুঁতে পারছেন না। গ্রামে তাদের ধান-চালের ব্যবসা ছিল, দুই ছেলেকে ঢাকায় রেখে পড়ালেখা করিয়েছেন। একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। স্ত্রীকে নিয়ে বেশ দিন কাটাচ্ছিলেন হেসে খেলে। সৃষ্টিকর্তা তার সুখ বেশিদিন স্থায়ী করলেন না। এই বিদেশি
মাটিতে এনে ফেললেন, এখানে আলো, বাতাস, আকাশ, খাবার কিছুই ভালো লাগে না। রিহ্যাব সেন্টারে সুন্দর পরিপাটি পোশাক পরিহিত নার্স তদারকি করে, তাদের কেউ চেনা মুখ না। বেসুরা ইংরেজী ভাষায় তারা কথা বলে, নারায়ণ কিচ্ছু বোঝেন না। প্রতিদিন বিকালে তাঁর স্ত্রী আসেন, বড় ছেলে রাতে এসে মাকে সাথে করে বাড়ি ফিরে যায়। রাতে নারায়ণের একবিন্দু ঘুম হয় না। পানিতে ফুলে থাকা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা করে।

নারায়ণ চন্দ্র কিন্তু ফিরতে পারলেন না। জীবনের কাছে ফেরা হল না তাঁর। বৃষ্টি মুখরিত ডিসেম্বরের এক ভোরে তিনি অমর্ত্যলোকে যাত্রা শুরু করলেন। অন্তিম যাত্রার উদ্দেশ্যে তার দেহ রাখা হয়েছিল ফিউন্যারেল হোমে, সপ্তাহের মাঝখানে হলেও প্রচুর মানুষ দেখতে এসেছিল। বড় ছেলে আনুষ্ঠানিকতায় ব্যস্ত, সামনের চেয়ারে নারায়ণ চন্দ্রের স্ত্রী বজ্রাহতের মতো বসে ছিলেন। হাতে সেলফোন ধরা, ভিডিও কলের মাধ্যমে দুই ছেলে-মেয়ে দেশ থেকে বাবার অন্তিম যাত্রা দেখছে। নারায়ণ চন্দ্রের স্ত্রীর একটাই কথা, "আমি তো দুইটা টিকিট কেটে আমেরিকায় আসলাম, এখন একলা ফিরবো কিভাবে?"

বাইরে তখন বৃষ্টি আরো ঘন হয়ে পড়ছিল, এই বৃষ্টিতে শীত আরো বাড়ে। মানুষের জীবন বড় অদ্ভুত, কোন দেশে তার দেহ জন্মাবে আর কোন দেশে দেহবসান হবে তার উত্তর জানা নেই।

এক অস্থির সময়ের কথা

এই জনপদের মানুষের মনে এখন অস্থিরতা। যেমন অস্থিরতা চলছে আমেরিকানদের তেমনি চলছে আমেরিকান বাংলাদেশিদের। বর্তমানে অস্থিরতা আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক। রাজনীতির এই অস্থিরতা শুরু হয়েছে এবছরের জুলাই থেকে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ হাসিনার বিদায়। ১৫ বছরের শাসনের পর হাসিনা ছাত্র -জনতার অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। এরপর থেকে মানুষের মনে চলছে আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব সংঘাত। দেশ থেকে অনেক দূরে সুদূর এই প্রবাসে থেকেও মানুষ দেশের এই পরিবর্তনের পক্ষে বিপক্ষে মত দিয়েছেন। মত দিতে গিয়ে প্রবাসের মানুষেরা দ্বিখন্ডিত হয়েছেন। কখনো মতবিরোধ এত কঠিন এবং প্রকট হয়েছে যে সামাজিকভাবে একজন আরেকজনের মুখ দেখা বন্ধ করেছেন। চায়ের আড্ডায় তুমুল হয়েছে রাজনীতি। আবার আমেরিকার নির্বাচন নিয়েও চলেছে মতবিরোধ, আলোচনা-সমালোচনা। অনেকেই আছেন ট্রাম্পের রাজনীতি পছন্দ করছেন না। আবার অনেকে গভীর আশায় বুক বাঁধছেন ট্রাম্পকে নিয়ে।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের তীর্থস্থান জ্যাকহন হাইটস। এখানে বাঙালিরা আসেন; বাজার করেন, ব্যবসা করেন। প্রচুর বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট আছে এখানে। বাঙ্গালিরা এসব রেস্টুরেন্টে আসেন, বসেন রাজনীতির আলোচনায় টেবিল গরম করেন। ফুটপাতে বসে প্রচুর বাঙালিরা ব্যবসা করছেন। তাদের সাথে কথা বললে জানা যায় দেশের এবং প্রবাসের তাদের চিন্তা ভাবনা এবং তাদের অবস্থানগত সমস্যা ও আশা- নিরাশা কাহিনী।

এই জনপদের প্রতিনিধি কথা বলেন ফুটপাতে কর্মরত কিছু মানুষের সাথে। যারা সকালে আসেন ফুটপাতে দোকান সাজিয়ে বসেন। আবার সন্ধ্যা নামলেই ফিরে যান ঘরে। মাঝের দীর্ঘ একটা সময় ব্যস্ত থাকেন বেচাকেনায়। এরা মূলত শ্রমজীবী মানুষ। এদের অধিকাংশই একটু বয়স্ক। জিজ্ঞেস করলেই জানা যায় ছেলে অথবা মেয়ে তাদেরকে নিয়ে এসেছেন। সংসারের প্রয়োজনে কারণে তারা এ কাজে ব্যস্ত রাখছেন নিজেদেরকে।

সাম্প্রতিক বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে তাদের ভেতর মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কেউ বলেন দেশটা শেষ করে দিয়ে গেছেন হাসিনা। কেউ বলেন ভালোই তো ছিলাম। এসব পরিবর্তনের কারণে আমাদের কতজনের চাকরি নাই, কতজন দেশ ছেড়ে বিদেশে পালায় গেছে এটা আমাদের ভালো লাগে না।

আবার অনেকেই চিন্তিত আছেন ট্রাম্পের ক্ষমতায় আসা নিয়ে। এমনই একজন বললেন, ছেলে মেয়ের জন্য আমি আবেদন করেছি। এখন ট্রাম্প যদি ঝামেলা করে তাহলে ওদের আসতে অনেক দেরি হবে। আবার কেউ আছেন কাগজ নাই। তারা চিন্তায় আছেন ট্রাম্প তাদেরকে আমেরিকা থেকে বের করে দিবে কিনা। কি হবে সংসারের? খেটে

খাওয়া গরিব মানুষ। দেশেও কিছু নাই এ দেশেও কিছু জমা করতে পারেননি। কি হবে তাদের? এমনই চিন্তা ভাবনায় ছেয়ে আছে তাদের মন। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশচুম্বী। ঘর ভাড়াও আকাশছোঁয়া। সবকিছু মিটিয়ে তারা কোনরকম দিন গুজরান করছেন। দেশে ফেলে আসা স্বজনদেরকে সেভাবে সাহায্য করতে পারছেন না।

বাঙালি পরিচালিত অনেক শাড়ির দোকান এবং কাপড়ের দোকান জ্যাকসন হাইটসে আছে। এখানে যারা কাজ করেন তারা মূলত মহিলা। এরকমই একজন মহিলার সাথে আলাপ হলো। উনি জানালেন বিক্রি আগের চাইতে অনেক কমে গেছে। কেন কমে গেছে জানতে চাইলে বলেন মূলত অর্থনৈতিক টানাপোড়েন এর জন্য দায়ী। মানুষের বেতন বাড়েনি কিন্তু জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে, ঘর ভাড়া বেড়েছে।

এসবের মাঝেই আবার দেখা যাচ্ছে এখানে স্লোগান চলছে, মিটিং চলছে। কেউ জয় বাংলা ধ্বনিতে মুখরিত করছেন, কেউ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ ধ্বনিতে মুখরিত করছেন। আবার কাউকে দেখা যাবে লাল সবুজ শাড়ি পরে, কপালে লাল টিপ, খোপায় বেলি ফুলের মালা গুজে গান গাইছেন "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।"

এভাবেই চলছে বিদেশের মাটিতে আমাদের বাঙালি সমাজ। তারা ভালো থাকুক, বেঁচে থাকুক সুন্দরভাবে। জনপদের পক্ষ থেকে এই আমাদের কামনা।

খোলা হাওয়া

রাশিদা কামাল

অফিস থেকে বের হতে আজ দেরি হল ডোরার। রাস্তার দিকে চোখ পড়তেই দেখল রাস্তা প্রায় ফাঁকা। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল পরিবহন ধর্মঘটের কথা। কিছুটা ঘাবড়ে গেল ও। তবুও মনে মনে ভাবল, কাছেই বান্ধবী সীমার বাসা। সে রকম হলে হেঁটেও চলে যেতে পারবে। কথাটা ভাবতে ভাবতে বেশ অনেকটা পথ ও চলেও এল। রিকশার অপেক্ষায় একটু থামল। আর সেই মুহূর্তে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল ওর পাশে। দেখল, একটা লোক স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে চিন্তিত মুখে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে।

বিকেলের আলো মুছে গেছে। একটু ভয় ভয় করছে ডোরার। হঠাৎ গাড়ির দরজা খুলে লোকটা ওর দিকে তাকাল। কোন ভনিতা না করেই বলল,

'আপনি কারো অপেক্ষায় আছেন?'

'না! ভাবছি কীভাবে বাড়ি ফিরব!'

'আজ বেরিয়েছেন কেন? ধর্মঘট জানতেন না!'

'সেটা তো আধাবেলা!'

'এসব ক্ষেত্রে কি কথা ঠিক থাকে?'

'শুনলাম শান্তি নগরের দিকে মারামারি হয়েছে। মানুষও মারা গেছে!'

ডোরার মুখটা ভয়ার্ত দেখাচ্ছে। মায়া লাগছে হাসানের। ও আর কথা না বাড়িয়ে শুধু বলল,

'কোথায় যাবেন?'

'উত্তরা।'

'উত্তরা! অসম্ভব!'

'তাহলে কী হবে!'

হাসি পাচ্ছে হাসানের। আসলে মেয়েরা মুখে যত সাহস দেখাক, এ পরিস্থিতিতে ভয়ই পায়।

ডোরা হাসানের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মুহূর্তে একটা মেয়েলি মিষ্টি গন্ধ ওকে ঘিরে ধরল।

'কাছাকাছি আপনার কোন আত্মীয়স্বজন নেই?' 'একজন বান্ধবী আছে। কিন্তু, এ অবস্থায় সেখানেও তো যাওয়া সম্ভব না!'

'আপনার বের হওয়াটাই ভুল হয়েছে।'

'আপনি বেরিয়েছেন কেন?'

'আমার মা হাসপাতালে। বাধ্য হয়ে বেরিয়েছি।'

'কী করা যায় বলুন তো!'

শুকনো মুখে ডোরা কথাটা বলল।

ডোরার মুখের দিক আবার চোখ গেল হাসানের। আবারও মিষ্টি গন্ধটা ছুঁয়ে গেল ওকে। এবার শুধু মিষ্টি গন্ধ না, ডোরার চোখ, ঠোঁট, চিবুক দারুণ আকর্ষণ করছে ওকে।

বিপরীত লিঙ্গের আকর্ষণে ও এলোমেলো প্রায়। যা আগে কখনও অনুভব করে নি!

'এক্সকিউজ মি, মে আই হ্যাভ ইউর ন্যাম?'

'অফকোর্স, আই অ্যাম ডোরা, থাকি উত্তরা।'

আমি ইস্কাটন। হাসান নামে ডাকে সবাই। তা আপনি কি বান্ধবীর বাসায় যাবেন না কি এখানেই থাকবেন?'

এবার ডোরার হাসি পেল।

'এখানে হয়তো থাকব না! কিছু একটা ব্যবস্থা হবেই!'

'কী ব্যবস্থা সেটা বলুন! সম্ভব হলে আমিই পৌঁছে দিতে পারি!'

হাসান অনায়াসে ডোরার হাত ধরে ওকে গাড়িতে বসাল। আলিঙ্গনের উষ্ণতা ছড়াল দুইজনের শরীরে। আকর্ষণ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে লাগল। ভাললাগা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। ভাললাগার কোন আকার থাকে না! থাকে সূঅনুভূতি। সেই অনুভূতি এই মুহূর্তে ওদের জারিত করছে।

হঠাৎ ওরা দেখল এক দল লোক ওদের দিকে আসছে। গা কাঁপছে ডোরার। গাড়িতে ওঠাই ভুল হয়েছে! এতক্ষণে ও সীমার বাসায় পৌঁছে যেত!

লোকগুলি কাছে আসতেই হাসান বলল,

'ডোরা, আপনি পেছনে গিয়ে শুয়ে পড়ুন!'

'মানে!'

'আর কথা! যা বলছি করুন!'

লোকগুলি গাড়িটাকে ঘিরে ফেলেছে। একজন জানতে চাইল,

'আজ শহরে ঝামেলা চলছে জানেন না? বেরিয়েছেন কেন?'

'ভাই, বাধ্য হয়ে বেরিয়েছি! আমার স্ত্রী ভীষণ অসুস্থ! হাসপাতালে যাচ্ছি!'

'কী অসুখ?'

'জানি না ভাই! মেয়েলি কোন প্রবলেম।'

চলে গেল লোকগুলো। পেছনে শুয়ে ডোরা ভাবছে, কী হচ্ছে এসব! ও কার বউ! কোন বদ মতলব নেই তো লোকটার!

হাসানের গলা শোনা গেল,

'ম্যাডাম, উঠে পড়ুন!'

'আপনি মিথ্যে বললেন কেন?'

ডোরার চোখে কৌতূহল!

'মিথ্যে না বললে কি বাঁচতেন? কেন ভয় পেয়েছেন?'

'না।'

'তাহলে কী এত ভাবছেন! ঠিকানাটা বলুন! রাত বাড়ছে ডোরা!'

কথাগুলি বলে হাসান গাঢ় দৃষ্টিতে ডোরার দিকে তাকাল। ডোরার চুল, ওর দোপাট্টা ছুঁয়ে গেল ওকে।

হাসান শরীরে একটা উর্মিল আবেদন টের পাচ্ছে।

ঠিকানা অনুযায়ী পৌঁছে গেল ওরা। হাসান দরজা খুলে বলল,

'নামুন!'

'আপনি নামবেন না?'

'আমার তো নামার কথা না!'

'কথার বাইরেও তো কথা থাকে!'

'থাকে বুঝি!'

'আপনি জানেন না?'

'সত্যিই জানি না!'

ডোরারও সবকিছু আজ এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। নিজের কাছেই নিজেকে অপরিচিত লাগছে। হাসান ডোরার দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে বলল,

'একটা কথা বলব ডোরা?'

'বলুন!'

'না থাক!'

'থাকবে কেন! বলুন!'

ডোরারও আজ একটা কথা শুনতে ইচ্ছে করছে!

'ডোরা এই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের যে একটা গল্প তৈরি হয়েছে, তা কি আপনি বুঝতে পারছেন!'

ডোরার গালে আবিরের ছোঁয়া! চোখ না তুলে ডোরা বলল,

'কিসের গল্প!'

'ভালবাসার গল্প!'

গাঢ় দৃষ্টি হাসানের। এক পাহাড় রোদ উঠেছে ডোরার মনে। আর সে রোদের ছোঁয়ায় একঝাঁক পাখি ডেকে যাচ্ছে টুই টুই শব্দে। নাবিকের কাছে সবুজ দিগন্ত রেখা যেমন একটু একটু করে স্পষ্ট হয়, তেমনি ডোরার কাছেও একটা ইচ্ছে স্পষ্ট হতে লাগল। ইচ্ছেরাও তো ভালবাসার অংশ! হাসান খুব স্বাভাবিকভাবে ডোরার হাতে হাত রাখল। মৃদু চাপ দিল হাতে। ডোরা হাত সরিয়ে নিল না। শুধু ভালবাসার আবেগে শিহরিত হতে লাগলো।

এ বন্ধনটা ওর ভালই লাগছে! মনে হচ্ছে, হাজার প্রজাপতি ওদের ঘিরে ডানার রঙ ছড়াচ্ছে। কী রঙ ডানার! নীল না কমলা! কিছুই বুঝতে পারছে না ডোরা।

ভৃত্যের তীর্থযাত্রায় প্রভুর পাগলামি

রশীদ জামীল

মান ইয়া না মান, মায় তেরা মেহমান। দাদাগিরির স্বভাবটা তাদের মজ্জাগত। শুধু বাংলাদেশেই না, দক্ষিণ এশিয়ার সবগুলো দেশেই তারা তাদের দাদাগিরিটা ফলাতে চায়, এবং প্রায় সবখান থেকেই গাল কচলাতে কচলাতে ফিরে আসে। বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম এভাবে তাদের সাজানো বাগানটি ভেঙে তছনছ দেবে, এটা তারা কল্পনাও করেনি। ফলে, হনুমানের লেজে আগুন লাগলে হনুমান যেমন লাফায়, ঠিক সেভাবে পাগলের মতো লাফাতে শুরু করে তারা। শুরু হয় ষড়যন্ত্রের জাল বোনা- একের পর এক। কিছুতেই কিছু করতে না পেরে অবশেষে তারা তাদের সর্বশেষ অস্ত্র 'তথাকথিত সংখ্যালঘু নির্যাতনের' ট্রামকার্ড নিয়ে উলঙ্গ হয়ে মাঠে নেমেছে। আর, দু:খজনকভাবে বাংলাদেশের কিছু মানুষ, যারা জন্মসূত্রে বাংলাদেশি এবং সনাতন ধর্মাবলম্বী, যাদের সাথে যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের মুসলমানরা সম্প্রীতিমূলক সহাবস্থান করে আসছে, যাদের সুখ-দু:খে মুসলমানরা পাশে থেকেছে, রাত জেগে জেগে যাদের মন্দির পাহারা দিয়েছে, সেই তাঁদেরই একটা অংশ ভারতের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে বাংলাদেশের আলো বাতাসের সাথে নিমকহারামি করছে! অকৃতজ্ঞতা আার কাকে বলে!

দুই

পশ্চিমবঙ্গের মূখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বাংলাদেশবিরোধী অপপ্রচারের পালে হাওয়া দিচ্ছেন। মজার ব্যাপার হলো, কলকাতায় বিজেপি ডান বললে মমতার তৃণমূল কংগ্রেস যায় বামে। মমতা সাদা বললে বিজেপি বলে কালো। যাকে বলে সাপে-নেউলে অবস্থা। বাংলাদেশবিরোধী প্রোপাগান্ডায় ইদানীং সাফ ও নেউল একই সূরে কথা বলতে শুরু করেছে। বিজেপির শুভেন্দ্রু অধিকারী তার লোকজন নিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে জড়ো হয়ে 'আলু দেবো না, পেয়াজ দেবো না'- বলে লম্বা লম্বা কথা চেঁচামেচি করছেন। ওদিকে মমতা দিদি জাতিসংঘের কাছে বাংলাদেশে শান্তিরক্ষা বাহিনী পাঠানোর আহ্বান জানাচ্ছেন। কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে জাতিসংঘ যে নাক গলায় না এবং একটি দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধানে জাতিসংঘ যে সৈন্যও পাঠায় না, এটা না বোঝার মতো মূর্খ তো তিনি। তারপরেও সবসময় হিন্দু-মুসলমান সহাবস্থানের কথা বলে সাম্যের গান গাওয়া আর চপ্পল পরে ভেলকি দেখানো মমতা হঠাৎ করে এতোটা অ্যাক্সট্রিম হয়ে উঠবার কারণ আমরা বুঝতে পারি। বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন কারণে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন তিনি। সম্প্রতি কলকাতা তার পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। পশ্চিমবঙ্গের একটি হাসপাতালে ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন একজন নারী চিকিৎসক। ঘটনার জের কাটতে না কাটতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এবার হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পথে এক নার্সকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। ৯ দিন পর তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনা দুটি মমতাকে বড়বেশি বেকায়দায় ফেলে দেয়। বাংলাদেশের হিন্দুদের নিয়ে মাসীর দরদ দেখিয়ে দিদি চেষ্টা করছেন তার অস্তিত্বের সংকটটি কাটিয়ে উঠতে।

তিন

ভারতীয় মিডিয়াকে সেদেশের মানুষই গদি মিডিয়া বলে ডাকে। মোদি সরকারের কোলে বসে মিডিয়াগিরি করার কারণেই তাদের এই নাম। ভারতের সেবাদাসী বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে চলে যাওয়ার পর থেকে ভারতের মিডিয়া পাগল হয়েগেছে! তিলকে তারা শুধু তালই বানাচ্ছে না, সাদাকে কালো বানিয়ে উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর মতো নির্লজ্জ মিথ্যাচার পর্যন্ত করে যাচ্ছে। যার একটি ছোট্ট উদাহরণ হলো, চট্টগ্রামে ইসকনের উগ্র হিন্দুদের দ্বারা প্রকাশ্য দিবালোকে আদালতের আঙিনায় একজন মুসলিম আইনজীবীকে জবাই করে হত্যা করার পর ভারতীয় মিডিয়ার বাটপারি নিউজের নমুনা ছিল এমন, 'চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের আইনজীবীকে হত্যা করেছে মুসলিমরা'!

কলকাতার সেকেন্ড ক্লাশ কিছু টেলিভিশনে বাংলাদেশকে নিয়ে তাদের উপস্থাপকদের ভাষা ও বডিল্যাঙ্গুয়েজ দেখলে যে কেউ ভাববে, এদেরকে মনেহয় পাগলা কুত্তা কামড়েছে! চৌদ্দটি ইনজেকশন দেওয়ার আগ পর্যন্ত এরা ঠিক হবে না। তাদের মেইনস্ট্রিম মিডিয়াগুলো ততোটা উলঙ্গ হয়ে না নামলেও কোনো ধরণের ফ্যাক্টচেক না করে তথ্য বিকৃতির পাশাপাশি মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্কের কফিনে পেরেক টুকে দেওয়ার কাজটি নির্লজ্যভাবে করে যাচ্ছে।

চার

তিপ্পান্ন বছর বাংলাদেশের ঘাড়ে সিন্দাবাদের ভূতের মতো চেপে বসেছিল ভারত। আর তারা এই সুযোগটি পেয়েছিল আমার দেশের মেরুদণ্ডহীন সরকারগুলোর মিঁউ মিঁউ নীতির কারণে। এরশাদের ৮ বছর বাদ দিলে বাকি প্রায় ৪৪ বছর বাংলাদেশ শাসন করা দুইটা দলই ভারতের সামনে নতজানুতার পরিচয় দিয়েছে। একদল একটু ঘোমটা-টুমটা দিয়ে তোয়াজ করতো, আরেকদল একটু খুল্লমখুল্লা- পার্থক্য বলতে এটুকুনই ছিল। অবশ্য, শেষ ষোলো বছর ক্ষমতাসীনরা কোনো রাখঢাক না রেখে ভারতকে সরাসরি প্রভুর পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে সেই প্রভুর কৃপায় বাংলাদেশের মানুষকে গোলাম বানিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার পর বাংলাদেশের মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। ভারতের সেবাদাসীকে ৪৫ মিনিটের এক অলিখিত নোটিশে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করে। সংগতকারণেই ব্যাপারটি মেনে নিতে পারছে না আধিপত্যবাদের গুরু ভারতীয় সরকার। শেখ হাসিনার পরাজয়কে তারা তাদের পরাজয় ধরে নিয়ে এমন আচরণ শুরু করে, যা কোনো সভ্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় শিষ্টাচারের আওতায় পড়ে না।

রাষ্ট্রের সম্পর্ক হবে রাষ্ট্রের সাথে, ব্যক্তির সাথে নয়। ভারতের উচিত ছিল বাংলাদেশের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করা। বাংলাদেশের মানুষকে আস্থায় নেওয়া। বাংলাদেশের মানুষ কেন একবার ভারতের নাম মুখে নিলে তিনবার কুলি করে, সেই কারণ খুঁজে বের করা। সেটা না করে তারা বেছে নিলো একজন মানুষকে। দুদেশের সম্পর্কটা হয়ে গেল ভারত বনাম শেখ হাসিনার সম্পর্ক। তিনি হয়ে উঠলেন লেন্দুপ দর্জির আপন চাচাতো বোন। ওপার থেকে হুকুম আসে, তিনি এপারে বসে তামিল করে যান। ওরা যাই বলে, তিনি বলেন 'তথাস্তু'। ওদের চাইতে দেরি হয়, তিনি দিতে দেরি করেন না। আবার গর্ব করে বলেও বেড়ান, 'ভারতকে যা দিয়েছি, সেটা তারা কোনোদিনও ভুলতে পারবে না'। অবশ্য কী কী দিয়েছেন, সবকিছু আমরা জানিও না। তার মন্ত্রীরা তো রাখঢাক না করেই 'ভারতের সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক' বলে পুলকিত হতেন। অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে সেগুলো প্রকাশ করার দাবি উঠেছে। তো এতো নিষ্ঠাবান একজন আজ্ঞাদাসীকে টিকিয়ে রাখতে না পারার ব্যর্থতা মোদিজি এতো জলদি ভুলবেনইবা কেমন করে!

পাঁচ

বাংলাদেশের অধিকাংশ হিন্দু আওয়ামীলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত কিংবা দলটির সমর্থক। হতেই পারে। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিশেবে যেকোনো রাজনৈতিক দলকে সাপোর্ট করা অথবা সেই দলের রাজনীতির সাথে যুক্ত হওয়ার অধিকার তাঁদের আছে। এখানটায় কোনো সমস্যা নাই। সমস্যটা তখনই হয়, যখন মারলে তারা আওয়ামীলীগ আর মরলে হয়ে যায় সংখ্যালঘু। তাদের দল আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় থাকলে তারা তখন দলের নেতাকর্মী। তখন ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে মানুষের উপর যখন অত্যাচার করে, তখন নির্যাতিতরা মুসলমান হলেও তারা তখন জাস্ট রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। আবার সেই তারাই যখন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দ্বারা পাল্টা আক্রমণের শিকার হয়, তখন হয়ে যায় সংখ্যালঘু! আজিব এই বাটপারিটা আমরা অনেকদিন ধরেই দেখে আসছিলাম। এবার একটু নোংরাভাবে দেখছি।

বাংলাদেশের সকল হিন্দু এমন না, আমরা জানি। অনেক হিন্দু নেতানেত্রীকে আমরা ভারতের এই আগ্রাসী অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল থেকে হিন্দু ছাত্রদের আমরা ভারতের মিথ্যাচার ও নোংরামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে বের হতেও দেখেছি। এটাই বাংলাদেশ। আবহমানকাল ধরে এভাবেই আমাদের সহাবস্থান। বাংলাদেশের মসজিদে আজান হলে আশেপাশের হিন্দু মন্দিরগুলোতে তখন ঘন্টা বাজানো বন্ধ রাখা হয়। পূজার সময় আশেপাশে মাইক বাজিয়ে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হয় না। আমি আমার নিজের কথাই যদি বলি, আমার বাড়ির তিন দিকেই হিন্দুদের বাড়ি। আমাদের উত্তর পাশে নিবারণদার বাড়ি, দক্ষিণে নিতাই কাকা, পূর্বে তুলসি স্যারের বাড়ি এবং পশ্চিম দিকে রাস্তা। বিগত চল্লিশ বছর থেকে আমরা একে অন্যের প্রতিবেশি। আমাদের ঈদে তারা আমাদের বাড়ি আসে। পিঠা পায়েস খায়। তাদের সংরান্তিতে আমরাও তাদের বাড়ি যাই। একে অন্যের সুখে দু:খে পাশে থাকি। বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম ছাড়া পুরো বাংলাদেশের চিত্রই এমন। উলটো দিকে শুধুমাত্র বাসায় গরুর মাংস রাখার অপরাধে তারা তাদের দেশে মুসলমানকে পিঠিয়ে মেরে ফেলে। সেই তারাই যখন আমার দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলে, তখন পাগলেরও হাসি পায়।

ছয়

বাংলাদেশে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা লাগানো গেলে পানি ঘোলা করা যেতো। আবার শুরু করা যেতো ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের ধান্ধা। এজন্য যতভাবে চেষ্টা করা দরকার, তারা করছে। যতোভাবে উস্কানি দেওয়া দরকার, তারা দিচ্ছে। সমস্যা হলো, বাংলাদেশের মানুষ তাদের কোনো উস্কানির ফাঁদেই পা দিচ্ছে না। বাংলাদেশের সহজ-সরল কিছু হিন্দুদের দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবেই মুসলমানদের উপর আঘাত করাচ্ছে পাল্টা আঘাতের আশায়। উস্কানি দেওয়াচ্ছে, পালটা আক্রমনের নেশায়। তাহলে হিন্দু নির্যাতন বলে হাউকাউ করা যাবে। বাংলাদেশের মুসলমান পাল্টা আঘাত করছে না। কিছুতেই কিছু করা যাচ্ছে না।

ওরা হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছুলোককে উস্কানি দিতে দিতে এখন দেখে দেশপ্রেমিক হিন্দু বাংলাদেশিরাও তাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছে। বাংলাদেশ ইস্যুতে সত্যিকার বাংলাদেশি হিন্দুরাও মুসলমানদের সাথে হাতে হাত রেখে আধিপত্যবাদের মোকাবেলায় ভারতের দিকে চোখ লাল করে তাকাচ্ছে। পাগল কি আর সাধে হচ্ছে তারা?

সাত

ওরা বর্ষার মওসুমে আমাদের পানি দিয়ে ডুবিয়ে রাখে। আমরা সেই পানিতে ইলিশ চাষ করে সেই ইলিশ তাদেরকে খেতে দিই। ওরা শুকনো মওসুমে পানি বন্ধ করে রেখে আমার দেশের ফসলি জমিকে শুষ্ক বানায়া রাখে। আমরা সেই শুকনো ভূমিতে আখ চাষ করে তাদের দেশেও পাঠ রপ্তানি করি। তারা আমাদের হাই কমিশনে আক্রমণ করে, আমরা আমাদের দেশে তাদের হাই কমিশনের নিরাপত্তা বাড়াই। তারা তাদের দেশে মসজিদ ভেঙে মন্দির বানায়, আমরা আমাদের দেশে তাদের মন্দিরগুলো পাহারা দিই। সামান্যতম বিবেক ও মানবিক বোধ অবশিষ্ট থাকলে আমার দেশের নাম মুখে নেওয়ার আগে অন্তত দুইবার তাদের দাঁত ব্রাশ করে নেওয়া উচিত ছিল।

আট

নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করবার জন্য ভারতীয় জনগণের দৃষ্টি বাংলাদেশের দিকে ফেরানোর পর এখন নিজেরাই পড়েছে নিজেদের ফান্দে। ভিক্ষা চাই না মাগো কুত্তা সামলাও অবস্থা। কলকাতা এখন কাঁদছে। চৈত্রের রোদের মতো খা খা করছে ওপার বাংলার অলিগলি। পর্যটকদের কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ব্যবসা-বাণিজ্য লাঠে উঠতে বসেছে। ছোটছোট দোকানদাররা দোকানে বসে মাছি তাড়িয়ে সময় পার করছে। পশ্চিম বঙ্গের হাসপাতালগুলো বাংলাদেশিদের চিকিৎসা দেবে না, আর দিলেও প্রথমে ভারতীয় পতাকায় প্রণাম করতে হবে- বলে বর্বোরোচিত ঘোষণা দিয়েছিল। বাংলাদেশ তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। পয়সা দিকে চিকিৎসা নেবো আর তারা এমন ফাইজলামি কথাবার্তা বলবে? প্রশ্নই আসে না। পকেটে পয়সা থাকলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ব্যাংকক সিঙ্গাপুর আছে। জোশের ঠেলায় আবুল তাবুল বলে এখন তারা নিজেরাই পড়েছে বিপদে। এখন আবার শুরু করেছে কান্নাকাটি। বাংলাদেশি রোগিদের জন্য বিশেষ ছাড়-টার ঘোষণা দিয়ে কাজ হচ্ছে না। অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছাচ্ছে যে, লাগলে পায়ে ধরতেও রাজি।

নয়

ভারতের উচিত আপন চরকায় তেল দেওয়া। তাদের উচিত নিজের সেভেন সিস্টার্সকে সামাল দেওয়া। ড মুহাম্মদ ইউনুস ক্ষমতা গ্রহণের আগে বলেছিলেন, 'ভারত যদি বাংলাদেশকে অশান্ত করতে চায়, তাহলে তাদের সেভেন সিস্টার্সও শান্তিতে থাকতে পারবে না'। ভারতের উচিত কথাটি মনে রাখা। আর কোনো কামকাজ না থাকলে বাংলাদেশ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তাদের উচিত পাবলিক টয়লেট তৈরিতে মনোযোগ দেওয়া। এখনো ৬০ কোটি ভারতীয় খোলা আকাশের নিচে মলত্যাগ করে।

দশ

ওরা আমাদেরকে দ্বিভক্ত করতে যেয়ে দেখে, আমরা আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ হয়েগেছি! সার্বভৌমত্তের প্রশ্নে গোঠা বাংলাদেশ এক কাতারে চলে এসেছে। এটাই বাংলাদেশ। ভারতের বোঝা উচিত, এটা চব্বিশের বাংলাদেশ। এটা আওয়ামীলীগ-বিএনপি-জামায়াতের বাংলাদেশ না। এটা কোনো দলের দেশ না। এই বাংলাদেশ তারুণ্যের। এই বাংলাদেশ ছাত্রজনতার। এই দেশের দিকে চোখ তুলে তাকালে সেই চোখ উপড়ে ফেলার মতো কলিজা এখন বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে। এই সত্য তারা যতো জলদি বুঝবে, ততোই তাদের মঙ্গল।

বি জ য় দি ব স সং খ্যা

১৯৭১ সাল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ৭১' এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গে উজ্জীবিত সশস্ত্র জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছিল আমাদের মুক্তির ইতিহাস- স্বাধীনতার ইতিহাস। তাই আজ শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান সহ দেশের জন্য শহীদ হওয়া সকল বীরদের। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এখনো বেঁচে থাকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল যোদ্ধাদের। ধন্যবাদান্তে-**এইচ বি রিতা**

শুধু একটি পতাকা দোলে

তমিজ উদ্‌দীন লোদী

বিয়োগান্ত তুমি ক্যাথারসিসে নম্র হয়ে আছো
স্মৃতিভারাক্রান্ত দেখছো সেই ব্যাণ্ডেজমাখা পা
গুলিবিদ্ধ রক্তপাতে শীর্ণ
সবশেষে গ্যাংগ্রিনের দুর্গন্ধে মথিত

বাধ্যগত এমপোটেশন আর ক্রাচের ঘষটানি
বারান্দায় ঝুলে থাকা ক্যাকটাসের মতো দিন
কিংবা নিঃসঙ্গ ঘুঘুর মতো দুপুর
কেমন একঘেয়ে হয়ে বসে থাকে স্নায়ুর উপর

শুধু একটি পতাকা দোলে মানচিত্র খচিত
বারুদের গন্ধ এসে লাগে নাকে আর
একটি দীপ্ত আঙ্গুল অনঙ্গ হয়ে চেপে থাকে ট্রিগারে ।

দৃষ্টি পরস্পরের

কাজী জহিরুল ইসলাম

আমরা দু'জন দৃষ্টি পরস্পরের।
বন্ধ চোখে
দিব্যি হেঁটে যাই;
অন্ধকারে পা রেখেছি
বন্ধ ইতিহাসে,
লাঞ্চে বসে
রাষ্ট্রনীতি খাই,
শব্দ-জলে
হাঙর-তিমি ভাসে।
আমরা কি নই বিবর্তনের ভাষা?

কালপ্রবাহে উঠছে বেজে
মহাকালের ধ্বনি;
যে গান শোনো
সূর্য ডোবার বনে,
পাতা ঝরার ঋতু এলে
একান্তে আনমনে;
বাঁধবে তাকে?
কোথায় সে বন্ধনী?

আমরা দু'জন শব্দ হয়ে বাজি
সঙ্গত সুর
নিবিড় কণ্ঠস্বরের।
আমরা দু'জন দৃষ্টি পরস্পরের।

বিজয়হর্ষ

সুমন শামসুদ্দিন

বজ্রকণ্ঠে জেগে উঠলো রক্তকমল,
মোহনিদ্রা ভেঙে বৃত্তাকারে মুষ্টিবদ্ধ হলো-
সবুজ বদ্বীপের মধ্যবর্তী অন্তর্লীনে।
তারপর শুরু হলো গাঙচিলেদের কুচকাওয়াজ।
জয়দীপ্ত গর্বে শুরু হলো শোভাযাত্রা।

তারপর, দিনে দিনে চেতনার শানিত সূর্যালোকে
মনবিহঙ্গ খুঁজে পেল মহেশখালীর বাঁক।

বাঁশখালি আর চিত্রাজলে
বিজয়-রবির মুক্তালোকের ঝিকিমিকি,
সরুচঞ্চু গঙ্গাকৈতর রমণ করে স্নানানন্দ!

ছায়ানটের গাঢ়হাস্য প্রণয়রেণু ঠোঁটে
ব্যাকুল দোয়েলের বিহ্বলতা!
তৃণশ্যামল জমিনের বুকে
অংকিত মানচিত্রের হলুদাভ প্রভা,
আর, স্বস্তির আঙ্গিনায় নির্বিঘ্নে ওড়ে-
একটা লাল প্রজাপতি!

নিঃস্ব পর্ণকুটিরের চাতালে
চন্দ্রাতপের মায়াবী আভায় উঁকি দেয়
আশা জাগানিয়া এক অনাগত ভবিষ্যৎ!

দিগন্তহীন আকাশের বুকে
সোনালি চিলের ডানায় ভর ক'রে-
ভেসে বেড়ায় বিজয়হর্ষ!

ডিয়ার কমরেডস

সাকিব জামাল

ডিয়ার কমরেডস, দেখো, সবুজ চত্বরগুলো-
ধীরে ধীরে হলদে-তামাটে হয়ে নিশ্চিহ্নপ্রায়।
শোষক একনায়ক ইউক্যালিপ্টাসে ঘিরে ধরেছে!
আলোক অধিকারহীনে ফুটছে না রঙিন ঘাসফুল।
নিরীহ লতা-গুল্মকুঞ্জ অনুর্বর ভূমিতে অসহায়।
হতাশায় ডুবে আছে ছোট ছোট বৃক্ষদল।
পৃথিবীর প্রান্তরে প্রান্তরে-
ইউক্যালিপ্টাস উপড়ে ফেলে, ছুটে চলো তাই-
সবুজ সমাজ রক্ষার দুরন্ত কৃষক হয়ে!
সাম্যতার ভূমিতে বাঁচুক- ঘাস, লতা, গুল্ম, গাছ।

মৃত্যুর চেয়েও গৌরবময়

বিচিত্র কুমার

মায়ের কোলে যারা খেলেছিল,
তারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিল।
পুকুরের নীরব জলও তখন লাল,
আর সাঁঝের আলোয় ফুটে উঠেছিল লাশের মিছিল।
তবু সেই মিছিল থামেনি,
বরং বেড়ে উঠেছিল প্রতিটি চোখের ভেতর এক প্রতিজ্ঞায়।

বীরেরা যখন একে একে ঝরে পড়ছিল,
তখনো তাদের হৃদয়ে লেখা ছিল স্বপ্নের গান।
তারা বলেছিল, "আমরা মরব,
কিন্তু আমাদের স্বপ্ন রয়ে যাবে বিজয়ের পতাকায়।"
আজ সেই পতাকা উড়ছে,
আর প্রতিটি ভোরে রক্তস্নানের গল্প বলে।

একাত্তরের মেয়েটি

কাজী ইসলাম

'৭১- এর যুদ্ধকাল। তখন ভরা বরষার শেষ।শরৎ উঁকি দিচ্ছে।একদিন গ্রামান্তরে যাচ্ছিলাম।কাঁচামাটির পথ।রক্ষা অঞ্চলটা বেলেমাটির, কাদা কম।তিন-চারজন আমরা।দুপুরের দিক। প্রকৃতিতে ভাদ্রমাসের মেঘরৌদ্রের খেলা।পরিচ্ছন্ন নীল আকাশে সাদা মেঘেদের অলস ভাসান।জলাশয়গুলো পূর্ণ, শাপলা শালুকে আর কচুরীপানার রঙিন ফুলে মোহনীয়।খালে- বিলে জাল দিয়ে মাছ ধরা চলছে। মনে হয় না বাংলাদেশে এক ভয়ানক যুদ্ধ হচ্ছে।নিস্তরঙ্গ, শান্ত জীবনের ছন্দ! কিন্তু যেকোন মূহুর্তে পাকিস্তানি সৈন্যরা আসলেই ছারখার হয়ে যাবে এই সাজানো জীবন।সেই পাকিদের হঠাতেই আমাদের জীবনপণ যুদ্ধ।যুদ্ধের আগুন তখন আমাদের কঠোর কঠিন করে তুলেছে।শত্রু নিধন ছাড়া আর কোন চিন্তা মাথায় আসেনা।গ্রামের মাঝদিয়ে রাস্তা, দুপাশে ছবির মতো নিকানো বাড়িঘর।গাছ-গাছালি আর বাঁশ ঝাড়ে রৌদ্র ছায়ার খেলা।চারিদিক চোখ জুড়ানো সবুজে সবুজ আর দূরে দিগন্তে নীলিমার নীল।

শান বাঁধানো পাড়ের একটি টিউবওয়েলে কয়েকটি শিশু- কিশোর- কিশোরী হুল্লোড় তুলে স্নান করছে।কাছে যেতেই সরাসরি চোখে চোখ পড়লো একটি শ্যামলাঙ্গী কিশোরীর।১৩-১৪ বছর বয়েস হবে।ঘননীল কালো পাড় শাড়ি পরনে,সিক্ত। শরীরে যৌবন কেবল কড়া নাড়ছে,বসত গড়েনি তখনো।তবু সিক্ত বসনে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গিতে, হাত দুটো মুঠো করে শাড়ির প্রান্ত গলার কাছে ধরে। দীঘল পল্লবের কালো জলের দীঘির মতো চোখে সরাসরি চাইলো আমার চোখে। উৎসুক হরিণ শিশুর সারল্য সে দৃষ্টিতে,বিস্ময়ের মিশেলও ছিল। কিন্তু উনিশ বছরের আমার বুকে কি বিঁধেছিল কিছু? কয়েক সেকেণ্ড মাত্র!

এখনো মনে হয় অনন্তকাল ঐ চোখে চোখ রেখে তাকিয়েছিলাম।আজ এই ৫৩ বছর পরেও মেয়েটির মুখটি মনে আছে। চোখদুটোর দৃষ্টি মনে আছে।মনে হয় এখনো দেখলে চিনতে পারবো।তখন যে অনুভূতি হয়েছিল সেটা অদ্ভুত। কাম নয়, প্রেম নয়, শুধু এক মোহন আবেশের অনুভূতি হয়েছিল। আমাদের তখন মা- বোনের স্নেহের ছায়ার বাইরে নিষ্ঠুর এক যুদ্ধের তীব্র দাহের মধ্যে বাস।বাংলার গ্রামীন মেয়েদের যে শ্যামল কোমল একটা সৌন্দর্য আছে, সেটাই বোধহয় আবিষ্ট করেছিল আমাকে।বহুবার বহুদিন মনে পড়েছে।সিক্ত ঘননীল শাড়ি পরনে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়ানো এক কিশোরীর কথা।দীঘল পল্লবের দীঘির টলটলে কালো জলের মত গভীর কালো চোখ,দৃষ্টিতে হরিণ শিশুর সারল্য!

আজো মনে আছে মুখটি।মেয়েটি হয়তো আজ প্রৌঢ়া।কিন্তু আমার স্মৃতিতে তো মেয়েটি ঐ বয়েসীই আছে।মাঝেমাঝে ভাবি মেয়েটি কি পেয়েছিল একটি সুখি গৃহকোণ? একজন বলিষ্ঠ হৃদয়বান কিষানের ঘরণী কি হয়েছিল? প্রভাতের রৌদ্র বা সন্ধ্যা পেরোনো সময়ের জ্যোৎস্না গায়ে মেখে শিশুদের নিয়ে কলকলিয়ে হাসার জীবন কি পেয়েছিল মেয়েটি? পেয়েছিল কি দীঘির পারে চই চই করে হাঁসেদের ডাকার জীবন, ধান ভাঙ্গা ঢেঁকিতে পার দেয়া ছন্দের জীবন,লম্বা ঘোমটা টেনে আলের রাস্তা ধরে স্বামীর পেছনে পেছনে দূরের গ্রামে নাইওর যাবার জীবন, দুপুরে দাওয়ায় বসে পড়শি সখিদের সাথে গল্প করতে করতে হেসে গড়িয়ে পড়ার জীবন? স্বাধীনতা কি এসব দিয়েছিল কিশোরী বালাটি কে?

আমার ভাবতে খুব ভালো লাগে,স্বাধীনতা এগুলো সব দিয়েছিল মেয়েটিকে। সেই বিশ্বাস নিয়েই তো আমরা যুদ্ধে গিয়েছিলাম,ঐ দৃষ্টি পেড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম ভবিষ্যতের দিকে।

আজ বুঝি ঐ কন্যাটি সেদিন আমার কাছে বাংলাদেশের সমস্ত মেয়েদের প্রতিভু ছিল।ঐ মুখে আমি দেখেছিলাম আমাদের মায়েদের বোনেদের, কন্যাদের, সহচরীদের ছায়াময় মায়া।

যুদ্ধ আমাকে করে তুলেছিল রুক্ষ, রূঢ়। হত্যা, মৃত্যু, ধ্বংস চিন্তায় সীমিত হয়ে এসেছিল আমার ভুবন। কাঠিন্যের আবরণে ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল সৌন্দর্যবোধ,কোমলতার মত সুকুমার বৃত্তিগুলো।খুদে পানার আবরণের নিচে যেমন ঢাকা পড়ে পুষ্করিণীর কাকচক্ষু জলরাশি, তেমনি এক ধরনের রুক্ষতার খুদে পানার আবরণে ঢেকে গিয়েছিল আমার মনের সুকুমার বৃত্তির জলধি। ছোট্ট একটি ঢিল পানা সরিয়ে দৃশ্যমান করে জল রাশি, তেমনি অকস্মাত ঐ মেয়েটির অপাপবিদ্ধ দৃষ্টিপাত সরিয়ে দিয়েছিল আমার বাহ্য কাঠিন্য।কোমল একটা অনুভূতিতে ছেয়ে গিয়েছিল মন।

আশ্চর্য! সেদিন রাত্তিরে কিন্তু স্বপ্নে মেয়েটিকে দেখিনি, আম্মাকে দেখেছিলাম! অনেকদিন পর আমার স্বপ্নে এসেছিলেন আম্মা, আমার জননী!

ভ্রম

শামছুন ফৌজিয়া

গত ডিসেম্বরে জ্যাকসনহাইটসে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে মল্লিকার সাথে তাঁর হাইস্কুলে পড়ুয়া মেয়ে মনিকা ও গিয়েছিল। মনিকার জন্ম আমেরিকায় হলেও মায়ের মুখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা, বাঙালিদের ঐতিহ্য, বাংলা ভাষা,কবিতা,গান শুনে বাংলাদেশের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়েছে।মনিকা গুগলে সার্চ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মুক্তিযোদ্ধাদের কথা, বঙ্গবন্ধুর কথা জানতে পেরেছে।মল্লিকা ফুল টাইম জব করে সংসার সামলিয়ে লেখালেখি করেন।এপর্যন্ত পাঁচটি গল্প ও কবিতার বই লিখেছেন এই সুবাদে নিউইয়র্কের বইমেলায় প্রতিবছর মেয়েকে নিয়ে যান।

বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা তিনি স্মৃতিচারণ করছিলেন মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত দিনগুলোর কথা। পিনপতন নীরবতায় সবাই শুনছিলেন কিভাবে একজন বালক মুক্তিযুদ্ধে চলে গেলেন এবং গেরিলা ট্রেনিং নিয়ে দেশের জন্য কাজ করেছিলেন। কিন্তু কেনো যেন তিনি পুরো গল্পটি শেষ করতে পারেননি চলে গিয়েছিলেন অন্য টপিকে। অনুষ্ঠানের শেষে সবাই মুক্তিযোদ্ধাকে ঘিরে ছবি তুলছিলেন, মনিকা ও মায়ের মাধ্যমে পরিচিত হয়ে গল্প করেছিলো।মুক্তিযোদ্ধা খুব খুশি হয়েছিলেন এ প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পৌঁছানোর জন্য।

মায়ের জন্যই মনিকা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা করতে শিখেছে।খুব সহজেই গুগল ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে যে কোনো ভাষা জানা কঠিন নয়, আর মনিকা নিয়মিত বাংলাদেশের নিউজ ওয়েবসাইট ভিজিট করে। চব্বিশের জুলাই মাসে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির আঁচ নিউইয়র্কের বাঙালিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।মনিকা ও মায়ের সাথে টাইমস্কয়ারে গিয়েছিল প্রতিবাদ মিছিলে, হাতে ছিল নিজের লেখা পোস্টার। সেখানে মনিকার মতো এই প্রজন্মের অনেক শিশু কিশোর উপস্থিত ছিলো নিজেদের তৈরি পোস্টার নিয়ে।

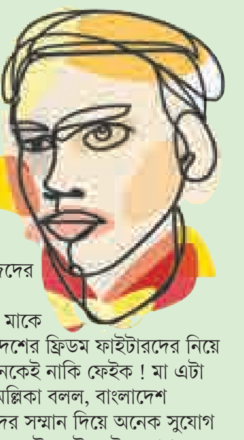

একদিন মনিকা মাকে ডেকে বলল, বাংলাদেশের ফ্রিডম ফাইটারদের নিয়ে নিউজে লিখেছে অনেকেই নাকি ফেইক ! মা এটা কেমন করে সম্ভব? মল্লিকা বলল, বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান দিয়ে অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন বলে কেউ কেউ সেই সুযোগ নিয়েছে।

মনিকা বলল, মা এটা তো খুব বাজে ব্যাপার হলো!

আরো কিছুদিন পরে মনিকা ওর বাংলা স্কুলের বন্ধুদের মাধ্যমে জানল, গত বছরের বিজয় দিবসে যে মুক্তিযোদ্ধার সাথে পরিচিত হয়েছিল তিনি নাকি ফেইক মুক্তিযোদ্ধা! এমন নাকি আরো ফেইক মুক্তিযোদ্ধার আইডি নিয়ে অনেকে দেশে বিদেশে বাস করছেন। মনিকা বলল, মা দেখো নিউজে ছবিসহ এসেছে! এগুলো কি সত্যি?

মল্লিকা কি জবাব দেবে বুঝতে পারছিলো না।তখন মনিকা বলল, মা আমি সেদিন যাকে অনেক রেসপেক্ট করেছিলাম ফ্রিডম ফাইটার হিসেবে, সেই রেসপেক্ট তুলে নিলাম! সকল রেসপেক্ট রাখলাম অরিজিন্যাল ফ্রিডম ফাইটারদের জন্য।আমি ও আমার বন্ধুরা সেদিন ভুল করেছিলাম তাই আমরা এবারের বিজয়ের অনুষ্ঠানে আমাদের ভুল অনুভূতির কথা জানাবো।

মল্লিকা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো মেয়ের দিকে।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
Shah M. Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG SHAH NAWAZ GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suit C
Ozone Park, NY 11416

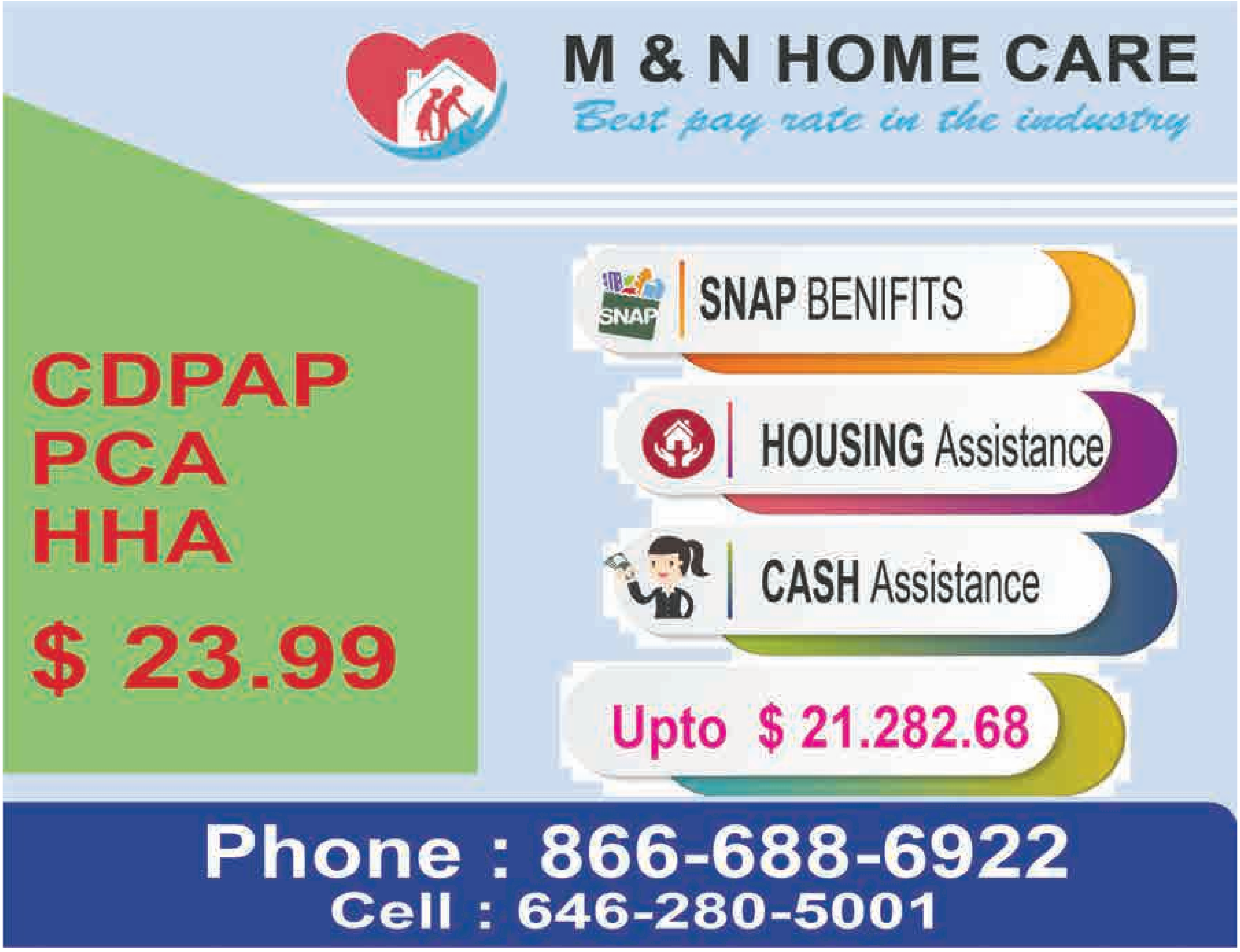
M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেস্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
26 December 2024, Thursday, Issue 406
বৃহস্পতিবার, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪, ১১ পৌষ ১৪৩১, ২৪ জমাদিউস সানি ১৪৪৬

সম্মাননা অনুষ্ঠানে অতিথিদের সঙ্গে আয়োজকেরা

মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা দিল জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন

যুক্তরাষ্ট্র

২৩ ডিসেম্বর নিউইয়র্কের কুইন্স আল মদিনা পার্টি হলে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

নিজস্ব প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণিল আয়োজনে মহান বিজয় দিবস উদযাপন করেছে জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক। অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৬টায় নিউইয়র্কের কুইন্স আল মদিনা পার্টি হলে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি বদরুল খানের সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি ইনকের সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহমদ মোস্তফা বাবুল, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. দুদু মিয়া মঈন, বাংলাদেশ সোসাইটির উপদেষ্টা আজিমুর রহমান বোরহান, বাংলাদেশ সোসাইটি ও জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের সাবেক বোর্ড অব ট্রাস্টি এবং বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ ইনকের সাবেক সভাপতি মকবুল রহিম চুনই, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনকের সাবেক সহসভাপতি আব্দুল মসব্বির, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ ইনকের সাবেক সভাপতি মোস্তফা কামাল প্রমুখ।

সভায় শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন সংগঠনের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক হোসেন আহমেদ, কোরআন তেলাওয়াত শেষে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন বিজয় দিবস উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব ও সংগঠনের প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক ফয়সাল আলম, বিজয় দিবস উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক সংগঠনের সহসভাপতি মো. জাবেদ উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ মো. আলিম, সহসভাপতি মো. শফিউদ্দিন তালুকদার, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ ইনকের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শামীম আহমেদ, সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুল কুদ্দুস টিটু, সাবেক ছাত্রনেতা গোলাম মর্তুজা, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ ইনকের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল আলম অপু, সাবেক ছাত্রনেতা কে এইছ সুমন প্রমুখ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি ইনকের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হাসান খান ও জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ও সাবেক ক্রীড়াবিদ হেলাল উদ্দিন চৌধুরী, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ ইনকের সহসাধারণ সম্পাদক রাজু আহমেদ, বিশিষ্ট কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট চৌধুরী মুমিত তানিম, মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, রোমান আহমেদ, জিসান আহমেদ, মুশফিকুর রহমান, আবিদ আহমেদ, রুবেল আহমেদ, শাহ আলম, আব্দুল কালাম, হাসান মাহমুদ, কবির আহমদ, নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ আবুল খায়ের, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হক মনিয়া, সাংবাদিক মিছবাহ আহমেদ, মো. জাকির উদ্দিন, মো. আব্দুল মতিন, মো. আলী জিন্নাহ, মো. নুরুল হক, কামাল চৌধুরী, কয়েছ আহমেদ, শামিম আহমেদ, হাসান আহমেদ, কবির আহমদ, ছাত্র নেতা জামাল হোসেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৩

সচিবালয়ে আগুনে গুরুত্বপূর্ণ নথি পুড়ে যাওয়ার শঙ্কা

ঢাকা অফিস

বুধবার দিবাগত রাতে সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনে আগুন লাগে। এতে সেখানে অবস্থিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের নথিসমূহ পুড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। সচিবালয়ে অবস্থিত ফায়ার সার্ভিসের ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা করে রাত ১টা ৫৪ মিনিট থেকে। আগুনের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় পর্যায়ক্রমে ১৮ ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। পরে ইউনিটের সংখ্যা বাড়ানো হয়। সবশেষ ফায়ার সার্ভিসের ১৯টি ইউনিটের চেষ্টায় বৃহস্পতিবার সকালে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

লক্ষ্য ছিল এক, ধরা পড়ার ভয়ে খুন ৭ জনকে

ঢাকা ডেস্ক

আকাশ মন্ডল

চাঁদপুরে এমভি আল বাখেরা জাহাজে ৭ খুনের ঘটনায় আসামি আকাশ মন্ডল ওরফে ইরফানকে সাত দিনের রিমান্ড দিয়েছেন জুডিশিয়াল মাজিস্ট্রেট আদালত। বুধবার সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শরীফ মো. সায়েম। মঙ্গলবার রাতে বাগেরহাটের চিতলমারি এলাকা থেকে ইরফানকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব।

বিকালে কুমিল্লা র‍্যাব-১১ চাঁদপুর নৌ-অঞ্চলের পুলিশ সুপার কার্যালয়ে নিয়ে হস্তান্তর করা হয় ইরফানকে। ওই সময় নৌপুলিশ সুপার সৈয়দ মোশফিকুর রহমান ইরফানকে বুঝে নেন। পরে ইরফানকে আদালতে তোলা হলে ১০ দিনের রিমান্ড চায় পুলিশ। আদালত সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

গেল মঙ্গলবার রাতে জাহাজে সাত খুনের ঘটনায় জাহাজের মালিক মাহবুব মোর্শেদ বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও হাইমচর হরিনা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ কালাম খাঁন বলেন, 'রিমান্ডে আনার পর

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

হাসানুজ্জামান হাসানের হাতে (মাঝে) সম্মাননা তুলে দেওয়া হচ্ছে

এবিসিসিআই বিজনেস নেটওয়ার্কিং অ্যাওয়ার্ড পেলেন হাসানুজ্জামান

ডেস্ক রিপোর্ট

আমেরিকা বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এবিসিসিআই) বিজনেস নেটওয়ার্ক অ্যাওয়ার্ড পেলেন হাসানুজ্জামান হাসান। সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) রাজধানী ঢাকার হোটেল ওয়েস্টিনে এবিসিসিআই আয়োজিত বিজনেস নেটওয়ার্কিং ডিনারে তাকে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

হাসানুজ্জামান হাসান এবিসিসিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশী আমেরিকান পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ফ্রন্ট'র সাবেক প্রেসিডেন্ট। উদ্যোমী এ উদ্যোক্তা উত্তর বঙ্গের অবহেলিত ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া অনুন্নত এলাকা নীলফামারী ও রংপুরে শিল্পকারখানা গড়ে তুলে বেকার এলাকাবাসীর কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে প্রতিষ্ঠা করেন দেশের অন্যতম বৃহৎ দু'টি হিমাগার। একসময় নিউইয়র্ক বসবাস করা

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com